NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

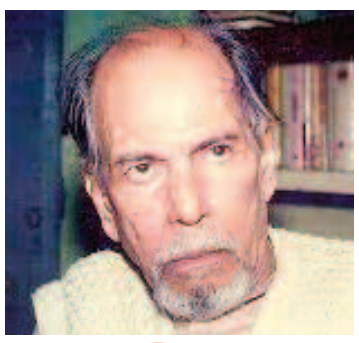

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

দেখুন

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ অষ্টোত্তর শতজন্মজয়ন্তী স্মরণে প্রাবন্ধিক অমিয়ভূষণ মজুমদার

রাজনীতির পরিবর্তন কি ভারতের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ঘটাবে ৮

কলকাতা ২০ মার্চ ২০২৫ ৬ চৈত্র ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৭৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.3.2025, Vol.18, Issue No. 277 8 Pages, Price 3.00

ঘরে ফিরলেন সুনীতারা...

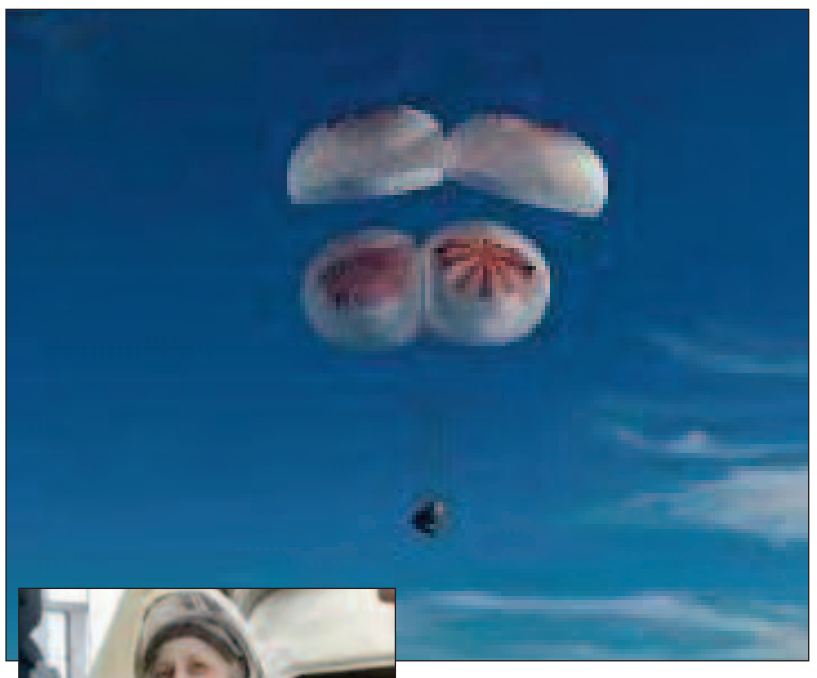

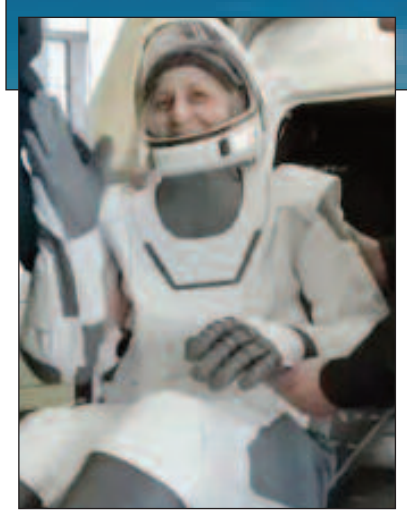

মুহূর্তের সাক্ষী রইল বিশ্ব

ওয়াশিংটন, ১৯ মার্চ: প্রতীক্ষার অবসান। ২৮৬ দিন মহাকাশে কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরলেন সুনীতারা। তাঁদের প্রথমেই 'স্বাগত' জানাল ডলফিনেরা। সমুদ্রের বুকে ভাসমান স্পেসএক্সের মহাকাশযানের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল কয়েকটি ডলফিনকে। কখনও জলের নীচ থেকে মাথা উঁচু করে দেখছিল যানটিকে। আবার পরমুহূর্তেই ডুব দিচ্ছিল তারা।

আকাশের বুকে একটা ছোট্ট বিন্দু। সময় যত গড়াতে থাকে সেই বিন্দু ধীরে ধীরে বড় আকার ধারণ করে। ইলন মাস্কের সংস্থা স্পেসএক্সের ড্রাগন যান নেমে এল সমুদ্রবক্ষে। সেই মহাকাশযানে ছিলেন সুনীতা উইলিয়ামস এবং বুচ উইলমোর। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে ওই যান থেকে খুলে যায় একে একে চারটি প্যারাশুট। তখন ওই যানের গতি খুবই কম। ভাসতে ভাসতে নেমে আসে ফ্লোরিডায় অতলান্তিক মহাসাগরের বুকে।

ভারতরত্ন দেওয়া হোক, দাবি মুখ্যমন্ত্রী মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামসের ভারতরত্ন পাওয়া উচিত বলেই মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিধানসভায় সুনীতাদের উদ্দেশে অভিনন্দনবার্তা দিয়ে মমতা বলেন, 'যে ভাবে তাঁরা যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, সে বিষয়ে খোঁজখবর নিতাম।' কথায় কথায় মুখ্যমন্ত্রী এ-ও জানালেন, তিনি বর্তমানে মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনাও করছেন। গত বছর ৫ জুন মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেন সুনীতারা। কথা ছিল আট দিন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরবেন তাঁরা। মূলত অতিথি হয়েই মহাকাশে গিয়েছিলেন সুনীতারা। কিন্তু তখনও কেউ ভাবেননি আট দিনের সফর শেষ হবে ন'মাসে! মহাকাশযানে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় বার বার পিছোতে থাকে সুনীতাদের পৃথিবীতে ফেরার তারিখ। ২৮৬ দিন কাটিয়ে অবশেষে বুধবার ভোর ৩ টে ২৭ মিনিট নাগাদ (ভারতীয় সময়) সুনীতারা পৃথিবীতে ফেরেন। সুনীতারা ফিরে আসার পরেই নিজের এক্স হ্যান্ডলে অভিনন্দনবার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে বিধানসভাতেও মমতা বলেন, 'বিধানসভার পক্ষ থেকে সুনীতা উইলিয়মসকে কৃতজ্ঞতা। তাঁরা অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেছেন। উদ্ধারকারী দলকেও ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। কল্পনা চাওলাও গিয়েছিলেন। ফিরতে পারেননি। আমরা দেখি প্লেন খারাপ হলে ফিরে আসে। এই মহাকাশযানেরও কিছু গোলমাল ছিল বলে শুনেছি। কল্পনা চাওলাদেরও যেটা হয়। সেই জন্যই এতগুলো মাস সুনীতা উইলিয়ামসদের আটকে থাকতে হয়।' মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, 'সুনীতা ভারতের মেয়ে। তাঁকে ভারতরত্ন দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। তাঁরা যাতে ভাল করে কাজ করতে পারেন, তাই এই মহাসম্মানের দাবি জানাচ্ছি।'

সুনীতার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবে ইসরো

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ: অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। শুভেচ্ছার বন্যা বইছে সর্বত্র। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর তরফেও শুভেচ্ছা জানানো হল ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহাকাশচারীকে। সেই সঙ্গেই আশা, মহাকাশ অভিযানে সুনীতার দক্ষতাকে ব্যবহার করে ভারতও এই ক্ষেত্রে নিজের মতো করে এগিয়ে যাবে।ইসরো এক্স হ্যান্ডলে লিখেছে, 'স্বাগতম সুনীতা উইলিয়ামস। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে দীর্ঘ অভিযানের পর আপনার নিরাপদ প্রত্যাবর্তন এক অসাধারণ অর্জন। মহাকাশ অনুসন্ধানের প্রতি নাসা, স্পেসএক্স এবং আমেরিকার প্রতিশ্রুতির প্রমাণ! আপনার অধ্যাবসায় এবং নিষ্ঠা বিশ্ব জুড়ে মহাকাশপ্রেমীদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে। ইসরোর সভাপতি ও সচিবের হিসেবে আমি আমার সতীর্থদের তরফ থেকে আপনাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। এবং আগামিদিনের শুভেচ্ছাও। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদিজির নেতৃত্বে যখন ভারতকে এক উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে, তখন আমরা মহাকাশ অনুসন্ধানে আপনার দক্ষতাকে কাজে লাগাতে চাই।'

সুনীতাদের সমুদ্রবক্ষ থেকে ফিরিয়ে আনতে আগেই পৌঁছে গিয়েছিল মার্কিন নৌবাহিনীর জাহাজ। সুনীতাদের ক্যাপসুল এসে জুড়ে যায় ওই জাহাজের সঙ্গে। তার পর মহাকাশচারীদের ক্যাপসুলকে হাইড্রলিক পদ্ধতিতে তোলা হয় জাহাজে। সেখানে ড্রাগন ক্যাপসুলের দরজা খোলে। ভারতীয় সময় বুধবার ভোর ৪টে ২২ মিনিট নাগাদ প্রথমে ক্যাপসুলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন নিক হগ। তার পর একে একে নভশ্চর আলেকজান্ডার গর্বুনভ, সুনীতা এবং বুচকে বার করে আনা হয়।

ক্যাপসুল থেকে বেরোনোর সময় সুনীতাদের মুখে ছিল প্রশান্তির হাসি। তার পর স্ট্রেচারে চাপিয়ে তাঁদের তোলা হয় জাহাজে। সেই জাহাজ এসে থামে ফ্লোরিডার উপকূলে। সেখানে সুনীতাদের জন্য অপেক্ষা করছিল বিশেষ গাড়ি। তাতে চাপিয়েই তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় হিউস্টন জনসন স্পেস সেন্টারে। পৃথিবীতে ফিরলেও এখনই তাঁরা পরিবার বা অন্য কারও সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। থাকতে হবে পর্যবেক্ষণে। অন্তত ৪৫ দিন বিশ্রাম এবং নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলা হবে সুনীতাদের।

গত বছর ৫ জুন মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেন সুনীতারা। কথা ছিল আট দিন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরবেন তাঁরা। মূলত, অতিথি হয়েই মহাকাশে গিয়েছিলেন সুনীতা এবং বুচ। কিন্তু তখনও কেউ ভাবেননি আট দিনের সফর শেষ হবে ন'মাসে! তবে মহাকাশযানে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় বার বার পিছোতে থাকে সুনীতাদের পৃথিবীতে ফেরার তারিখ। অবশেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। বুধবার ভোর ৩টে ২৭ মিনিট নাগাদ (ভারতীয় সময়) সুনীতারা ফিরলেন পৃথিবীতে।

বারুইপুরে ধুন্ধুমার, শুভেন্দুকে 'গো ব্যাক' স্লোগান

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কর্মসূচি ঘিরে বুধবার বিকেলে তপ্ত হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর। বুধবার বিকেলে বারুইপুরে রাসমাঠ থেকে পুলিশ সুপারের দপ্তর পর্যন্ত মিছিল করার কথা ছিল বিজেপির। ওই কর্মসূচিতে বিজেপি বিধায়কদেরও থাকার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই পদযাত্রা বাতিল করে বিজেপি। বিকেলে শুভেন্দু বারুইপুরে ঘোষিত কর্মসূচির জন্য পৌঁছতেই উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এলাকায়।

তৃণমূল এবং বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বিবাদ বেধে যায়। শুভেন্দুর অভিযোগ, তিনি সেখানে প্রবেশ করার সময় তাঁর গাড়িতে হামলা হয়েছে। বিরোধী দলনেতার দাবি, ওই সময়ে বাইরে থাকলে মাথা চৌচির হয়ে যেত। ঘটনার প্রতিবাদে হাইকোর্টে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

বুধবার বিজেপির কর্মসূচির দিনেই বারুইপুরে 'পাল্টা' কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল তৃণমূল। পুরাতন বাজার এবং শিবানী পীঠ এলাকায় অবস্থান বিক্ষোভ চলছিল তৃণমূলের। দুই রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি ঘিরে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকায় যথেষ্ট পুলিশও মোতায়েন ছিল। এরই মধ্যে বিকালে শুভেন্দুর অভিযোগ, তিনি বারুইপুরে পৌঁছোলে গাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে। শুভেন্দু এলাকায় প্রবেশের সময়ে তাঁর উদ্দেশে 'গো ব্যাক' স্লোগানও দেওয়া হয় এবং কালো পতাকাও দেখানো হয়। এ ছাড়া 'চোর চোর' স্লোগানও ওঠে বলে অভিযোগ বিজেপির। তাদের দাবি, ওই ধস্তাধস্তির সময়ে বিজেপির কয়েক জন কর্মী আহত হয়েছেন।

তৃণমূলের কর্মসূচি নিয়েও অভিযোগ রয়েছে বিজেপির। তাদের বক্তব্য, বিকেল ৩টে পর্যন্ত তৃণমূলকে মাইক বাজানোর অনুমতি দেওয়া থাকলেও তা মানা হয়নি। বিজেপির যাদবপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি মনোরঞ্জন জোয়ারদারের বক্তব্য, 'পুলিশ সুপার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। পুলিশ দলদাসে পরিণত হয়েছে।' তাঁর দাবি, গোলমাল এড়াতে বিজেপি কর্মীদের বাড়ি ফিরে যেতে বলা হয়েছে।

বুধবারের কর্মসূচি বাতিল হলেও নতুন করে কর্মসূচির ঘোষণা করেছে বিজেপি। বুধবারের ঘটনার প্রতিবাদে আগামী ২৭ মার্চ পুলিশ সুপারের দপ্তর ঘেরাও করার ডাক দিয়েছে তারা।

'মরো না হয় মারো'

নিজস্ব প্রতিবেদন: বারুইপুর যেন হঠাৎ রণক্ষেত্র! সোমবার বিজেপি বিধানসভা নেতা শুভেন্দু অধিকারীর কনভয় ঘিরে উত্তেজনার পারদ চড়ল। অভিযোগ, পরিকল্পনা করেই বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা, পুলিশি বাঁধা এবং 'ফাঁদে ফেলে মারধর'। এই ঘটনায় তৃণমূলের 'জিহাদি গুন্ডা বাহিনী'কে কাঠগড়ায় তুললেন শুভেন্দু। স্পষ্ট ভাষায় শুভেন্দুর অভিযোগ, 'ডু অর ডাই পরিস্থিতি তৈরি করেছিল ওরা'। বলেন, 'আমরা গাড়িতে ছিলাম। ওরা অন্যত্র অপরাধ করে, আমাদের থানায় নিয়ে এসে বারুইপুরের বুকে মিথ্যা মামলা চাপাতে চেয়েছিল। কনভয়ের ৪ নম্বর গাড়িতে ছিলাম আমি। পাশে বারুইপুরের অ্যাডিশনাল এসপি। আচমকা আক্রমণ। আমার বাবা-মা, মহিলা কর্মী; কেউ বাদ যায়নি। মারধর করে, গাড়ি আটকায়।' শুভেন্দু আরও বলেন, 'আমাদের ৩০০০ কর্মী বারুইপুর সেন্টারে ছিল। মাঝপথে রীতিমতো রণক্ষেত্র। রাস্তা বন্ধ। আমাদের তখন মনে হচ্ছিল, মরো না হয় মারো! কোনও মতে ৫০০ মিটার রাস্তা কাটিয়ে পৌঁছতে পেরেছিলাম।' শাসক দলকে নিশানা করে বিধানসভা বিরোধী দলনেতার তোপ, 'এই বাংলার সংস্কৃতি, শিক্ষিত সমাজ; সব আজ শাসকের সন্ত্রাসে অপমানিত। আট বছর বয়স থেকে সরকারের প্রেসিডেন্ট, সিইওরা আমাদের পিষে আসছে।' এখানেই থামেননি শুভেন্দু। আক্রমণের ধার বাড়িয়ে বলেন, 'তমলুকে সভা করতে ৭৫ বার হাইকোর্ট থেকে অনুমতি নিয়েছি। পুলিশ অনুমতি দিলেও আমাদের ফাঁদে ফেলা হচ্ছে। সুজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য কাকু যার নাম ৭৩ বার বলেছে, সেই চোরই পুলিশকে দিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। আমাদের মারার পরিকল্পনা চলছে!' তাঁর আরও অভিযোগ, হটুগঞ্জে যাঁরা ৪৫ জনকে হত্যা করেছিল, তারাই বারুইপুরেও সক্রিয়। কুলতলির শিশু থেকে শুরু করে মা-বোন; কাউকে রেহাই দেওয়া হয়নি। মোটরসাইকেল ভাঙচুর, কর্মীদের হাসপাতালে ভর্তি; চিত্র যেন ফিরে এসেছে। রাজনৈতিক মহল বলছে, বারুইপুরে যা ঘটেছে, তা নিছক আঞ্চলিক অশান্তি নয়, বরং ২০২৫-এর ভোটের আগে রাজ্যের উত্তাপ মেপে নেওয়ার স্পষ্ট বার্তা। এই বিষয়টি নিয়ে শাসকদল কী বলবে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

আইপিএল জ্বরে কাঁপছে সিটি অফ জয়। আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে শনিবার কেকেআরের মুখোমুখি আরসিবি। বুধবারের সন্ধ্যায় কলকাতায় পৌঁছে গেলেন বিরাট কোহলিরা। মুম্বইয়ে বৃহস্পতিবার ক্যাপ্টেনস মিট সেরে আসবেন অধিনায়ক ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। বিরাটকে নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে। টিকিটের হাহাকার। বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যায় ইডেনে অনুশীলন সারবে আরসিবি।

উচ্ছ্বাসে মাতল গুজরাতের গ্রাম, শীঘ্রই ভারতে আসবেন সুনীতা

মেহসানা, ১৯ মার্চ: ২৮৬ দিন পর নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস। স্বাভাবিক ভাবেই বুধবার সকাল থেকেই উচ্ছ্বাস সুনীতার পরিবারে। ইতিমধ্যে সুনীতাকে ভারতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। সেই আবহেই সুনীতার পরিবার জানাল, শীঘ্রই ভারতে আসবেন তিনি। মহাকাশ-কন্যাকে অভ্যর্থনা জানাতে 'শিঙাড়া পার্টি'রও আয়োজন করা হবে! প্রসঙ্গত, সুনীতাই প্রথম নভশ্চর, যিনি মহাকাশ স্টেশনে শিঙাড়া খেয়েছেন! তাই ভারতে ফিরলে তাঁর জন্য একটি 'শিঙাড়া পার্টি'র আয়োজন করারও পরিকল্পনা সেরে ফেলেছেন পরিজনেরা! এদিন সকালেই সুনীতার পরিবার সংবাদমাধ্যম এনডিটিভিকে জানিয়েছে, মেয়ে নিরাপদে ফেরায় তারা খুশি। মহাকাশযানে প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে অপ্রত্যাশিত ভাবে দীর্ঘ ন'মাস মহাকাশে থাকার পর নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরেছেন সুনীতা। 'ঘরের মেয়ে'র ফেরা নিয়ে উচ্ছ্বসিত ভারতবাসীও। 'ক্রু ড্রাগন' মাটি ছুঁতেই আনন্দের জোয়ারে ভেসেছে সুনীতার পৈতৃক গ্রাম, গুজরাতের মেহসানা জেলার ঝুলাসন। আতশবাজি ফাটিয়ে, নেচে, গেয়ে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উদযাপন করা শুরু করে দিয়েছেন গ্রামবাসী। সুনীতার ভ্রাতৃবধূ ফাল্গুনী পান্ডিয়ার কথায়, 'এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না! ওর নামার মুহূর্তটি যেন অবাস্তব!' ফাল্গুনীই জানিয়েছেন, শীঘ্রই ভারত সফরে আসবেন সুনীতা। তিনি বলেন, 'এখনই সঠিক তারিখ বলতে পারব না, তবে খুব তাড়াতাড়িই ভারতে যাবে সুনীতা। ওর বাবা দীপক পান্ডিয়ার জন্ম ভারতের গুজরাতে। এ দেশের সঙ্গে তার নাড়ির যোগ রয়েছে।' ফাল্গুনী আরও জানিয়েছেন, সেরে ওঠার পর আপাতত পরিবারের সঙ্গেই সময় কাটাবেন তিনি। ইতিমধ্যে একসঙ্গে ছুটি কাটাতে যাওয়ারও পরিকল্পনা করেছেন তাঁরা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৪/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৬৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Debashis Debsarma ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Dhirendra Nath Debsharma ও D. Lal. Debsharma উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৮/২০২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১০২৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Dipsundar Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Krishna Chandra Ghosh ও K. C. Ghosh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৭/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৬৫৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Uttam Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Madhab Das ও M. C. Das উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১০/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে Nabamita Dhar W/o. Amit Dhar ও Nabamita Chatterjee D/o. T. C. Chatterjee @ Tarak Chandra Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২০ শে মার্চ । বৃহস্পতি বার। ৬ ই চৈত্র । ষষ্ঠী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি । অষ্টোত্তরি শনি র মহাদশা, ও বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধুদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পুর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ১৯/০২/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৪৪৫ নং এফিডেভিট বলে Sanat Pal S/o. Shachindra Pal ও Sanat Paul S/o. S. N. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১১/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৫২৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Shila De ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Arnab De ও D. De উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১১/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৫৩২ নং এফিডেভিট বলে Shyamal Ghosh S/o. Lakshi Narayan Ghosh ও Syamal Ghosh S/o. L. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২০২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৮২৩ নং এফিডেভিট বলে Srinibas Pramanik S/o. Pramod Kanti Pramanik ও Srinebus Pramanick S/o. P. K. Pramanick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৬৪১ নং এফিডেভিট বলে আমি Krishnendu Majhi ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Krishna Chandra Majhi ও Krishnadhan Manjhi উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৭/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৬৫৫ নং এফিডেভিট বলে Asis Kumar Das S/o. Amarendra Nath Das ও Asis Kr. Das S/o. A. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৬৫৬ নং এফিডেভিট বলে Dwizendra Nath Karak S/o. Debendranath Karak ও Dijendra Nath Karak S/o. D. Nath Karak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমরা 1) Alam Sk Mondal, এবং 2) Bilkis Khatun Bibi, যা আমাদের আধার কার্ডে বর্তমান, Ummar Faruk হল আমাদের পুত্র যার জন্ম তারিখ 24/08/2012 জন্ম সার্টিফিকেট Reg No- 296, Dt-25/09/2012, যেখানে আমাদের নাম Sahabul Mandal এবং Bilkis Bibi আছে। গত ১২/০৩/২০২৫ তারিখ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে 1) Alam Sk Mondal এবং Sababul Mandal, 2) Bilkis Khatun Bibi এবং Bilkis Bibi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল।

NAME CHANGE

I, Prabir Kumar Maity, son of Lt. Manik Chand Maity Spouse Name Chhalana Maity, Vill + P.S-Debra, P.O.-Debra Bazar, Dist. Paschim Medinipur, Pin-721126, have change my Name and shall henceforth be known as Prabir Maity as declared before the First class Judicial Magistrate District Court, vide affidavit No-6076 dated- 18/03/2025. Prabir Kumar Maity and Prabir Maity both are Same and Identical Person.

নাম পরিবর্তন

আমি Debasish Sikder S/o Tapan Sikder ঠিকানা 2 নং গলি প্রমোদ গড়, পোস্ট রাজারহাট গোপালপুর, থানা নিউটাউন উঃ ২৪ পরগনা এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে Meghna Sikder, F/o. Debasish Sikder, M/o. Moumita Sikder এবং Meghna Shikder, F/o. Debashis Shikder ও M/o. Moumita Shikder গত 20/02/2025 তারিখে এল.ডি ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বারাসাত কোর্টের এফিডেভিট নং 1354 দ্বারা একই ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম।

I Pradiepta Suman Chakrvarty W/o Suman Chakrvarty Residing at, Flat No. 2B,12 Bhattacharjee Para Road, near Kadamtala Bus Stop Kolkata-700 063 have changed my name and shall henceforth be known as Pradipta Chakrvarty as declared before Notary Public, Kolkata, West Bengal vide affidavit no 03AC 902445 Dated 18th Mar 2025, Pradiepta Suman Chakrvarty and Pradipta Chakrvarty both are same and identical person.

সন্ধান চাই

শুভ হালদার বয়স 14/4'-8" রং শ্যামবর্ণ হারিয়ে যাওয়ার সময় পরনে গোলাপি ও নীল জামা কালো প্যান্ট ছিল। ৬/১১/২৪ থেকে নিখোঁজ সন্ধান দিলে উপকৃত হব, নারায়ণ হালদার, দাসপাড়া কৃষ্ণনগর,

M-6295992217

কুমারী লক্ষী মুখার্জী মহাশয়া ইংরাজীর ২২/ ০৯/ ২০১৭ তারিখে শ্রী আনন্দ মন্ডল মহাশয়কে ৪৭১ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়ার এ্যা. ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে শ্রীমতী লিপিকা দাস মহাশয়া ৫৬৯০ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ইংরাজীর ২৯/ ০৫/ ২০২৪ তারিখে হাওড়া এ. ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
* মৌজা-জগদীশপুর, জে.এল.-০২, হাল দাগ নং-৪৬১২।

শ্রী ভুপেন্দ্র নাথ দাস মহাশয় ইংরাজীর ১৩/ ০৭/ ২০০১ তারিখে শ্রী অরুন কুমার দাস মহাশয়কে ২৬৫ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়ার এ্যা. ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে শ্রী পঞ্চানন মন্ডল মহাশয় দীং ১০৪৭৪১ নং দলিল ও মিতালী পোল্লে মহাশয়া ০২০২৪ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ইংরাজীর ২১/ ০৮/ ২০২৪ ও ২৮/ ০৪/ ২০২৩ তারিখে হাওড়ার ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
* মৌজা-বাইগাছি, জে.এল.-০১, হাল দাগ নং-৩৯।

আব্দুল মান্নান লস্কর দীং মহাশয়গন ইংরাজীর ০২/ ০৯/ ২০১১ তারিখে শ্রী হেমন্ত ঘোষ মহাশয়কে ১০৬০ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হাওড়ার ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে শ্রীমতী লাবনী দে মহাশয়া ৩২২১ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ইংরাজীর ১১/ ০৩/ ২০২২ তারিখে হাওড়া এ্যা. ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
* মৌজা-জগদীশপুর, জে.এল.-০২, হাল দাগ নং-২৮৭৪ ও ২৮৭৫।

শ্রী নিরুপম কোলে দীং মহাশয়গন ইংরাজীর ২৮/ ০২/ ২০২৪ তারিখে বিলকিস বেগম মহাশয়াকে ১৯৯৭ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়ার এ্যা. ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে শ্রীমতী আরতি পন্ডিত মহাশয়া ৪৭৯৩ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ইংরাজীর ০৩/ ০৫/ ২০২৪ তারিখে হাওড়ার এ্যা. ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
* মৌজা-জগদীশপুর, জে.এল.-০২, হাল দাগ নং-১৭৯১।

শ্রী প্রভাস ধাড়া মহাশয় ইংরাজীর ২১/ ০৪/ ২০১৪ তারিখে শ্রী সুশীল বাগানী মহাশয়কে ৪২২ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়ার ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে শ্রী বুদ্ধদেব মন্ডল মহাশয় ৭৭৯৯ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ইংরাজীর ০৮/ ০৭/ ২০২২ তারিখে হাওড়া এ. ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
* মৌজা-চকপাড়া, জে.এল.-১১১, হাল দাগ নং-১১৪৭।

সরদার আসমা দীং মহাশয়াগন ইংরাজীর ৩০/ ১১/ ২০২২ তারিখে বাহারুল ইসলাম সরদার মহাশয়কে ৬১৭৩ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়ার এ্যা. ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে আব্বু হোসেন মোল্লা মহাশয় ৬১৪০, ৬১৪১ ও ৬১৪২ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ইংরাজীর ১১/ ১১/ ২০২৪ তারিখে হাওড়ার ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
* মৌজা-উনসানী, জে.এল.-১১০, হাল দাগ নং-১৫১৭।

নুর ইসলাম সরদার দীং মহাশয়গন ইংরাজীর ০১/ ১২/ ২০২২ তারিখে মফিজুল রহমান সরদার মহাশয়কে ৬১৯৪ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়ার এ্যা. ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে আনারুল ইসলাম সরদার মহাশয় ৬১৪৫, ৬১৪৩ ও ৬১৪৪ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ইংরাজীর ১১/ ১১/ ২০২৪ তারিখে হাওড়ার ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
* মৌজা-উনসানী, জে.এল.-১১০, হাল দাগ নং-১৫১৭।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রীমতী কল্পনা সাঁতরা দীং মহাশয়াগন ইংরাজীর ১৩/ ০২/ ২০২৩ তারিখে শ্রী কাশীনাথ পল্লে মহাশয়গনকে ১০৮৭ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়ার এ্যা. ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে শ্রীমতী সুজাতা মল্লিক মহাশয়া ১৩৪৬৯ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ইংরাজীর ০৮/ ১২/ ২০২৩ তারিখে হাওড়ার এ্যা. ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
* মৌজা-জগদীশপুর, জে.এল.-০২, হাল দাগ নং-২৯৭৪।

শ্রীমতী কল্পনা সাঁতরা দীং মহাশয়াগন ইংরাজীর ১৩/ ০২/ ২০২৩ তারিখে শ্রী কাশীনাথ পল্লে মহাশয়গনকে ১০৮৭ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন হাওড়ার এ্যা. ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে শ্রী দীপঙ্কর সাউ মহাশয় ১৩৪৭০ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ইংরাজীর ০৮/ ১২/ ২০২৩ তারিখে হাওড়ার এ্যা. ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
* মৌজা-জগদীশপুর, জে.এল.-০২, হাল দাগ নং-২৯৭৪।

শ্রী লালবাবু মাঝী মহাশয় গত ইংরাজীর ০২/ ০১/ ২০২৪ তারিখে হাওড়া এ্যা. ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে শ্রীমতী রেনু দেবী মহাশয়া ২৩২ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন ইংরাজীর ০৮/ ০১/ ২০২৪ তারিখে হাওড়া এ্যা. ডি. এস. আর. রেজিষ্ট্রী অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন।
* মৌজা-দেবীরপাড়া, জে.এল.-০৩, হাল দাগ নং-১২৬৯।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী রাহুল সিংহরায়, পিতা ৺তাপস সিংহরায় সাকিম মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-712305 বিগত ইং- 11/02/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2020/2023 নং আমমোক্তারের দলিল মূলে আমাকে (**শ্রীমত্যা বিশালাক্ষী সিংহরায়** স্বামী ৺তাপস সিংহরায় সাকিম মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-712305) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি বিগত ইং 20/06/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-6554/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সুরজিত আদক** পিতা ৺প্রসাদ আদক সাকিম আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়কে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল (ক)**- জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা ধেমুয়া, জে.এল. নং ৪০, হাল এল. আর ১৪৬৪ ও ১৪৬৩ নং খতিয়ানে, ১)সাবেক ৩১৪ তথা হাল ৪৩৩ নং দাগে শালি জমি ২৪.১৪ শতক, ২)সাবেক ৩৪ তথা হাল ৪৬ নং দাগে শালি জমি ২.০৭ শতক, ৩)সাবেক ২৮৯ তথা হাল ৪০১ নং দাগে শালি জমি ৫.২১ শতক, ৪)সাবেক ৩১৩ তথা হাল ৪৩২ নং দাগে শালি জমি ০৬ শতক, ৫)সাবেক ২৫৪ তথা হাল ৩৫৮ নং দাগে শালি জমি ১০ শতক, একুনে ৫টি দাগে মোট ৪৭.৪২ শতক বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে এবং **তপশীল(খ)**- জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা মাকালপুর, জে.এল. নং ৩৯, হাল এল. আর ৬৮ নং খতিয়ানে, সাবেক ৭৩৪ তথা হাল ৬৯৫ নং দাগে শালি জমি ১২ শতক, একুনে 'ক' ও 'খ' তপশীলে মোট ৫৯.৪২ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী সুরজিত আদক** পিতা ৺প্রসাদ আদক তাহার উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি- **শ্রীমত্যা বিশালাক্ষী সিংহরায়**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১) অনির্বান পাত্র, পিতা- স্বর্গীয় অরুন কুমার পাত্র, সাং- চাঁদুর, পোঃ ও থানা- তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৪১০, **২) শ্রীমতি সুতনুকা চন্দ**, স্বামী- শ্রী গৌরব চন্দ, পিতা- স্বর্গীয় অরুন কুমার পাত্র, সাং- এ-৭৫/৩, পূর্বায়ন চন্দ সাইকেল ষ্টোর্স, পোঃ ও থানা- পানিহাটি, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা- ৭০০১১০- বিগত ইংরাজী ২০২৩ সালে এ.ডি.এস.আর. আরামবাগ, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত 589 নং এবং অত্র সালে এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত 4426 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শ্রীমত্যা **স্বাতী পাত্র**, স্বামী- স্বর্গীয় অরুন কুমার পাত্র, সাং- চাঁদুর, পোঃ ও থানা- তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৪১০, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তার নামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি গত ইংরাজী ১১/০৩/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. পান্ডুয়া হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-1278 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে (**কার্ত্তিক চন্দ্র পাত্র**, পিতা- স্বর্গীয় কালিপদ পাত্র, সাং- চাঁদুর, পোঃ ও থানা- তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২৪১০) বিক্রয় করেন। **১ নং তপশীলঃ** - জেলা - হুগলী, থানা - পান্ডুয়া, মৌজা - বৈঁচি, জে.এল. নং -২০, হাল এল.আর. ১১২/১ নং খতিয়ানে, সাবেক ৯২৬৩ তথা হাল এল.আর. ৯২৭৩ নং দাগে ভিটি জমি ১ আনায় ৮৬ শতক ইহার মধ্যে নিজাংশে ০.৩৩৩৪ অংশে ২৯ শতক আমমোক্তার ক্ষমতাবলে বিক্রেতাগনের বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে।
২ নং তপশীলঃ - জেলা - হুগলী, থানা - পান্ডুয়া, মৌজা - বাঁটিকা, জে.এল. নং -০৭, হাল এল.আর. ৫৬/১ ও ৭১৮৭ নং খতিয়ানে, সাবেক ১১১২ তথা হাল এল.আর. ১০৩৯ নং দাগে বাস্ত জমি ১ আনায় ০৮ শতক ইহার মধ্যে নিজাংশে ০.৪৩৭৫ অংশে ০৩ শতক আমমোক্তার ক্ষমতাবলে বিক্রেতাগনের বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে।
আমি অত্র ক্রেতা উক্ত দাগের জমি গুলির নাম পত্তনের জন্য B.L. & L.R.O. PANDUA BLOCK অফিসে আবেদন করিয়াছি, তাহা উপরোক্ত নং আমমোক্তারের দাতাগণকে অবগত করিলাম। আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইতে ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অফিসের নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম মাফিক কার্য্য করা হইবে।
ইতি - **ক্রেতা - কার্ত্তিক চন্দ্র পাত্র**

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **তারান্নুম আরা**, স্বামী মহম্মদ মইনুদ্দিন আনসারী, সাকিম - বড়পাড়া, পো:- এ্যাডকোনগর, থানা - মগরা, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১২১ বিগত ইং 12-04-2018 তারিখে D.S.R I Chinsurah অফিসে রেজিষ্টিকৃত IV-186 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **মহম্মদ মইনুদ্দিন আনসারী**, পিতা মহম্মদ ইদ্রিস, সাকিম - চক বাঁশবেড়িয়া বড়পাড়া, পো:- বাঁশবেড়িয়া, থানা - মগরা, জেলা - হুগলী, পিন ৭১২৫০২ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমার মক্কেল ইং 17-12-2019 তারিখে D.S.R I Chinsurah হুগলী অফিসে I-13194/19 দলিলমূলে **শ্রী তপন সাহা**, পিতা - শ্রী জীতেন সাহা সাকিম - সূর্য্যনগর বি গ্রুপ পো:- নাসরা, থানা - রানাঘাট, জেলা - নদীয়া, পিন- ৭৪১২০২ মহাশয়কে বিক্রয় করেন, **তপশীল:** জেলা - হুগলী, থানা - চুঁচুড়া, মৌজা -খামারপাড়া, জে.এল. -২২, হাল এল আর ২৭৮৬ খতিয়ানে আর এস ১৮৫১ ও এল আর ২৪৭৭ দাগে বাগান জমি (০.০৩১) বা ০১ কাঠা ১৪ ছটাক বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে, এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে উক্ত খরিদা জমি **তপন সাহা**, পিতা - জীতেন সাহা পরবর্তীকালে, নিজপুত্র **সত্যজিৎ সাহা, সৌরভ সাহা ও তাপসী সাহা** (দুই পুত্র ও এক কন্যা) দলিল নং ৩৯১৬, ৩৯১৫, ৪১০৯ তারিখ ১৬.০৭.২০২০ দানপত্র দলিল করিয়া দেন, এখন ঐ তিন জন নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি এল অ্যান্ড এল আর ও মগরা চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে । ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমি **মহম্মদ আজাদ** পিতা মহম্মদ মুক্তার ঠিকানা- চকবাঁশবেড়িয়া কেরানীডাঙ্গা পো: এ্যাডকোনগর থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১২১ এর বাসিন্দা। **শেহরুন আনসারী** আমার বিবাহিত স্ত্রী হইতেছে। আমার বিবাহ ইংরাজী ৪/১০/২০১৭ তারিখে হয়। আমাদের দুটি সন্তান আছে যাহাদের নাম যথা **১। মহঃ আতিফ** বয়স ৬ বৎসর । **২। মহঃ হাসনান**, বয়স ৪ বৎসর হইতেছে। বিগত ইংরাজী ০৪/০৩/২৫ তারিখে দুপুর ১ টা হইতে ১.৩০ মিনিট নাগাদ আমার স্ত্রী **শেহরুন আনসারী** আমার দুই পুত্র কে লইয়া কাউকে কিছু না বলিয়া সোনা দানা টাকা পয়সা কাগজপত্র সব কিছু লইয়া চলিয়া গিয়াছে, আমি মগরা থানায় জি ডি করি যাহার নম্বর ৭৮৫ তাং-১১/০৩/২০২৫ হইতেছে।
আমি হুগলী জেলার অধিন চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত চুঁচুড়া কোর্টের এলাকাধীন নোটারী পাবলিকে অত্র বিষয়ে আমার সমস্ত বক্তব্য এফিডেভিট করিয়াছি
মহম্মদ আজাদ

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি মিনানুর সেখ পিতা কালু সেখ সাং নিদয়া মায়াপুর নবদ্বীপ জেলা নদীয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ৫ নং রুদ্রপাড়া মৌজার এল আর-২৬২৭১ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৪৫৪১ নং দাগের ০৬.৬০ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ২১/১২/২০২৩ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৯৩১ নং আমমোক্তারের দলিল বলে সাং গৌরনগর মায়াপুর জেলা নদীয়া নিবাসী শ্রীমতী শ্রীলক্ষী কারলো ওপচিনি ওরফে শ্রীমতী শ্রীলক্ষী ওপচিনি পিতা রঘুভিরা সিমহা স্বামী কারলো ওপচিনির পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হ ই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং ১৯/০৪/২০২৪ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১২৪৬ নং দলিল দ্বারা হাল সাং গৌরনগর মায়াপুর জেলা নদীয়া নিবাসী লোকো বন্ধু দাস পিতা লোকনাথ কেসব দাস কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড.এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি মিনানুর সেখ পিতা কালু সেখ সাং নিদয়া মায়াপুর নবদ্বীপ জেলা নদীয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ৫ নং রুদ্রপাড়া মৌজার এল আর ২৬২৭১ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৪৫৪১ নং দাগের ১৩.২০ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ২১/১২/২০২৩ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৯৩১ নং আমমোক্তারের দলিল বলে সাং গৌরনগর মায়াপুর জেলা নদীয়া নিবাসী শ্রীমতী শ্রীলক্ষী কারলো ওপচিনি ওরফে শ্রীমতী শ্রীলক্ষী ওপচিনি পিতা রঘুভিরা সিমহা স্বামী কারলো ওপচিনির পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হ ই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইং ১৯/০৪/২০২৪ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১২৪৭ নং দলিল দ্বারা হাল সাং গৌরনগর মায়াপুর নবদ্বীপ জেলা নদীয়া নিবাসী বিজয় দাস পিতা কৃপেশ চন্দ্র দাস কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড.এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি মিনানুর সেখ পিতা কালু সেখ সাং নিদয়া মায়াপুর নবদ্বীপ জেলা নদীয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ৫ নং রুদ্রপাড়া মৌজার এল আর ২৬২৭১ নং খতিয়ান ভুক্ত এল আর ৪৫৪১ নং দাগের ০৬.৬০ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইং ২১/১২/২০২৩ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩৯৩১ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে সাং গৌরনগর মায়াপুর জেলা নদীয়া নিবাসী শ্রীমতী শ্রীলক্ষী কারলো ওপচিনি ওরফে শ্রীমতী শ্রীলক্ষী ওপচিনি পিতা রঘুভিরা সিমহা স্বামী কারলো ওপচিনির পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হ ই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ১৯/০৪/২০২৪ তারিখে এ ডি এস আর নবদ্বীপ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১২৪৫ নং দলিল দ্বারা হাল সাং গৌরনগর মায়াপুর জেলা নদীয়া নিবাসী রাধানাথ বিশ্বাস পিতা শঙ্কর বিশ্বাস কে বিক্রয় করি। আগামী দিন উক্ত দলিল গ্রহীতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড. এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানাইতেছি যে, হরিপাল ব্লক মধ্যস্থ পার্বতীপুর মৌজায় অবস্থিত এল.আর. ১৯৬ নং দাগের অন্দরে থাকা ২৯১/২ নং খতিয়ানে recorded owner প্রভাসবালা দাসী এর নিকট হইতে ১৪৪২/১৯৮৩ নং দানপত্র দলিলমূলে শ্যামসুন্দর ঘোষ মালিকানা হইয়া গত ইং ১৭/০৮/২০২৩ তারিখে শ্যামসুন্দর ঘোষ হরিপাল অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৭৯২ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে দীপক কুমার ঘোষকে ক্ষমতা প্রদান করিলে উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে দীপক কুমার ঘোষ গত ইং ০৫/১২/২০২৪ তারিখে হরিপাল অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪৬১০ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে আমার মক্কেল তথা সৌরভ ঘোষকে হস্তান্তর করিয়াছেন। বর্তমানে উক্ত আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হরিপাল বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে জানাইতে পারেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
LAKSHMAN PAL
Advocate
Chinsurah Court
Reg No-WB-1593/2015

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী জয়ন্ত কুমার চন্দ্র পিতা ৺যুগোল কিশোর চন্দ্র সাকিম চকঅনন্ত, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩, মহাশয় বিগত ইং ০৭/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হরিপাল, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৫৬৪/২০২৪ নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাকে (**হামিম খাঁন** পিতা মরহুম আব্দুল হাসিম খাঁন সাকিম কনকপুর, কৈকালা, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি বিগত ইং ১২/০২/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর-I, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1477/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সাদ্দাম হোসেন মল্লিক** পিতা গোলাম কুদ্দুস মল্লিক সাকিম মোড়া, হরিপাল, হুগলী-৭১২৪০৩ মহাশয়কে ০৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা ডিপাগজা, জে.এল. ৪৩, সাবেক ০৩ হাল এল. আর ৬৯৫ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ৪৯৯ দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৯ শতকের মধ্যে ০.৮৯৪৭ অংশে ১৭ শতক তন্মধ্যে ০.৩৫৮ অংশে ০৬ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **সাদ্দাম হোসেন মল্লিক** পিতা গোলাম কুদ্দুস মল্লিক উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও হরিপাল ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি-**হামিম খাঁন**
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রীমতী অনুরাধা সিংহরায় স্বামী শ্রী অর্দ্ধেন্দু সিংহ রায় পিতা ৺জলধর সিংহরায় সাকিম বালী, হাওড়া-711227, বিগত ইং- 15/07/2023 তারিখে হুগলী ডি.এস.আর-I, হুগলী, অফিসে I-6240/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমাদেরকে (**১)শ্রীমতী মালবিকা সিংহরায়** স্বামী শ্রী স্বপন সিংহরায়, পিতা ৺জলধর সিংহরায়, সাকিম দ্বারপাড়া, পাঁচপাড়া, বলাগড়, হুগলী-712501, **২)শ্রীমতী অঞ্জনা সিনহা**, স্বামী শ্রী রমেন্দ্রনারায়ন সিংহ, পিতা ৺জলধর সিংহরায়, সাকিম- 34/B/1, জাস্টিস এম. এন. বোস লেন, কোন্নগর, উত্তরপাড়া, হুগলী-712235, **৩)শ্রীমতী চৈতালি সিংহরায়**, স্বামী শ্রী অভিজিৎ সিংহরায়, পিতা ৺জলধর সিংহরায়, সাকিম জাঙ্গীপাড়া, বিষ্ণুপুর, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী-712404, **৪)শ্রীমতী স্মৃতিকনা রায়** স্বামী শ্রী মানব কুমার রায়, পিতা ৺জলধর সিংহরায় সাকিম বি.বি. 10/10, রবীন্দ্রপল্লী, গোপালপুর, রাজারহাট, জেলা উঃ ২৪ পরগনা-700059) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমরা বিগত ইং 24/04/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4341/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সুরজিৎ আদক** পিতা ৺প্রসাদ আদক, সাকিম আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়কে ৬৮.৮৪ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা দাদপুর, মৌজা মাকালপুর, জে.এল.- 39, হাল এল. আর 68, 1064, 1065 ও 1066 নং খতিয়ানে, সাবেক 734 তথা হাল এল.আর. 695 দাগে শালি জমি ষোল আনায় 82 শতকের মধ্যে 0.8395 অংশে কমবেশী 68.84 শতক, অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী সুরজিৎ আদক** পিতা ৺প্রসাদ আদক, উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি- **শ্রীমতী মালবিকা সিংহরায়, শ্রীমতী অঞ্জনা সিনহা শ্রীমতী চৈতালি সিংহরায়, শ্রীমতী স্মৃতিকনা রায়**
আমমোক্তারগণ

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী গৌতম কোলে পিতা ৺মেঘনাথ কোলে সাকিম বোড়াই, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৩০৬ মহাশয় বিগত ইং ১৪/০৮/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., সিঙ্গুর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3731/2024 নং আমমোক্তার দলিলমূলে আমাকে (**শ্রী বিভাস মন্ডল** পিতা শ্রী সুকুমার মন্ডল সাকিম সাহানা (মাঝেরপাড়া), বড়া, চন্ডীতলা, হুগলী-৭১২৩০৬) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে আমি বিগত ইং ০৩/০৩/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., সিঙ্গুর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-894/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী বিশ্বজিৎ সাঁতরা** পিতা ৺সঞ্জয় সাঁতরা, সাকিম বোড়াই, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৩০৬ মহাশয়কে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশিল** - জেলা হুগলী, থানা সিঙ্গুর, মৌজা বোড়াই, জে. এল নং ৮৬, হাল এল.আর. ৪৫৯৩ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ২৪৬৯ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৪৮ শতক সম্পত্তির মধ্যে উক্ত খতিয়ানে ০.২৫০০ অংশে ১২ শতক, ইহার মধ্যে ৪.৮০ শতক সম্পত্তি উক্ত কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী বিশ্বজিৎ সাঁতরা** পিতা ৺সঞ্জয় সাঁতরা তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি-**শ্রী বিভাস মন্ডল**
আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সেখ আজাহারউদ্দিন, পিতা- মৃত সেখ আলিনওয়াজ বিগত ২০২২ সালের A.D.S.R.O. কদম্বগাছি অফিসে বুক নং - I, ভলিউম নং- 1519, Being No. 3374, Page No. 95968-95983 নং- আমোক্তার নামা দলিল মূলে আব্দুর রহমান মোল্লা ওরফে আব্দুর রহমান, পিতা-মৃত মমিনুল হক ওরফে হাজি মোমিনুল হক মোল্লা নিকট হইতে কাঁঠালিয়া মৌজায় জে.এল নং- ১৪১, এল.আর. খতিয়ান নং- ৫৪৭১, এল.আর. দাগ নং ২৯৩ নং দাগে ০.৩৯ শতক পরিমান জমি অত্র অফিসে বুক নং- I ভলিউম নং- ১৫১৯, Being No.-1188/2025 সাফ বিক্রয় দলিল মূলে প্রাপ্ত হয়। Case No. MN/8319/2025 উক্ত বিষয়ে কারোর কোন আপত্তি থাকিলে Barasat=I, B. L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন।
মোবাইল নং-৭৬৭৯৫৩৩৩৮৩

ধন্যবাদন্তে
(মহিরুদ্দিন মন্ডল)
এ্যাডভোকেট
বারাসাত জাজেস কোর্ট

নোটিশ

[illegible]
আদালতের হুকুমানুসারে
সমীর চক্রবর্তী ০৫/২/২৫
সেরেস্তাদার,
শ্রীরামপুর ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত হুগলী পঃবঃ

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানাইতেছি যে, জাঙ্গীপাড়া ব্লক মধ্যস্থ শ্রীহট্ট মৌজায় অবস্থিত ১০১ নং দাগের অন্দরে ৬৭ নং খতিয়ানে থাকা Recorded Owner জহরলাল দে এর ওয়ারিশান তথা অসিত কুমার দে গত ইং ১১/০৬/২০১৪ তারিখে জাঙ্গীপাড়া অফিসে IV-20 নং রেজিষ্ট্রিকৃত আমমোক্তারনামা দলিলমূলে সুব্রত দে ও অরুপ দে উভয়কে ক্ষমতা প্রদান করেন এবং অনুরূপভাবে উক্ত মৌজায় থাকা একই দাগসহ অপর একাধিক দাগগুলি যথা হাল এল.আর. ১০০, ৭৪, ৩৬, ১০০/৫৯৪ এবং ৩৬/৫১২ ও ১০০/৫৯৩ নং দাগে থাকা একাধিক Recorded Owner গণ যথা বাসুদেব দে (এল আর খতিয়ান ১২৩), বাহির দান দে (এল.আর খতিয়ান ১২৪), কালীপদ দে (এল. আর খতিয়ান ৪২) এবং "ননীলাল দে (এল.আর. খতিয়ান ১১) ও 'জহরলাল দে (এল আর খতিয়ান ৬৭), এনাদের অবর্তমানে সকল ওয়ারিশানগণ জাঙ্গীপাড়া অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত একাধিক আমমোক্তারনামা দলিলমূলে যথা সুলেখা দে গত ইং ২৪/০৭/২০০৯ তারিখে IV-25, কবিতা ভড়, তাপসী দাস সহ চৈতালী ভড় গত ইং ০৯/১১/২০১১ তারিখে IV-22, সন্ধ্যা দে, কবিতা ভড়, অনিতা দত্ত ও চৈতালী ভড় গত ইং ০২/০৪/২০১২ তারিখে IV-07, মলয় দে ইং ১৪/০৭/২০১৪ IV-26, শ্যামসুন্দর দে ইং ১১/০৬/২০১৪ তারিখে IV-19, "ননীলালের ওয়ারিশানগণ যথা অমিত কুমার দে দীগং এর দ্বারা ইং ০৪/০৭/২০১৪ তারিখে IV-25, "কালীপদ দে এর ওয়ারিশানগণ যথা বাদল দে দীগং এর দ্বারা ইং ১১/০৬/২০১৪ তারিখে IV-21, "পশুপতি দে এর ওয়ারিশানগণ যথা স্বপন কুমার দে দীগং এর দ্বারা ইং ১৪/০৭/২০১৪ তারিখে IV-27 নং একাধিক আমমোক্তারনামা দলিলমূলে সুব্রত দে ও অরুপ দে মহাশয়কে ক্ষমতা প্রদান করিলে উক্ত উল্লিখিত একাধিক আমমোক্তারনামা দলিল বলে সুব্রত দে ও অরুপ দে নিজ অংশ সহ জাঙ্গীপাড়া অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত একাধিক সাফ কোবালা দলিল করিয়া দেন আমার একাধিক মক্কেলগণকে যথা ১। সিদ্ধেশ্বর মালিক ও রঞ্জিত মালিককে ইং ১৬/০৭/২০১৪ তারিখে ২০০৮ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে ২। শঙ্কর মালিক ও রমা মালিককে ইং ১৬/০৭/২০১৪ তারিখে ২০৪৩ নং দলিল ৩। সুব্রত মালিককে ইং ৩০/০৭/২০১৪ তারিখে ২১৭৫ নং দলিল ৪। তপন মালিক, বাপন মালিক ও তোতন মালিক সকলকে ইং ১৬/০৭/২০১৪ তারিখে ২০৪১ নং দলিল এবং ৫। আশিস, শ্যামসুন্দর সহ জ্যোতির্ময় মালিককে ইং ১৬/০৭/২০১৪ তারিখে ২০৪২ নং দলিল ও ৬। লাল্টু মালিক সহ হাবি মালিককে ইং ৩০/০৭/২০১৪ নং তারিখে ২১৭২ নং সাফ কোবালা দলিলমূলে হস্তান্তর করিয়াছেন। বর্তমানে উক্ত আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত ব্যাপারে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হরিপাল বি.এল.এ্যান্ড এল.আর.ও অফিসে জানাইতে পারেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

ধন্যবাদান্তে,
LAKSHMAN PAL
Advocate
Chinsurah Court
Reg No-WB-1593/2015

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিভাল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহণকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৫৫২৬৩৬
হুগলী
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবগী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলী, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২০ মার্চ ২০২৫, ৬ চৈত্র, বৃহস্পতিবার

আজ তমলুকে বিজেপির মিছিলের অনুমতি আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মিছিলের অনুমতি দেয়নি পুলিশ। এরপরই মিছিলের অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় বিজেপি। এরপর বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে বিজেপির সেই মিছিলের অনুমতি দিল হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার তমলুকের রাজবাড়ি ময়দান থেকে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত হবে এই মিছিল। এদিকে বঙ্গ বিজেপি সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ওই মিছিলে উপস্থিত থাকবেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তবে মিছিলের জন্য একাধিক শর্তও বেঁধে দিল হাইকোর্ট।

বুধবার বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান, বৃস্পতিবার দুপুর ১টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত মিছিল করা যাবে। আর মিছিলে লোকসংখ্যা একহাজারের বেশি হলে চলবে না বলেও জানিয়েছে আদালত। একইসঙ্গে তাঁর নির্দেশ, স্কুল চত্বরে নীরবতা বজায় রাখতে হবে। পেশ করা যাবে না কোনও ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য। মিছিল করতে হবে শান্তিপূর্ণভাবে। যে জায়গায় অশান্তির প্রতিবাদে এই মিছিল হচ্ছে, সেখানে গত ১৫ মার্চ গিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এদিন হাইকোর্টে রাজ্য সওয়াল করে, অশান্তির ঘটনায় কয়েকজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আদালত সূত্রে এ খবরও মিলেছে, তমলুকের রাজবাড়ি ময়দান থেকে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত করতে চায় বিজেপি। তবে নিমতলা থেকে তালপুকুর পর্যন্ত মিছিল করার বিকল্প প্রস্তাব দেয় রাজ্য। হাইকোর্টে রাজ্যের তরফে সওয়াল করা হয়, বিজেপির প্রস্তাবিত রুটে মসজিদ আছে, নমাজ হয়। প্রশাসনিক ভবন আছে। আদালত আছে। সাধারণ মানুষের অসুবিধা হবে। রাজ্যের বক্তব্য শুনে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ মন্তব্য করেন, 'আমি যখন আর আর অ্যাভিনিউ দিয়ে যাই, তখন দেখতে পাই যে কারা কারা নিয়মিত অনুমতি পাচ্ছেন মিছিলের।' রাজ্য এই প্রসঙ্গে এই প্রশ্নও তোলে, মিছিল বিকেল ৩টায় কেন? সন্ধ্যা ৭টায় করুন। সকাল ৯টায় করুন। একইসঙ্গে রাজ্যের প্রশ্ন, মিছিলের উদ্দেশ্য কী? মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করা? তখন বিজেপির আইনজীবী বলেন, একঘণ্টা সময় দিন। মিছিল শেষ হয়ে যাবে। যার পাল্টা রাজ্যের আইনজীবী কটাক্ষের সুরে বলেন, 'কার হয়ে এই মুচলেকা দিচ্ছেন? যিনি আদালত থেকে রক্ষাকবচ নিয়ে ঘুরছেন, আর যা ইচ্ছা বলে বেড়াচ্ছেন।' তখন বিজেপির আইনজীবী বলেন, 'রাজ্য মিথ্যা মামলা দিলে আদালত তো রক্ষাকবচ দেবেই।'

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ছাত্র সংসদ নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের আবহে এবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ছাত্র সংসদ নির্বাচন। তাই এই নির্বাচনের নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ সতর্ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সূত্রের খবর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র নির্বাচন করানোর দিন ঘোষণা চেয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে চিঠিও পাঠানো হয়েছে।

পাশাপাশি এও জানা গিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারের কাছে অর্থের আবেদন জানানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে। কার্যনির্বাহী কাউন্সিল বৈঠক ডাকা নিয়ে ও উচ্চ শিক্ষা দফতরকে চিঠি পাঠিয়েছে যাদবপুর। এবিষয়ে, অনুমতি চাইতে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে বৈঠক করেন বিশ্ববিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার। নিরাপত্তা নিয়ে আরও কড়াকড়ি মনোভাব নিতে চাইছে যাদবপুর। যাদবপুরের সাম্প্রতিক ঘটনার পরে নিরাপত্তা এবং ক্যাম্পাসে নজরদারির বিষয়ে একাধিক পদক্ষেপ করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। নেওয়া হয় একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত। তার মধ্যে রয়েছে, ভুলভাল দেওয়াল চিত্র বা গ্রাফিটি ক্যাম্পাসে যত্রতত্র ছড়িয়ে বা লেখা আছে তা সব মুছে ফেলা, ক্যাম্পাসে স্বীকৃত শিক্ষক সংগঠন ছাড়া অন্য কাউকে অনুমতি না দেওয়া। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ নম্বর গেট আর খোলা রাখা হবে না বলেও। তবে তা খোলা হবে বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে। এর পাশাপাশি অরবিন্দ ভবনে প্রশাসনিক কোনও ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতে গেলে নিতে হবে আগে থেকে অনুমতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির বৈঠকে এই প্রস্তাবগুলো নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চান কর্তৃপক্ষ।

অয়ন শীলের জামিনের আবেদন খারিজ হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অয়ন শীলের জামিনের আবেদন খারিজ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের বেঞ্চে। আগে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেয়েছিলেন অয়ন। কিন্তু এই মামলায় জামিন না পাওয়ায় জেলেই থাকতে হচ্ছে অয়ন শীলকে।

আদালত সূত্রে খবর, বুধবার পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিনের আর্জি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অয়ন। তাঁর বক্তব্য ছিল, ২ বছরের ওপর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। আরক এখানেই প্রশ্ন এখনও কেন তাঁকে জামিন দেওয়া হচ্ছে না তা নিয়ে। কিন্তু সিবিআই-এর তরফে আদালতে জানানো হয়, ২ বছরে মোট ১৭টা পুরসভার মধ্যে কেবল ১টা পুরসভারই তদন্ত শেষ করা সম্ভব হয়েছে। কেবলমাত্র দক্ষিণ পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত শেষ করা সম্ভব হয়েছে। বাকি ১৬টা পুরসভা এখনও তদন্তের আওতায়। এদিন সিবিআই এই তদন্তের যাবতীয় কেস ডায়েরি নিয়ে আসে। এদিকে আদালতে সিবিআই-এর বক্তব্য, কেবল ওএমআর প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে মূল অভিযুক্ত অয়ন শীল, তাঁর দ্বারাই প্রধানত এটি হয়েছে, তাই যদি তাঁকে জামিন দেওয়া হয়, তাহলে বাকি তদন্তপ্রক্রিয়া প্রভাবিত হতে পারে। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে এখনও পর্যন্ত চার্জ ফ্রেম করা সম্ভব হয়নি। কারণ তদন্ত চলছে। সিবিআই-এর আর্জি মেনেই এরপর অয়ন শীলের জামিনের আর্জি খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট।

প্রসঙ্গত, গত বছরের মার্চ মাসে ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন অয়ন শীল। গ্রেপ্তারির আগে অয়নের বাড়ি, ফ্ল্যাট এবং অফিসে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে দুর্নীতি সংক্রান্ত একাধিক নথিও উদ্ধার করেছিল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। তার মধ্যে ছিল অনেক ওএমআর শিটের জেরক্স কপিও। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি-র মামলায় জামিন পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সে সময়ে তাঁর জেলমুক্তি হয়নি, কারণ সিবিআই-এর মামলা বিচারাধীন। এবারের আর্জি খারিজ হয়ে যাওয়ায় এবার জেলেই থাকতে হচ্ছে অয়ন শীলকে।

রবিবার চলবে না ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেট্রোর নিত্যযাত্রীদের জন্য বড়সড় খবর। আগামী ২৩ মার্চ, থেকে প্রতিটি রবিবার ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো করিডর (গ্রিন লাইন) সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে। এক বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গ্রিন ও ব্লু লাইনে সিবিটিসি প্রযুক্তির সিগন্যালিং ব্যবস্থা সংযুক্তিকরণের কাজ চলবে বলেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও কবে এই ব্লক প্রত্যাহার করা হবে, তা এখনও জানানো হয়নি।

হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত এই গ্রিন লাইনে কোনও মেট্রো চলবে না রবিবারে। তবে ব্লু লাইনে (দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ) পরিষেবা স্বাভাবিক থাকছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে এর কারণে যাত্রীদের অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশও করা হয়েছে। মেট্রো রেলের মুখপাত্র জানিয়েছেন, 'গ্রিন ও ব্লু লাইনে সিবিটিসি প্রযুক্তির সিগন্যালিং ব্যবস্থা সংযুক্তিকরণের কাজ চলবে। এই কাজের দরুন মেট্রোর নিরাপত্তা ও ট্রেন চলাচলের গতি আরও উন্নত হবে। তাই এই পরীক্ষা অত্যন্ত জরুরি। যাত্রীদের সাময়িক অসুবিধার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।' বুধবার মেট্রো ভবন থেকে এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। ইতিমধ্যেই এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে সমস্ত স্টেশনে নোটিশ বোর্ডে বিজ্ঞপ্তি ঝোলানো হয়েছে। এছাড়াও মেট্রোর ডিজিটাল ডিসপ্লে, সোশ্যাল মিডিয়া, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যাত্রীদের সতর্ক করা হচ্ছে।

ব্যারাকপুর দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চল: গার্গী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চলে পরিনত হয়েছে। বুধবার ব্যারাকপুর মহকুমা শাসকের দপ্তর ও পিএফ দপ্তর অভিযানে যোগ দিয়ে এমনটাই দাবি করলেন সিটু নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায়। বাম শ্রমিক সংগঠন সিটুর উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির তরফে এদিন বেলায় ব্যারাকপুর স্টেশনের কাছ থেকে মিছিল শুরু করে তারা মহকুমা শাসকের দপ্তর যায়। সেখানে কিছুক্ষণ বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর, পাঁচজনের প্রতিনিধি দল গিয়ে মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দেন। তবে বিক্ষোভকারীরা জোর মহকুমা শাসকের দপ্তরে ঢুকতে গেলে উভয় পক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি বেধে যায়। মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদানের পর তারা পি এফ অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সেখানেও তারা বিক্ষোভ শেষে স্মারকলিপি জমা দেন। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে সিটুর জেলা সম্পাদিকা গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রুগ্ন ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের পুনরুজ্জীবন করতে হবে। কালা শ্রম কোড বাতিল করতে হবে। জুটমিল শ্রমিকদের বকেয়া পি এফ, গ্যাচুইটি মিটিয়ে দিতে হবে।' তাঁর কটাক্ষ, 'ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক গুন্ডামুক্ত ব্যারাকপুর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। উল্টে সেই ব্যারাকপুর গুন্ডাদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। কারখানার জমি বিক্রি হয়ে গেলে পুলিশ দেখা যায় না। কিন্তু শ্রমিকরা রাস্তায় নামলে তখন পুলিশের অতি সক্রিয়তা দেখা যায়।'

পাসপোর্ট মামলায় কুণালের টাকার উৎস সম্পর্কে জানতে চাইল আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাসপোর্ট মামলায় অস্বস্তিতে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। আদালত সূত্রে খবর, বুধবার তাঁকে আদালতের তরফ থেকে প্রশ্ন করা হয় তিনি বিদেশে যাবেন কিন্তু টাকার উৎস কী সে ব্যাপারে। এর পাশাপাশি বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র বেঞ্চের তরফ থেকে এও জানানো হয়, যেহেতু কুণাল ঘোষ চিট ফান্ড মামলায় অভিযুক্ত, তাই আদালত জানতে চায় বিদেশে যাওয়ার টাকা কোথা থেকে আসছে।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে লন্ডনে যাচ্ছেন তৃণমূল নেতা-সাংবাদিক কুণাল ঘোষ। কিন্তু সারাদা চিট ফান্ড মামলায় কুণাল অভিযুক্ত। সূত্রের খবর, জামিনের অন্যতম শর্ত হিসেবে কুণালের পাসপোর্ট জমা রয়েছে আদালতের কাছে। সেই পাসপোর্টের জন্যই এদিন আদালতের দ্বারস্থ হন কুণালের আইনজীবী যিষ্ণু চৌধুরী। আইনজীবী যিষ্ণু চৌধুরী আদালতে জানান, তৃণমূল নেতা হিসাবে নন, একটি বিশেষ সংবাদপত্রের নাম উল্লেখ করে বলেন, সেখান থেকে একজন সাংবাদিক হিসাবেই পাঠানো হচ্ছে কুণালকে। বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে কুণালের আইনজীবীকে বলেন, 'সেটাই নথিতে দেখান। এখুনি জানান আমরা অপেক্ষা করছি।' এরপরই ডিভিশন বেঞ্চ কুণাল ঘোষকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি দেয়। পাঁচ লক্ষ টাকা জমা রেখে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেন বিচারপতি। তার মেয়াদ ২১ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত। এই সময়ের ব্যবধানেই ফিরে আসতে হবে কুণাল ঘোষকে।

রাম নবমী নিয়ে চূড়ান্ত সতর্ক পুলিশ প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাম নবমীতে অশান্তির আশঙ্কা করছে পুলিশ প্রশাসন। আর সেই কারণেই নেওয়া হচ্ছে চূড়ান্ত সতর্কতাও। এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ কুমার ভার্মা জানিয়েছেন, এই ইস্যুতে একাধিকবার বৈঠক হয়েছে। সব দিকে নজর রাখা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে নগরপাল এও জানান, 'আমরা প্রস্তুত। কিন্তু এখনও সময় আছে। এই নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি।' প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে বলতে শোনা গিয়েছিল এই বছরের রাম-নবমী আলাদা মাত্রা পাবে। কারণ, এবারের রাম নবমীতে ১ কোটি হিন্দু রাস্তায় থাকবে। এরপর পুলিশের উদ্দেশ্যে তিনি বার্তাও দেন। বলেন, 'পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বুদ্ধিতে যদি পড়েন তাহলে খেসারত আপনাকে দিতে হবে।' এখানেই শেষ নয়, অশান্তির আশঙ্কা করে তার দায় পুলিশ-তৃণমূলের উপরই চাপান শুভেন্দু অধিকারী। এই প্রসঙ্গেই শুভেন্দু এও বলেন, 'উস্কানি আসে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল, পুলিশ ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিক থেকে। তমলুক-নন্দকুমার সহ বিচ্ছিন্ন ভাবে গোটা রাজ্যে যে ঘটনা ঘটেছে, সেই একই ঘটনা রামনবমীতে পুলিশ এবং মুখ্যমন্ত্রী ঘটাতে পারেন। আমরা ইতিমধ্যেই পুলিশের তরফে একটি প্রোফর্মা পেয়েছি। আমরা সব জায়গায় বলে দিচ্ছি এই প্রোফর্মা কেউ ফিলাপ করবেন না।' সব অভিযোগ উড়িয়ে এর পাল্টা উত্তর দিতে দেখা যায় তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে। তিনি বলেন, 'উন্নয়নের রাজনীতিতে পাল্লা দিতে না পেরে ওরা অন্য ন্যারেটিভ, বিষ মেশানো ন্যারেটিভ তৈরি করতে যাচ্ছে। আমরা উত্তরও দেব না, প্ররোচনাও দেব না।'

ভুয়ো পাসপোর্ট-কাণ্ডে ৬৯ জনকে লুকআউট নোটিস লালবাজারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার বুক কাঁপানো আর এক চক্রের হদিসে চাঞ্চল্য। ভুয়ো পাসপোর্টের জাল বিস্তার করে চম্পট দেওয়া ৬৯ জনের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ জারি করল কলকাতা পুলিশ। নগরপাল মনোজ কুমার ভার্মা জানালেন, এই ৬৯ জনের খোঁজে তৎপর পুলিশ। তাঁদের অনেকেই ইতিমধ্যেই দেশের বাইরে! আইনি পথে দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগও শুরু হয়েছে।

পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে, গত কয়েক বছরে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভারতীয় নাগরিক সাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল ১২১টি পাসপোর্ট। এরমধ্যে ৭০টিরও বেশি ইতিমধ্যেই ব্যবহার হয়ে গেছে। বাদবাকিদের আটকে, তুলে দেওয়া হয়েছে লালবাজারের হস্তক্ষেপে। তবে শুধু ভুয়ো পাসপোর্টেই থেমে থাকছে না তদন্ত। ইডি সূত্রে খবর, অর্থ পাচার এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার সংযোগও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। লালবাজার ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তদন্তকারীরা আশঙ্কা করছেন, বাংলার মাটিকে ব্যবহার করে বড় কোনও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের আঁচ রয়েছে। নগরপাল স্পষ্ট জানালেন, 'কারা এই জালিয়াতির মূলে আছে, তা খুঁজে বের করা হবে। কাউকে ছাড়া হবে না।' প্রশ্ন উঠছে, এ রাজ্যে বসেই দীর্ঘদিন কীভাবে এই জালিয়াতি চলল! কারা দিল ছত্রচ্ছায়া। তদন্তে করতে পারে কেন্দ্রীয় সংস্থাও।

জেল হেপাজতে বসেই হুমকি ফোন শাহজাহানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জেলেই রয়েছেন সন্দেশখালির 'স্বঘোষিত' বেতাজ বাদশা শেখ শাহজাহান। তবে তাঁর দাপট নাকি শেষ হয়নি এখনও। রবীন মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির অভিযোগ, জেলে বসেই ফোন থেকে তাঁকে হুমকি দিচ্ছেন শেখ শাহজাহান ও তাঁর দলবল। আর এখানেই প্রশ্ন, জেল হেফাজতে ফোন কোথা থেকে পেলেন সন্দেশখালির বেতাজ বাদশা তা নিয়েই। ফোন আসার পর থেকে আতঙ্কিত রবীন বাবু। সন্দেশখালি থানায় অভিযোগ দায়েরের পাশাপাশি সিজিও-তে এসেও অভিযোগ করেন তিনি।

রবীন মণ্ডলের দাবি, গত ১৫ই মার্চ তাঁকে শেখ শাহজাহান ফোন করেন। দুপুর আড়াইটে নাগাদ পনেরো মিনিটের মতো ফোনে কথা বলেন তিনি। শাহজাহান ঘনিষ্ঠ মফিজুল মোল্লার ফোন থেকে কথা হয়েছে বলে দাবি রবীনবাবুর। প্রসঙ্গত, এই মফিজুল মোল্লা এলাকায় শাহজাহান ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। রবীনবাবু এই প্রসঙ্গে এও জানান, 'মফিজুল আমায় ফোন ধরিয়ে দিয়ে বলে, এই নে ভাই কথা বলবে। তারপর ফোন ধরতেই ওপার থেকে বলেন, আমি শেখ শাহজাহান বলছি। তোদের খুব বাড় বেড়েছে। তোরা মার্কেটের বিরুদ্ধে, আমার নামে অনেক অভিযোগ করছিস। আমি আর কয়েকদিনের মধ্যেই যাচ্ছি। তুই কী ভাবছিস আমি ছাড়া পাব না? কয়েকদিনের মধ্যেই ছাড়া পাব। বোম মারব। ঘর বাড়ি ভাঙচুর করব। আমার মতো হাজার-হাজার শেখ শাহজাহান ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোদের ব্যবস্থা করবে।' এরপর আতঙ্কিত রবীনবাবু মঙ্গলবারই কলকাতায় ইডি অফিসে আসেন। সমগ্র ঘটনাও জানান। একই সঙ্গে সন্দেশখালি থানাতেও অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। অপরদিকে, যার মোবাইল থেকে শেখ শাহজাহান ফোন করেছিল বলে দাবি করছেন রবীন মণ্ডল, সেই মফিজুল মোল্লার দাবি, রবীনবাবুর সঙ্গে কোনও কথাই হয়নি। আর এর কোনও প্রমাণ আছে কি না তাও জানতে চান মফিজুল। সঙ্গে এও জানান, তাঁর সঙ্গে শাহজাহানের কেন কথা হতে যাবে তা নিয়েও। পাশাপাশি এও জানান, 'মিথ্যে অপবাদ দিলে খুব খারাপ লাগে।' এদিকে বুধবার পিএমএলএ আদালতে জামিনের আবেদন করেছেন শাহজাহান। এই নিয়ে দ্বিতীয় বার জামিনের আবেদন করেন তিনি। এদিন, কোর্টে শাহজাহানের আইনজীবী জানিয়েছেন, তাঁর গ্রেপ্তারি বেআইনি। সেই কারণে জামিন দেওয়া হোক। বস্তুত, রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয় শেখ শাহজাহান।

অধ্যক্ষ-জ্বরে ভুগছে কলেজগুলো, বাড়ছে জটিলতা

অশোক সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গে সিভিক পুলিশের মতো অস্থায়ী 'সিভিক' অধ্যক্ষ নিয়োগের প্রবণতা বাড়ছে। বহু কলেজ ভুগছে অধ্যক্ষের অভাবে। ছাত্রাভাবের পাশাপাশি কলেজগুলোয় অধ্যক্ষ না থাকাও শিক্ষাবিদদের একাংশের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। মার খাচ্ছে কলেজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সুচারু নিয়ন্ত্রণ, পঠনপাঠনের মান। এর মধ্যেই উঠছে অধ্যক্ষ নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ।

সূত্রের খবর, রাজ্যের অন্তত দেড়শ কলেজ অধ্যক্ষের বদলে চালানো হচ্ছে টিচার্স ইনচার্জ (টিআইসি) দিয়ে। অধ্যক্ষের যে প্রাতিষ্ঠানিক এক্তিয়ার থাকে, এই অস্থায়ী ভারপ্রাপ্তদের সেই এক্তিয়ার থাকে না। ফলে অনেক বিষয়ের সিদ্ধান্ত তাঁরা নিতে পারেন না। কলেজের অনুজ শিক্ষকরাও সেভাবে গুরুত্ব দেননা। টিআইসি-রা নিজের স্বার্থ বা সুবিধার কথা মাথায় রেখে দায় এড়ানোর চেষ্টা করেন। টিআইসি দিয়ে চালানো এরকম একটি প্রতিষ্ঠান কলকাতার কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলের চিত্তরঞ্জন কলেজ। পশ্চিমবঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শ্যামলেন্দু চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বেশ কিছুকাল ধরে কলেজটি চরম স্থানাভাবে ভুগছে। কিছুকাল আগে আমি ওই কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে বারুইপুরের কাছে মল্লিকপুরে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান লিজে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু কম পরিশ্রম করে পূর্ণ সুযোগ নেওয়ার জন্য ওই কলেজের কিছু শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী বেঁকে বসেন। তারপর ওই কলেজ থেকে আমি অবসর নিই। টিআইসি দিয়ে কোনওক্রমে চলছে কলেজটি। ওই রকম ক্ষেত্রে পূর্ণ এক্তিয়ারপ্রাপ্ত কোনও অধ্যক্ষ থাকলে এবং তিনি নতুন ক্যাম্পাস নেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হলে অবশ্যই সুফল পাওয়া যেত। কেন অধ্যক্ষ নিয়োগ হচ্ছে না? শিক্ষা দফতর সূত্রের খবর, এর একটা প্রধান কারণ সরকারের অর্থাভাব। 'ভাঁড়ে মা ভবানী'। বেতনহার অনুযায়ী কোনও অধ্যক্ষর মাসিক প্রাপ্তি অন্তত ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। এর এক চতুর্থাংশ টাকায় টিআইসি-র বেতন হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রেই এই নিয়োগের ব্যাপারে দপ্তরের একাধিক বিভাগ ও কলেজের মধ্যে যে সমন্বয় থাকা দরকার, সেই সমন্বয় থাকে না। অধ্যক্ষ পদে নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগের কথাও অস্বীকার করেননি শ্যামলেন্দুবাবু। তিনি বলেন, 'দেখা গিয়েছে উন্নত দেশের ভালো প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞানের মূল্যবান বিষয়ে ডক্টরেট করে আসা প্রার্থীকে উপেক্ষা করে অনেক কম মেধাসম্পন্ন প্রার্থীকে অধ্যক্ষ হিসাবে বেছে নেওয়া হচ্ছে। প্রার্থীদের অ্যাকাডেমিক প্রফেশনাল ইনডেক্সের (এপিআই) মূল্যায়ণ হচ্ছে না।' পশ্চিমবঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতি পূর্ণ চন্দ্র মাইতির অভিযোগ, 'ইউজিসি আইন অনুযায়ী অধ্যক্ষ পদে আবেদনের জন্য কলেজে শিক্ষকতার অন্তত ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা আবশ্যিক। কিছু ক্ষেত্রে সেটাও মান্যতা পাচ্ছে না।' বাম আমলে এরকম অনিয়ম যে কখনও হয়নি তা নয়। তবে এখন তার মাত্রা বহুগুণ বেড়েছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ স্বীকার করেছেন যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষ ডা. পঙ্কজ রায়। রাজ্যের এক অভিজ্ঞ অধ্যক্ষ বলেন, 'সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত কলেজগুলোকে ধরলে এ রাজ্যে কলেজের সংখ্যা বেশ কয়েকশো। এর মধ্যে প্রায় ২০০টিতে স্থায়ী অধ্যক্ষ নেই। বেতনের দায় নিতে অক্ষম রাজ্য। শেষ নিয়োগ হয়েছে ২০২৩-এর প্যানেল থেকে। নিয়োগে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বেড়েছে। আপাতত নিয়োগ বন্ধ। দক্ষ সেনাপতি ছাড়া সেনাবাহিনীর যে দশা হয়, পশ্চিমবঙ্গের বহু কলেজের সেই দশা কর্মনিষ্ঠ, পূর্ণ সময়ের অধ্যক্ষের অভাবে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও নিয়োগে দুর্নীতি।'

শিল্প ক্ষেত্রে নানা উৎসাহ নীতি চালু করছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের শিল্প ক্ষেত্রের জন্য যুগোপযোগী নানা নতুন উৎসাহ নীতি চালু করছে রাজ্য সরকার। সেকারণে পূর্বতন বাম আমলের কিছু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়া কয়েকটি ভারী শিল্পের উৎসাহ নীতি সংক্রান্ত প্রকল্প প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। বুধবার বিধানসভায় ১৯৯৩ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে চালু হওয়া ভারী শিল্পের ৮টি উৎসাহ প্রকল্প প্রত্যাহার করতে একটি বিল আনা হয়।

বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ২০-২৫ বছরে পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে। আগে তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে এত চর্চা ছিল না। এখন এআই প্রযুক্তি নিয়ে নানা কাজ হচ্ছেশিল্প ক্ষেত্রে অনেক নতুন ভাবনা, আঙ্গিক যুক্ত হয়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত নিয়ে নতুন নীতি আনা হচ্ছে।

যুগোপযোগী প্রকল্প তৈরিতে কী কী রাখা দরকার, তা নিয়ে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়েছে। এক মাসের মধ্যে ওই কমিটি তাঁদের মত জানাবেন। সেই অনুযায়ী যুগোপযোগী স্কিম তৈরি করা হবে।

এদিকে পূর্বতন বাম সরকারের চাপিয়ে দেওয়া ঋণের বোঝাই শুধু নয়, তাদের নানা নীতির ফল সরকারকে ভুগতে হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, বাম আমলে যত জমি অধিগ্রহণ হয়েছে তার জন্য টাকা দিতে দিতে এই সরকারের কোষাগার খালি হচ্ছে। ওরা নিজেরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করেনি।

সম্পাদকীয়

লিঙ্গবৈষম্য দেশের সুস্থায়ী উন্নয়নের অন্তরায়, আর্থিক বিকাশের পক্ষেও শুভ নয়

এ বারের নারী দিবসে এ দেশে ও সমাজে নারী নানা দিক থেকে কতটা অবহেলিত ও বঞ্চিত, সে বিষয়ে পত্রপত্রিকায় একাধিক লেখা বেরিয়েছে। নারীদের প্রতি অবহেলা ও বঞ্চনা জীবিকার নানা ক্ষেত্রে নিত্য দিন ঘটে চলেছে। এক জন পুরুষ দিনমজুর যে মজুরি পান, একই কাজ করলে মহিলাদের দেওয়া হয় কম মজুরি। এমনকি আজও বহু পরিবারে মাছের ভাল পিসটা দেওয়া হয় ছেলেদের, মেয়েদের জোটে লেজা! মেয়েরা নাকি লেজা বেশি পছন্দ করে! মেয়েরা কোন খাবার খেতে পছন্দ করে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তার খোঁজ রেখেছে কি কোনও দিন? ছেলেরা খেয়ে নেওয়ার পর যা পড়ে থাকে, আজও অনেক পরিবারে মেয়েদের সেটাই দেওয়া হয়। আর টাকার অভাব থাকলে, ভাইবোনের মধ্যে মেধাবী হলেও মেয়েটির পড়াশোনা আগে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তমেয়েমানুষ অত লেখাপড়া শিখে করবেটা কী! বিয়ে দিয়ে দাও !দ আমরা শিক্ষিত যুক্তিমান মানুষ, যারা এ বিষয়ে অনেক কিছু জানি ও বলি, তাদের মধ্যে ক'জনই বা নিজ বাড়িতে স্ত্রী বোন ও মায়েরা কী খেল বা তাদের সাধ-আহ্লাদ, প্রয়োজনের দিকে নজর দিই! এ দেশ চূড়ান্ত লিঙ্গবৈষম্যের ব্যাধিতে আজও আক্রান্ত। লিঙ্গবৈষম্য দেশের সুস্থায়ী উন্নয়নের অন্তরায়, যা দেশের আর্থিক বিকাশের পক্ষেও শুভ নয়। আর সে কারণেই সেন্টার ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট-এর প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, রাষ্ট্রপুঞ্জের নির্ধারিত সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ভারত বেশ পিছিয়ে। গত বছরের ফলাফল অনুযায়ী ১৬৭টি দেশের মধ্যে ভারত রয়েছে ১০৯তম স্থানে। নারীকে বঞ্চিত রেখে এ কেমন 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ'! এটি একটি জাতীয় লজ্জা!

শব্দবাণ-২২৪

■	■	১			২	■
৩			■	■		■
	■		■	৪		৫
	■	■	■	■	■	
৬	৭		■	৮	■	
■		■	■	৯		
■	১০				■	■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. শাপ ৩. প্রধান প্রজা, মোড়ল ৪. আশমান, গগন ৬. উড়িধান ৯. অধিকার, কর্তৃত্ব ১০. কাজের জায়গা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. গানের দ্বিতীয় তুক ২. ঝান্ডা ৩. বণিকের স্ত্রী ৫. পদ্ম,কমল ৭. হিং ৮. সাদৃশ্য।

সমাধান: শব্দবাণ-২২৩

পাশাপাশি: ২. আম্রকানন ৫. কুম্ভ ৬. কর্ম ৭. হেলে ৮. ফলে ১০. জনমজুর।

উপর-নীচ: ১ .ফেন ২. আর্টকলেজ ৩. কাহে ৪. নকুলেশ্বর ৯. ক্ষৌম ১১. নক্ত।

জন্মদিন

আজকের দিন

অলকা ইয়াগনিক

১৯৫১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মদনলালের জন্মদিন।*
১৯৬৬ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী অলকা ইয়াগনিকের জন্মদিন।*
১৯৭৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী গায়ত্রী জোশীর জন্মদিন।*

অষ্টোত্তর শতজন্মজয়ন্তী স্মরণে প্রাবন্ধিক অমিয়ভূষণ মজুমদার

সঞ্জয়কুমার দাস

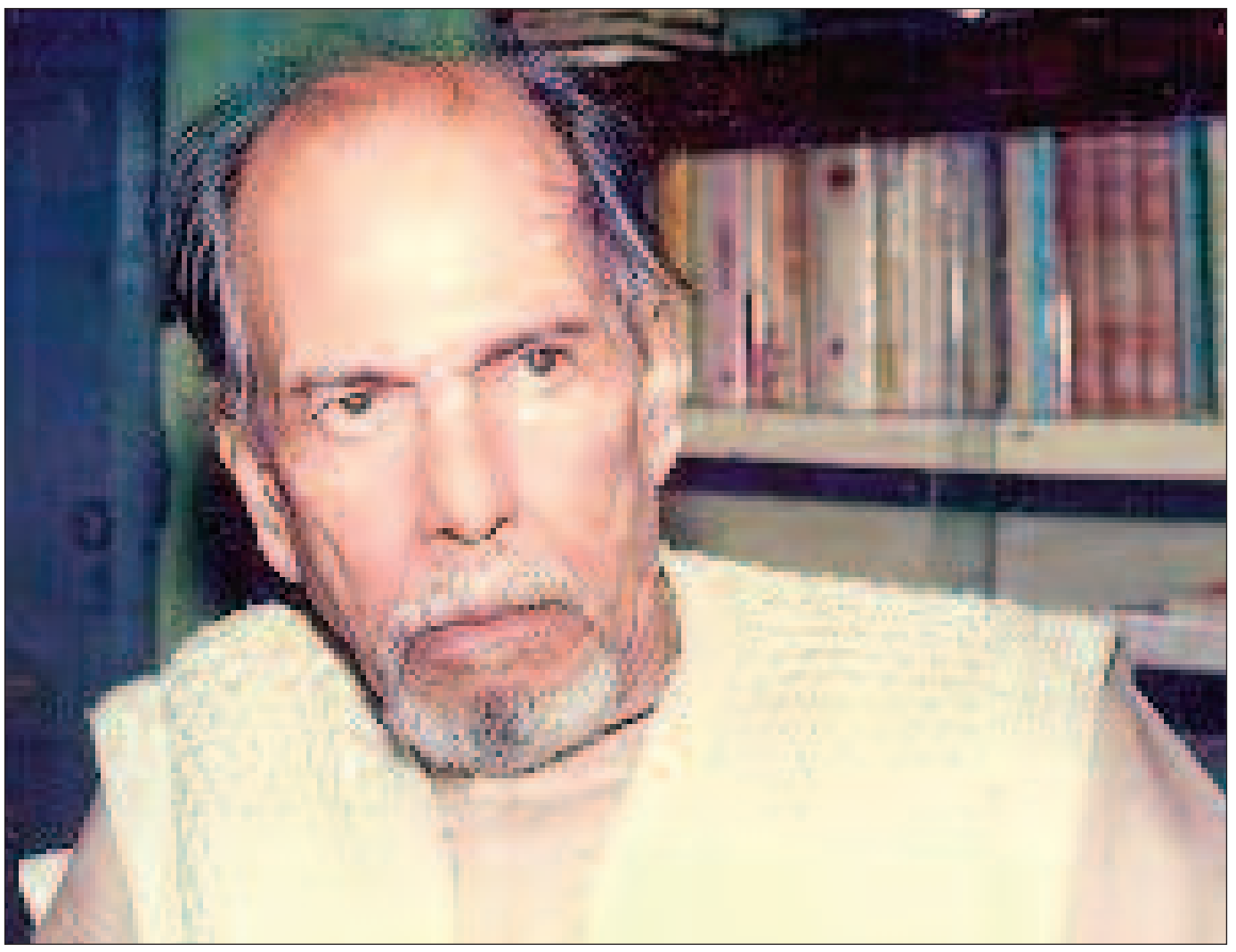

অমিয়ভূষণ মজুমদার একজন ব্যতিক্রমী বাঙালি সাহিত্যিক। তিলোত্তমা নগরী কলকাতা থেকে বহু যোজন দূরে নির্জনে-নিরালায় উত্তরবঙ্গের এক কোণে, কোচবিহারে বসে তিনি সাহিত্য সাধনা করেছেন। কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' থেকে একটি সংলাপ উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছিনা 'ওরা যত বেশি পড়ে, তত বেশি জানে, তত কম মানে'। লেখক কন্যা এনাক্ষী মজুমদার মহাশয়ার পিতৃচরিত গ্রন্থ 'বনেচর' পাঠে লেখক সম্পর্কে বর্তমান কলমকারের এই ধারণা জন্মেছে যে, সত্যজিৎ রায়ের সেই উদ্ধৃতি ঋণ করে বলতে ইচ্ছে করছে উনি যত বেশি পড়েন, তত বেশি জানেন, তত কম লেখেন। অবশ্য তাঁর সেই কম লেখাও দে'জ প্রকাশনী থেকে ১১ খণ্ডের রচনাবলি হয়ে প্রকাশ হয়েছে। রচনাবলীর সিংহভাগ স্থান জুড়ে ছোট গল্প ও উপন্যাসের ছড়াছড়ি। তাছাড়া তাঁর সম্মাননা ও পুরস্কার প্রাপ্তির ক্ষেত্রটিও কথাসাহিত্যই। বৃহত্তর অর্থে পাঠক সমাজে অমিয়ভূষণ মজুমদার কথাসাহিত্যিকের অভিধাতেই খ্যাতিমান। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়, সমালোচনা গ্রন্থে, লিটল ম্যাগাজিনের পাতায় অমিয়চর্চার যে ধারা আমরা লক্ষ্য করি তাতে, ঔপন্যাসিক-গল্পকার অমিয়ভূষণ মজুমদারই প্রতিপাদ্য বিষয়।

২২ মার্চ তিনি শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের ন্যায় ১০৮তম জন্মদিবস স্পর্শ করলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতেই হবে। কিন্তু সেটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকলে তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন হয় না। এমন উচ্চস্তরীয় এক সাহিত্যিককে যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হলে তাঁর সাহিত্যের যথাযথ চর্চা ও মূল্যায়ন জরুরি। তাঁর সৃষ্টিবিশ্বের অপঠিত কোণে আলোকরশ্মি ফেলে গবেষণার হালহকিকত যথাযোগ্য মর্যাদায় পাঠক দরবারে হাজির করতে হবে। জন্ম-প্রয়াণ দিবসে অল্পবিস্তর সকলেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন। এইতো সে সুসময় অমিয়সাগরে ডুব দেওয়ার। অবশ্য অমিয়বাবু সে সুসময়কে কোন দৃষ্টিতে দেখেছেন? উত্তরের সন্ধানে ডুব দিলাম অমিয়সাগরেই, '...লেখক সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় নষ্ট করা উচিত নয়। যেহেতু সেসময় একবার হারালে কদাচিৎ ফেরে।'

সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে কথাসাহিত্যের তুলনায় আমিয়ভূষণ মজুমদারের প্রবন্ধ নিতান্তই সংখ্যালঘু। লেখক কন্যার কথাতেই স্পষ্ট 'গল্পকার ও ঔপন্যাসিক হিসেবে অমিয়ভূষণের কিছু পরিচিতি থাকলেও প্রাবন্ধিক অমিয়ভূষণ তত পরিচিত নন'। অবশ্য পাঁচ দশকের সাহিত্য জীবনে কমবেশি পঞ্চাশটিরও বেশি প্রবন্ধ লিখেছেন অমিয়বাবু। সেগুলি দুই মলাটে মুদ্রিতাকারে প্রকাশ তাঁর জীবদ্দশায় দেখা না গেলেও হঠাৎ আলোর ঝলকানির ন্যায় ১৯৯৬ সালে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে 'লিখনে কী ঘটে' শীর্ষনামাঙ্কিত একটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়। যে সংকলনে এগারোটি প্রবন্ধ ছিল। যথা - লিখনে কী ঘটে, উপন্যাস সম্বন্ধে, উপন্যাসের গল্প, ঔপন্যাসিকের গল্প, ঔপন্যাসিক ও জীবনদর্শন, সাহিত্য ও নীতি, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রস্তাব, সাহিত্যিক জীবন মহাশয়, সাহিত্যের ধারণা, সংবিত্তি, রমণীরত্নের সন্ধানে, পদ্মাপুরাণ কথা। সেখান থেকে এক লাফে ২০১৭ সাল। মহাপ্রয়াণের ষোলো বছর পর অমিয়ভূষণ মজুমদারের প্রবন্ধগুলি দুই মলাটে সংকলিত হলো 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' শিরোনামে। এবং এ মহৎ কর্ম সম্পন্ন হলো তাঁরই যোগ্য কন্যা এণাক্ষী মজুমদার মহাশয়ার ঐকান্তিকতায়। অধ্যাপনার ন্যায় উচ্চ বেতনের, উচ্চ সম্মানের চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবাসর নিয়ে পিতার সৃষ্ট সাহিত্যকে একত্রীভূত করার অসাধ্যসাধন কর্মে আত্মনিয়োগ করলেন। অবশেষে ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে দে'জ পাবলিশিং থেকে ৩৫২ পৃষ্ঠার প্রবন্ধ সংকলন পাঠক হাতে পেলেন। আগামীদিনে এই প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে অমিয়-চর্চার ইতিবৃত্তে ঘটে যাবে এক মহাবৈপ্লবিক পরিবর্তন।

'প্রবন্ধ সংগ্রহে'র প্রথম প্রবন্ধটি 'বাংলা সাহিত্য ও দুর্নীতি' এবং শেষ প্রবন্ধটি 'স্মাগলিং হোর্ডিং প্রভৃতি'। অমিয়ভূষণ মজুমদার উপন্যাস কিংবা ছোট গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রে যেমন একটা নিজস্ব রীতি তৈরি করেছেন, শব্দচয়নে আভিজাত্য দেখিয়েছেন, প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি। তাঁর উপন্যাসের নাম 'ফ্রাইডে আইল্যান্ড অথবা নরমাংস ভক্ষণ অথবা তাহার পর' (১৯৭০), 'বিলাস বিনয় বন্দনা' (১৯৭৬) প্রভৃতি। তাঁর ছোটগল্পের নাম 'মধুরার ফ্ল্যাট এবং মিউজিয়াম', 'বেতাগ, বাইতোড়, সরসুনা প্রভৃতি', 'এপস অ্যান্ড পিকক', 'সাইমিয়া ক্যাসিয়া' প্রভৃতি। 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' গ্রন্থে পঞ্চান্নটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। তত্ত্বগতভাবে তাঁর প্রবন্ধের কোনো কোনোটির ক্ষেত্রে যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর উপস্থাপনের যে নিজস্ব কৌশল, যে শব্দচয়ন, যে ভাষাচাতুর্য, তাতে বাংলা সাহিত্যে তিনি অবিকল্প কিংবদন্তী। উল্টো পথে হেঁটে যদি শেষ প্রবন্ধটির কথাই বলি, স্মাগলিং-এর বিষয়টিকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। সেইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের বঞ্চনার দাবিকে যেভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাতে খাবি খাবেন দুঁদে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও। তবে শুধু চোখে আঙুল দাদার ন্যায় চোখে আঙুল দিয়ে সমস্যার ক্ষত সৃষ্টি করেই পগারপার হননি, সমস্যা থেকে উত্তরণের পথও বাতলে দিয়েছেন ওজর আপত্তিকে ধরাশায়ী করে। উত্তরবঙ্গ নিয়ে তাঁর যে আশা-আকাঙ্ক্ষা, বেশ কতকগুলি প্রবন্ধে তার স্বরবিন্যাস আছে। আলোচনায় গতি আনতে তাঁর প্রবন্ধগুলিকে কয়েকটি বিভাগে বিন্যস্ত করে এগিয়ে যাওয়ায় সমীচীন।

তাঁর ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলির পাঠ ব্যতিরেকে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা অসম্ভবপ্রায়। তাঁর জন্ম-পরিবার-শিক্ষাদীক্ষা-বেড়ে ওঠা-জীবনচর্যার নানান তথ্যভাণ্ডারের মরচেধরা তালা খুলে ভেতরে প্রবেশের সুযোগ রয়েছে এই প্রবন্ধগুলিতে। 'কবিরে পাবেনা তাহার জীবন চরিতে'তে অনাস্থাভাজনকারী সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার সঙ্গত কারণেই আত্মজীবনী লেখার পক্ষপাতী ছিলেন না, লেখেননিও। তবে ১৯৮৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর 'কৌরব' পত্রিকায় প্রকাশিত 'আমার সম্বন্ধে' প্রবন্ধটিতে তিনি ব্যক্তিকথনই প্রকাশ করেছেন। পূর্ববঙ্গের কথা, দেশত্যাগের কথা, শারীরিক অসুস্থতার কথা - এসবই এখানে পাওয়া যাবে। আর পাওয়া যাবে সেই কথা, যা তিনি অনেক আগেই 'কেন লিখি ১'-এ প্রকাশ করেছেন। নিজের লেখা শুরু নিয়ে লিখেছেন 'আসলে লিখতে আরম্ভ করার ইচ্ছা এসেছিল নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে।' আর যখন তিনি বর্তমান প্রবন্ধটি লিখছেন, তখন তাঁর অভিব্যক্তি 'আর এখন লিখতেই ভালো লাগে। লিখি নিজের সুখের তাগিদে।'

১৩৬৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় কোচবিহার সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত 'কেন লিখি' শিরোনামাঙ্কিত প্রথম রচনাটি। যেখানে তিনি লিখছেন 'এ কথাটা সোজাসুজি বলে দেয়া ভালো সাহিত্য করার পথটাকে আমরা সজ্ঞানে বাছাই করে নিয়ে থাকি।' সেই সঙ্গে 'বনেচর' এবং 'প্রবন্ধ সংগ্রহে'র সৌজন্যে জেনেছি ট্রেড ইউনিয়ন, চাকরি এবং পরিবারে সময় দেওয়ার পর, যে অবশিষ্ট সময় তাঁর হাতে থাকে তা দিয়েই তিনি সাহিত্য করেন। লিখতে লিখতে জরুরী প্রয়োজনে উঠে আসতেও যেমন তাঁর দ্বিধা নেই, ঠিক তেমনি পুনর্বার লেখার টেবিলে গিয়ে লিখতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। অর্থাৎ সাহিত্য নিয়ে ন্যাকামি বিষয়টি ধাতে নেই। প্রথম 'কেন লিখি'র কুড়ি বছর পর তিনি পুনর্বার 'কেন লিখি'র জবাবদিহি করেছেন। সেখানে তিনি অবশ্য দুই দশক আগে লেখা 'কেন লিখি'র সংশোধন করে নিতে চেয়েছেন 'এর আগে কেন লিখি তা প্রবন্ধের আকারে বলেছি। এখন, যখন লেখার বয়সই পঞ্চাশ বছর পার হয়েছে, তখন সেরকম বলা যথার্থ মনে হয় না।' দ্বিতীয় পর্যায়ের 'কেন লিখি'তে লেখক বারবার অধিদৈবতের কথা বলেছেন। ক্ষণে ক্ষণে এসেছে ব্যক্তিগত কিছু কথা। প্রবন্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন 'এই দিবাস্বপ্ন অধিদৈবতকে সেই সুপ্তির কাছে নিয়ে যায়, যেখানে সে ব্রহ্মস্বাদের সহোদর রসস্বরূপ তাঁকে, মাধবকে, পেয়ে জঠরস্থ ভ্রূণের মতো নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্ট পরিপুষ্টিতে নিঃশব্দে আনন্দময়। অধিদৈবতের তার অন্তর্নিহিত ট্রমাকে নিয়ে পালানো ছাড়া অন্য পথ নেই।'

এই 'ট্রমা'র কথা অমিয়ভূষণ আলোচনায় বারবার উঠে আসে। 'ট্রমা' নিয়েই তিনি এক প্রবন্ধ লিখেছেন, যার শিরোনাম 'লিখনে কি ঘটে' (১৯৭৯)। লেখকের অভিব্যক্তিতে 'কেন ট্রমা, তা কি জীবনে প্রায় অবশ্যম্ভাবী? অনুমান, এরকমই হয়ে থাকে, জন্ম এক ট্রমা, মায়ের স্তনচ্যুত হওয়া এক ট্রমা, গোপন পাপবোধ ট্রমা, শরীর ও মনে ধর্ষিত হওয়ার প্রতিকারহীন যন্ত্রণাও ট্রমা সৃষ্টি করে। এই ট্রমাগুলি থেকে অন্তত পালাতে হয়। দিবাস্বপ্ন তৈরি করে দেখতে হয় মাতৃজঠরের মতো কোনো আনন্দলোকে পৌঁছানো যায় কিনা।' অমিয়ভূষণ পালানোর জন্য কলম হাতে তুলে নিয়েছেন।

আবার 'আমার জীবন হাঁটুজলের নদী। পার আছে, পারে ঘরবাড়ি, ধানের আর তিলের ক্ষেত, মেয়েরা জল নিতে আসে, রাতে গুলবাঘাও হয়তো, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত আছে, কিন্তু নিতান্ত সাধারণ, ভুলে যাওয়ার মতো, ঢেউ ওঠে না, মধুকর ডোবে না, জলদস্যুদের বহর চলে না' দিয়ে শুরু করেছেন 'নিজের কথা' প্রবন্ধটি, ১৯৮৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর 'লাল নক্ষত্র'-এ যা প্রকাশিত। যেখানে তাঁর পূর্বপুরুষদের কথা, তাঁর কলকাতা আগমনের কথা এবং শেষে কোচবিহারে হাঁটু গেড়ে বসার কথা , সবকিছুই আছে 'নিজের কথায়'। এখানে তিনি দেখিয়েছেন ঔপনিবেশিক শহর কলকাতার থেকে বহু দূরের জেলাশহর বা গ্রামাঞ্চলের এক বিস্তৃত বাংলা রয়েছে 'যেখানে দলদলে কাদায় পা পুঁতে দাঁড়িয়ে, ভালুক-ভালুক চেহারার কালো-কালো কৃষকেরা ঔপনিবেশিক শহরের অন্ন তৈরি করে, তথাকথিত শ্রমিকদের ডিয়ারনেস অ্যালাউন্সের যোগান ঠিক রাখে, যে-ভূমিতে নীল বিদ্রোহ, চাষি বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, যে-ভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবস্থান পাতেন সেই ভূমি যা কলকাতার চাইতে অনেক অনেক বড়, সেখানে বাঙালিদের দশ ভাগের সাত ভাগ থাকে, সেই আমাদের মাতৃভূমি, তা বকখালি হোক, শুকনা হোক, কিংবা অযোধ্যা পাহাড়ের গাঁ। কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাচ্ছি না। কলকাতাকে বলতে চাইছি বেরিয়ে এসো ইংরেজিআনা থেকে - দ্যাখো এই মাতৃভূমি, ভালবাসো একে, মরবে না। কাদায় ডুবে যাচ্ছে, ধোঁয়ার দমবন্ধ, কতদিন আর অ্যাংলো-স্যাকসনি মুখোশে থাকবে।'

তাঁর উত্তরবঙ্গ বিষয়ক প্রবন্ধ 'প্রাচীন কোচবিহারের ভাষা এবং সংস্কৃতি'(১৯৬৮), 'প্রাচীন কোচবিহার ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা'(১৯৬৯), 'উত্তরবঙ্গের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে'(১৯৮৩), 'কোচবিহার সম্বন্ধে'(১৯৮৮) প্রভৃতি। প্রবন্ধগুলিতে কোচবিহারের ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি মুখ্য হয়ে উঠেছে। কোচবিহারের ইতিহাস-ভূগোল, অতীত-বর্তমান - এ প্রবন্ধগুলিতে উঠে এসেছে। সঙ্গে উঠে এসেছে তাঁর ব্যক্তগত অনুভূতিও। বাংলা ভাষার প্রাচীনত্বের দাবিদার নিয়ে ঘুরেফিরে এসেছে শঙ্করদেবের নাম। যা নিয়ে তিনি আক্ষেপ উগরে দিয়েছেন কলকাত্তাই বাঙালিদের আধুনিকতাকে। বিষয়ের সম্পৃক্ততায় তাঁর সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধগুলিকেও এ অনুচ্ছেদে ধরা যেতে পারে। 'অনুমান করি' (১৯৬৭), 'রবীন্দ্রোৎসব'(১৯৬১), 'সংস্কৃতি বিষয়ক অনুমান' (১৯৭১), 'সংস্কৃতি বিষয়ক প্রস্তাব' (১৯৮০), 'সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি' (১৯৯১) প্রভৃতি প্রবন্ধ গুলিতে সংস্কৃতি নিয়ে স্বীয় অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। 'সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতি' প্রবন্ধে অমিয়ভূষণ মজুমদার প্রশ্ন তুলেছেন 'এখন এই 'সংস্কার' শব্দ থাকা সত্ত্বেও 'সংস্কৃতি' শব্দটি আনা হল কেন?' উত্তরও দিয়েছেন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই 'আমি মনে করি, সংস্কার সত্ত্বেও ব্যক্তির মনোভূমিকে পুনরপি সংস্করণ করা দরকার। সুতরাং সংস্কৃতি যার সংস্করণ করে সেই 'এনম্' হচ্ছে মানুষের মনোভূমি। অর্থাৎ যা মনোভূমির সংস্করণ করে, তা-ই সংস্কৃতি। এখানে সংস্কৃতি ধর্মের থেকে আলাদা হয়ে গেল।'

উপন্যাস বিষয়ক তাঁর কিছু প্রবন্ধ 'উপন্যাসের ভবিষ্যৎ' (১৯৬১), 'শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ;- ত্রিশ বছর পরে' (১৯৬৭), 'ঔপন্যাসিক ও জীবন দর্শন' (১৯৮০), 'উপন্যাসের ভাষা' (১৯৮১), 'উপন্যাস কে লেখে', 'উপন্যাসের গল্প' প্রভৃতি। তাত্ত্বিক দিক থেকে প্রবন্ধ গুলি বহুমূল্যবান। নামকরণেই প্রতিভাত প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। 'শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ;- ত্রিশ বছর পরে' প্রবন্ধে সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর যে বোধ, তা দিয়েই প্রবন্ধের সূচনায় শব্দের জাল বুনেছেন 'ইংরাজিতে এরকম একটা বাক্ চাতুর্য আছে যে কোনো সাহিত্য ত্রিশ বছর বেঁচে থাকলে তাকে সাহিত্য বলা হবে, কোনো সাহিত্যিকের আদর শতাব্দীকাল অক্ষুণ্ণ থাকলে, তাকে প্রতিভাবান বলা হবে, হাজার বছরের পরেও আলোচিত হলে তাকে হোমারের পাশে স্থান দেওয়া হবে। বাকচাতুর্য কখনই পুরো সত্য নয়, তাতে কিছু খাদ-মিশানো প্রজ্ঞা থাকে। কোনো সাহিত্য যদি ত্রিশ বছর কাটতে না কাটতেই জনপ্রিয়তা হারাতে বসে তবে এরকম সন্দেহ হওয়া অযৌক্তিক নয় যে, তা নিতান্ত তৎকালিক প্রয়োজনের রম্যরচনা ছিল।"

২২ মার্চ তিনি শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের ন্যায় ১০৮তম জন্মদিবস স্পর্শ করলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতেই হবে। কিন্তু সেটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকলে তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন হয় না। এমন উচ্চস্তরীয় এক সাহিত্যিককে যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হলে তাঁর সাহিত্যের যথাযথ চর্চা ও মূল্যায়ন জরুরি। তাঁর সৃষ্টিবিশ্বের অপঠিত কোণে আলোকরশ্মি ফেলে গবেষণার হালহকিকত যথাযোগ্য মর্যাদায় পাঠক দরবারে হাজির করতে হবে। জন্ম-প্রয়াণ দিবসে অল্পবিস্তর সকলেই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন। এইতো সে সুসময় অমিয়সাগরে ডুব দেওয়ার। অবশ্য অমিয়বাবু সে সুসময়কে কোন দৃষ্টিতে দেখেছেন? উত্তরের সন্ধানে ডুব দিলাম অমিয়সাগরেই, '...লেখক সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় নষ্ট করা উচিত নয়। যেহেতু সেসময় একবার হারালে কদাচিৎ ফেরে।'

এখন প্রশ্ন জাগে, আমরা কি তবে অমিয়ভূষণ মজুমদারের লিখিত রচনাগুলিকে সাহিত্য বলতে পারি? অবশ্য এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার পূর্বেই জেনে নেওয়া দরকার একজন পাঠকই কি ওই ত্রিশ বছর ধরে একই লেখককে পড়বেন, বারবার পড়বেন, নাকি ত্রিশ বছরে অন্তত একটি বা দুটি প্রজন্মের পাঠক তৈরি হবে? এবং সেই পাঠক তৈরির দায়িত্ব কার? নিশ্চয় ত্রিশ বছর আগের লেখকের নয়! সেই দায়িত্ব হালের খ্যাতনামা সাহিত্যিক-সমালোচকদের। এবং অতীতের সেই চর্চা ও সমালোচনা হতে হবে বর্তমানের প্রেক্ষিতে, বর্তমানের প্রাসঙ্গিকতায়। নবীন প্রজন্মকে বুঝিয়ে দিতে হবে, অতীতের এ সাহিত্য বর্তমানেও সমান প্রাসঙ্গিক। হ্যাঁ, যুগরুচি বলে একটি কথাও রয়েছে। যে প্রজন্ম ইন্টারনেটের যুগে বেড়ে উঠছে, তাদের নিকট গত শতাব্দীর সাত-আট-নয় দশকের গ্রামীন ক্রীড়া গুলি বড্ড সেকেলে লাগবে। কিন্তু এক শতাব্দী পূর্বে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তোতাকাহিনী' গল্পটি পাঠের পর কি আমাদের মনে হয় না গল্পটি হালের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে লেখা? শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটি কি এখনও সমান প্রাসঙ্গিক নয়? কোন একটি সম্প্রদায়ের চরিত্র থাকলেও বর্তমানে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন ঘটনা কি আকছার ঘটছে না? ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত জয় গোস্বামীর 'নুন' কবিতাটি কি এখনও সমান প্রাসঙ্গিক নয়? পরাধীন ভারতবর্ষে ব্যথাতুর হৃদয়ে লেখা কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি এখনও সমান প্রাসঙ্গিক নয়? সত্যি বলতে নতুন প্রজন্মকে অতীত সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে জানাতে হবে। জানার সুযোগ দিতে হবে। তাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সংবাদপত্রে, সমালোচনা গ্রন্থে, গবেষণায়, লিটিল ম্যাগাজিনে চর্চা করতে হবে। তাঁদের জন্মদিন, তাঁদের প্রয়াণ দিবস, তাঁদের পরিকল্পনা, তাঁদের দেখানো পথ অনুসরণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারলেই তাবত সৃষ্টি সাহিত্য হিসেবে পরিগণিত হবে। এ অনুচ্ছেদের প্রথম প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যাবে পরবর্তী প্রশ্ন গুলির মধ্যেই। সেই উত্তর যদি ধরি, তাহলে আমরা অবশ্যই বলতে চাই অমিয়ভূষণ মজুমদারের সৃষ্টি 'সাহিত্য'ই। সেকারণেই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে 'গড় শ্রীখন্ড'কে নির্বাচিত করা হয়েছে।

দীর্ঘবয়বের কারণে অমিয়ভূষণ মজুমদারের সমস্ত প্রবন্ধগুলি নিয়ে লেখাটি সম্পূর্ণ করা সম্ভব হলো না। সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। এ সম্পূর্ণতার জন্য প্রয়োজন এক বিস্তৃত গবেষণাভূমি। ভবিষ্যতের যোগ্য গবেষক-সমালোচক অমিয়ভূষণের প্রাবন্ধিক সত্তা নিয়ে তাত্ত্বিক এবং তাথ্যিক আলোচনায় সমৃদ্ধ করবেন বাঙালি পাঠককে। এ লেখনি যদি কোনো পাঠক-সমালোচক-গবেষককে সেকর্মে উস্কে দিতে পারে, তবেই নিজেকে ধন্য মনে করব।

গ্রন্থঋণ

- প্রবন্ধ সংগ্রহ, অমিয়ভূষণ মজুমদার, দে'জ পাবলিশিং, অক্টোবর ২০১৭
- বনেচর, এণাক্ষী মজুমদার, দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৭
- অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, (১,২,৩ ৬ নং খণ্ড)
- কালের প্রতিমা, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ১৯৯৯
- মনোভূমি (পত্রিকা) অমিয়ভূষণ বিশেষ সংখ্যা, অমরচন্দ্র কর্মকার,
- স্বতন্ত্র নির্মিতি অমিয়ভূষণ সাহিত্য, রমাপ্রসাদ নাগ, পুস্তক বিপনি, আগস্ট ১৯৯৮
- উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য

স্কুল উন্নয়নের ৫২ লক্ষ টাকা লোপাটের অভিযোগে প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও-ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার বড় স্কুলগুলির মধ্যে অন্যতম বাঁকুড়া ২ নম্বর ব্লকের মগরা হাইস্কুল। এই স্কুলে বিভিন্ন বেনিয়মের অভিযোগ তুলে দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা ও অভিভাবকরা। এবার স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি পদে থাকা ব্লকের তৃণমূল যুব নেতা বুদ্ধদেব শর্মার সঙ্গে যোগসাজশ করে স্কুলের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠল স্কুলের প্রধান শিক্ষক মুকেশ পাত্রর বিরুদ্ধে।

স্থানীয় অভিভাবকদের দাবি, ২০১৯ সাল থেকে ধাপে ধাপে স্কুলের নতুন ক্লাসরুম তৈরি, সীমানা পাঁচিল তৈরি ও পুরনো ভবন সংস্কারের জন্য মোট ৫২ লক্ষ টাকা অনুদান পেয়েছে স্কুলটি। অভিভাবকদের অভিযোগ সেই টাকায় স্কুলের কোনও কাজ না করে পরিচালন সমিতির সঙ্গে যোগসাজশ করে ওই বিপুল পরিমাণ টাকা আত্মসাত করে নিয়েছেন প্রধান শিক্ষক মুকেশ পাত্র। টাকা আত্মসাতের ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে স্কুলে গত তিনবছর ধরে অডিট না করানোর অভিযোগও তোলেন অভিভাবকেরা।

এই অভিযোগ সামনে রেখে মঙ্গলবার বিকেলে অভিভাবকেরা একত্রিত হয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে ওই টাকার হিসাব চাইতে যান। প্রধান শিক্ষক সেই হিসাব দেখাতে না পারায় বিকেল ৩টা থেকে প্রধান শিক্ষক সহ স্কুলের সমস্ত শিক্ষককে ঘেরাও করে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অভিভাবকরা। প্রায় সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত এই বিক্ষোভের জেরে স্কুলেই আটকে থাকেন প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষকরা। ঘটনার খবর পেয়ে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকরা। পরে প্রধান শিক্ষক অসুস্থ বোধ করায় অভিভাবকদের বুঝিয়ে প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করে পুলিশ।

অভিভাবকদের এই বিক্ষোভে রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়ে নিজের মতো করে সাফাই দেন অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক। তাঁর দাবি, কোনও টাকা আত্মসাৎ করা হয়নি। অনুদানের সমস্ত টাকাই স্কুলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রয়েছে। শারিরীক অসুস্থতা ও পারিবারিক সমস্যার কারনেই তিনি ওই টাকা খরচ করতে পারেননি। দ্রুত টেন্ডার করে ওই টাকায় কাজ শুরু করা হবে। বাঁকুড়ার জেলা স্কুল পরিদর্শকের দাবি, ২০১৮ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত দফায় দফায় স্কুলটিকে ৫৪ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছিল। বারেবারে স্কুলকে সেই টাকা খরচ করার কথা বলা হলেও স্কুল সেই টাকা খরচ করেনি। সেই টাকা কোথায় আছে তা খতিয়ে দেখে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এদিকে এই ঘটনায় স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতির দায়িত্বে থাকা বাঁকুড়া দু নম্বর ব্লকের তৃনমূল যুব সভাপতি বুদ্ধদেব শর্মার নাম জড়ানোয় বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর দাবী অভিভাবকদের অভিযোগ সর্বৈব সত্য। অবিলম্বে ওই প্রধান শিক্ষক ও পরিচালন সমিতিকে গ্রেফতার করার দাবী জানিয়েছেন তিনি। তৃনমূল অবশ্য গোটা ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ছায়া দেখছে।

সংশোধনী

মেসার্স জেমাস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড এর ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ এই সংবাদপত্রের ১৯.০৩.২০২৫ সংস্করণে প্রকাশিত অনুযায়ী ক্রম নং ১ এবং ৪ এর নিলাম প্রক্রিয়ার দ্রষ্টব্য নিম্নোক্ত মতে পড়তে হবে ;

নিলাম প্রক্রিয়ার দ্রষ্টব্য :

১. প্রতিটির ক্ষেত্রে অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৮.০৪.২০২৫
ব্লক এ : সকাল ১১.৩০টা থেকে বেলা ১.৩০টা পর্যন্ত
ব্লক বি : দুপুর ২ টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

৪. ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ১৬.০৪.২০২৫ বিকেল ৫টার মধ্যে।

অন্যান্য সকল বিবরণ অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : বসন্ত লোক, বসন্ত বিহার, নিউ দিল্লি - ১১০০৫৭
কর্পোরেট অফিস : সেন্ট্রাম হাউস, বিদ্যানগরী মার্গ, কালিনা, সান্তাক্রুজ (ই), মুম্বই - ৪০০ ০৯৮

দাবি নোটিশ ১৩(২) অধীন

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন ("আইন") এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ("রুলস") সংস্থান অধীনে

ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড ("ব্যাঙ্ক") অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক রুল ৩ এর সাথে পঠিত আইনের ১৩(১২) ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, আইনের ১৩(২) ধারার অধীনে দাবি নোটিশ (গুলি) জারি করেছেন, নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদেরকে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট নোটিশে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। যেহেতু কিছু নোটিশ (গুলি) পোস্টাল মন্তব্য অনুসারে পরিবেশিত হয় না, তাই যে নোটিশ(গুলি) ঋণগ্রহীতাদের কাছে পরিষেবার বিকল্প পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থাৎ সংবাদপত্রে প্রকাশের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট বিস্তারিত	জামিনদত্ত সম্পদ
১	**ঋণগ্রহীতা(গণের) নাম :** **১) নিয়ামুল এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা)** **২) নিয়ামুল হাসান মোল্লা (সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** **৩) নিলুফা বেগম (সহ ঋণগ্রহীতা)** **মঞ্জুরকৃত তারিখ :** ২৭/০৯/২০২৩ **লোন অ্যাকাউন্ট নং :** USFBKOLLOAN000005012809 **ঋণ পরিমাণ :** ১৪,২৩,২৪৩.০০ টাকা। **এন পিএ তারিখ :** ০৪/০৩/২০২৫। **দাবি নোটিশ তারিখ :** ১৫/০৩/২০২৫ (প্রেরিত ১৭/০৩/২০২৫)। **দাবি নোটিশ পরিমাণ :** ১৪,৭২,৯৬১.০৯৮ টাকা ১৫/০৩/২০২৫ অনুযায়ী) এবং সুদ এবং অন্যান্য শুল্ক।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ২.৬২ ডেসিমেল কমবেশি এবং তদস্থিত নির্মাণ দোতলা ভবন, মৌজা : কোমারহাট, জেএল নং ৬৯,আরএস নং ৩, তৌজি নং ২৮৭, দাগ নং ২৩১৫, আরএস খতিয়ান নং ১৫৬, এলআর খতিয়ান নং ৮৭৬/১, ১১৭৫ অবস্থিত হোল্ডিং নং ৪৬০৫ ধপধপি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বারুইপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি নিম্নমতে : **এবং** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ০৩ ডেসিমেল কমবেশি এবং তদস্থিত দোতলা ভবন নির্মাণ মৌজা : কোমারহাট, জেএল নং ৬৯, আরএস নং ৩, তৌজি নং ২৮৭, দাগ নং ২৩১৪, ২৩১৫, ২৩৪০, আরএস খতিয়ান নং ১৫৪, ১৫৬, ধপধপি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বারুইপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি নিম্নরূপ : **চৌহদ্দি (বন্ধকদত্ত নথি অনুযায়ী) :** পূর্বে : ২০ ফুট সড়ক ; পশ্চিমে : কাজি রফিক এর সম্পত্তি ; উত্তরে : শাহনাওয়াজ মন্ডলের সম্পত্তি ; দক্ষিণে : আবদুল কালাম আজাদ এর সম্পত্তি।
২	**ঋণগ্রহীতা(গণের) নাম :** **১) মেসার্স শুভজিৎ শীল (ঋণগ্রহীতা)** **২) শুভজিৎ শীল (সহ ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা)** **৩) সুস্মিতা শীল (সহ ঋণগ্রহীতা)** **৪) মেসার্স শীল অ্যান্ড কোং (সহ ঋণগ্রহীতা)** **৫) মেসার্স শীল অ্যাগ্রো কেমিক্যালস (সহ ঋণগ্রহীতা),** **৬) অনীমা শীল (সহ ঋণগ্রহীতা)** **৭) রুমা শীল (সহ ঋণগ্রহীতা),** **মঞ্জুরকৃত তারিখ :** ২৯/০২/২০২৪, **লোন অ্যাকাউন্ট নং :** USFBKOLLOAN000005016231 **ঋণ পরিমাণ :** ৪৯,৯০,৩৫৫.০০ টাকা, **এনপিএ তারিখ :** ০৪/০৩/২০২৫, **দাবি নোটিশ তারিখ :** ০৮/০৩/২০২৫ (প্রেরিত ১৩/০৩/২০২৫), **দাবি নোটিশ পরিমাণ :** ৫১,৫৫,৫০৪.৪১ টাকা ০৭/০৩/২০২৫ অনুযায়ী) এবং সুদ এবং অন্যান্য শুল্ক।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১১.৭৬ ডেসিমেল কমবেশি এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা : বিরহী, তৌজি নং ১৩, জেএল নং ৪, তৌজি নং ১১৭, আরএস খতিয়ান নং ৮৬৪, এলআর খতিয়ান নং ২০৫৫ এবং ২০৫৬, বর্তমান ২৮৪৩, আরএস দাগ নং ১৩০১ এবং ১৩০০, এলআর দাগ নং ১২৩৩ এবং ১২৩৪ (৭.৫১ ডেসিমেল এবং তদস্থিত নির্মাণ পরিমাণ ১০০ বর্গফুট আরএস দাগ নং ১৩০১, এলআর দাগ নং ১২৩৩ এবং ৪.২৫ ডেসিমেল আরএস নং ১৩০০, এলআর দাগ নং ১২৩৪)। থানা : হরিণঘাটা, স্থানীয় [illegible]
৩	[illegible] লোন অ্যাকাউন্ট নং USFBKOLMSME000000493 [illegible]	[illegible]
৪	[illegible] USFBKOLLOAN000005015350 [illegible] **দাবি নোটিশ পরিমাণ :** ২১,৫১,০০১.৬৬ টাকা ০৭/০৩/২০২৫ অনুযায়ী) এবং সুদ এবং অন্যান্য শুল্ক।	[illegible] সম্পত্তি।

৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উপরোক্ত বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে, নিম্নস্বাক্ষরকারীকে আইনের বিধানের অধীনে উপরোক্ত সুরক্ষিত সম্পদ দ্বারা আদায় করতে বাধ্য করা হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের ধারা ১৩(১৩) অনুযায়ী, আপনি এখানে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদের কোনো লেনদেন বা হস্তান্তর করতে পারবেন না, তা বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনো উপায়ে যাই হোক। এই বিধানের কোন লঙ্ঘন একটি অপরাধ এবং আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য।
ঋণগ্রহীতারা চাইলে দাবি নোটিশের অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে পেতে পারেন এবং অফিসের স্বাভাবিক সময়ে যেকোনো কর্মদিবসে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছ থেকে তা সংগ্রহ করতে পারেন।

স্থান - পশ্চিমবঙ্গ তারিখ - ২০.০৩.২০২৫ **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইউনিটি স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড**

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার কল্যাণী শাখা (৬৪২২০)

বি-৯/১৩৯, সিভিক সেন্টার, সেন্ট্রাল পার্ক, পো. এবং থানা - কল্যাণী, জেলা - নদিয়া - ৭৪১২৩৫ ইমেল : sbi.64220@sbi.co.in

গাড়ীর নিলাম

ব্যাঙ্ক এর কাছে দায়বদ্ধ পুরানো বাজেয়াপ্ত করা গাড়ি/যানগুলি অবাধ নিলামে বিক্রি করা হবে **২৭.০৩.২০২৫ (বৃহস্পতিবার)**। অবাধ নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত এসবিআই, হোম লোন সেন্টার, কল্যাণী শাখা, বি-৯/১৩৯, সিভিক সেন্টার, সেন্ট্রাল পার্ক, পো. এবং থানা - কল্যাণী, জেলা - নদিয়া - ৭৪১২৩৫, যোগাযোগ নং -৬২৯৬৯৩০২৬৪।**

ক্রম. নং	ভেহিকেলের বিবরণ	পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	নির্মাণের বর্ষ	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ টাকায়	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১.	**মেক এবং মডেল : মারুতি ইন্ডিয়া লি., মারুতি বেলেনো জেটা** রেজি. নং : **WB 90J6596**, রেজি. তারিখ : ১৮.০৭.২০২৩, ইঞ্জিন নং : **K12NP4274764**, চেসিস নং **MBHHWB13SPE470280** **মালিকের নাম : দীপঙ্কর ঘোষ**	২৪.০৩.২০২৫ (সোমবার) বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ৪ পর্যন্ত।	২০২৩	১০০০.০০ টাকা	৫,৭২,০০০.০০ টাকা

গাড়িগুলি "**যেখানে যেমন আছে**" এবং "**যা আছে যেমন আছে ভিত্তিতে**" নিলাম করা হবে।
আগ্রহী ক্রেতারা নির্ধারিত ফর্মে তাদের টেন্ডার জমা দেবেন এবং সংরক্ষিত মূল্যের ন্যূনতম ১০ শতাংশ সমপরিমাণ জামানত অর্থ "**এসবিআই এইচএলসি কল্যাণী শাখা**"**র অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেকের মাধ্যমে ২৬.০৩.২০২৫ তারিখ** বিকাল ৩টার মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে জমা দিতে হবে। কোনও নগদ অর্থ গ্রহণ করা হবে না। তাদের যথাযথ মূল পরিচয়পত্র এবং পর্যাপ্ত পরিচয়পত্রের ফটোকপি "বিড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম"-এর সাথে জমা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে আনতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
ক) সফল দরদাতাদের সম্পূর্ণ "বিড" পরিমাণ পরিশোধের পর ব্যাংক থেকে "বিক্রয় শংসাপত্র" ইস্যু করার সময় দুটি রঙিন পাসপোর্টের ছবি আনতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
খ) সংরক্ষিত মূল্যের নিচে দরপত্র বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হবে না।
গ) বিড সম্পন্ন হওয়ার পর, ব্যাংক কেবলমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রে বিক্রয় নিশ্চিত করবে এবং নিলামের তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে লিখিতভাবে তা সফল দরদাতাকে জানানো হবে।
ঘ) ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত সফল দরদাতাকে বিক্রয় নিশ্চিতকরণ পত্র প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৭ দিনের মধ্যে** নিলাম মূল্যের সম্পূর্ণ পরিমাণ **ডিমান্ড ড্রাফ্ট**-এর মাধ্যমে বায়না জমা ব্যতীত ব্যাংকে জমা দিতে হবে। যেকোনো সড়ক কর, বীমা ইত্যাদির মতো আইনগত বকেয়া **ক্রেতা বহন করবে**।
ঙ) ব্যাংক যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা কোনও কারণ না দেখিয়ে নিলাম স্থগিত/মুলতুবি করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন দরদাতাদের দায়িত্ব। দরপত্রের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের পর শাখা গাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সরবরাহ করবে "**এসবিআই এইচএলসি কল্যাণী শাখা**" বা কর্মকর্তা দরদাতাদের নামে গাড়ির চূড়ান্ত নিবন্ধনের জন্য কোনওভাবেই দায়ী নন।

তারিখ : ২০.০৩.২০২৫
স্থান- কল্যাণী, নদিয়া
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই হোম লোন সেন্টার কল্যাণী

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১

দাবি নোটিশ

২০০২ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ।
এতদ্বারা একটি নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূলধন এবং সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন এবং উক্ত সুবিধাগুলি অ-কার্যকর সম্পদে পরিণত হয়েছে। ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় নোটিশগুলি জারি করা হয়েছিল, তবে সেগুলি অকার্যকর করা হয়েছে এবং তাই তাদের এতদ্বারা সাধারণ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে।

ক) ঋণগ্রহীতাগণ খ) জামিনদাতাগণ গ) বন্ধকদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা ঘ) লোন এ/সি নং	লোন/অনুমোদনের সীমা/ প্রাপ্ত পরিমাণ (টাকা)	ক) এনপিএ তারিখ খ) ১৩(২) অধীনে নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	বন্ধকদত্ত সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত
১. **শ্রী অশোক বর্মন (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা শিবপ্রসাদ বর্মন, ঠিকানা : আমতলা ফরতাবাদ, রাজপুর, সোনারপুর (এম), গড়িয়া, পো : রাজপুর, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৮৪, আরও ঠিকানা : সমীরণ ৩, দক্ষিণাত্য কমপ্লেক্স (উ,প দিকে) ৩য়তলে, ফ্ল্যাট নং ২বি, ফুলতলা ২ নং গেট বারুইপুর, পো: ফুলতলা, থানা : বারুইপুর, পিন : ৭৪৩৩৮৭। ২. **শ্রীমতি কাজল বর্মন (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** স্বামী অশোক বর্মন, ঠিকানা : আমতলা ফরতাবাদ, রাজপুর, সোনারপুর (এম), গড়িয়া, পো : রাজপুর, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৮৪ আরও ঠিকানা : সমীরণ ৩, দক্ষিণাত্য কমপ্লেক্স (উ,প দিকে) ৩য়তলে, ফ্ল্যাট নং ২বি, ফুলতলা ২ নং গেট বারুইপুর, পো: ফুলতলা, থানা : বারুইপুর, পিন : ৭৪৩৩৮৭। **অ্যাকাউন্ট নং : ৭৩৪৮৬২২০০৭** **শাখা : সুবুদ্ধিপুর**	সীমা (লাখ টাকায়) ১২.০০	ক) ০৭.০৩.২০২৫ খ) ১৩.০৩.২০২৫	১১,৭৭,৫০৭.০০ টাকা	বন্ধকদত্ত সম্পদ : অ্যাপার্টমেন্ট নং ২বি, ১ বিএইচকে, ৩য়তলে, (উত্তর পশ্চিম দিকে) সংশ্লিষ্ট সকল ফিক্সচার এবং ফিটিংস সহ পরিমাণ আনুমানিক সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫২০ বর্গফুট (১ বেড রুম, ১ ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি) সমীরণ ৩ ভবনে, টাইলসের মেঝে ক্লাস্টার বিল্ডিং এলআইজি জোনের অংশ, কমপ্লেক্স নাম দক্ষিণাত্য নির্মিত জমির পরিমাণ কমবেশি ৪.০২ একর, এলআর প্লট নং ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮২ (অংশ), ৩৮৭ (অংশ), ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯২, ৩৯৩, (অংশ), ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪১০, ৪১১, ৪১৩, এবং ৪১৪, এলআর খতিয়ান নং ৫৫৪ অধীন, বর্তমানে ৯৮৬, রামনগর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বারুইপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য হস্তান্তর দলিল নং১৬০৩১৯১৩৯-২০২২ সালের।

স্থান : কলকাতা তারিখ : ১৩.০৩.২০২৫ **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান

(কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (প.ব.)
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ইমেল : sbi.14817@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	ঋণগ্রহীতা : **সরিস্থা এগ্রি এলএলপি,** অমলা পাড়া বাই লেন, জৈন মন্দির গলি পুরুলিয়া নিটক, পো এবং থানা এবং জেলা : পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ। **অংশীদারগণ : ক) শ্রী রীতেশ আগরওয়ালা,** পিতা শ্রী হরি শঙ্কর আগরওয়ালা, ফ্ল্যাট নং ২এ, টাওয়ার নং ২৭, তিনতলা, জেনেক্স ভ্যালি, ডায়মন্ড হারবার রোড, জোকা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৪। **খ) শ্রী গুঞ্জন আগরওয়ালা,** পিতা শ্রী হরি শঙ্কর আগরওয়ালা, ফ্ল্যাট নং ২এ, টাওয়ার নং ২৭, তিনতলা, জেনেক্স ভ্যালি, ডায়মন্ড হারবার রোড, জোকা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৪। **গ) শ্রী রাহুল সারাওগী,** পিতা স্বরূপ কুমার সারাওগী, সারাওগী হাউস, থানা লেন, ওয়ার্ড নং ১৩, পুরুলিয়া (এমসি), পশ্চিমবঙ্গ -৭২৩১০১।	বসবাসের ফ্ল্যাট সার্ভে নং জেএল নং ২১, ফ্ল্যাট নং ২এ এবং ২এইচ, তিনতলা, টাওয়ার নং ২৭, জেনেক্স ভ্যালি, অবস্থিত ডি এইচ রোড, ঠাকুরপুকুর, মৌজা : জোকা, মোট এরিয়া ২০৩০ বর্গ ফুট কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৪, এবং একটি খোলা কার পার্কিং স্পেস বন্টিত স্লট নং ৪৭০ পরিমাণ ১৩৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া (কমবেশি) **রেজিস্ট্রিকৃত গুঞ্জন আগরওয়ালার নামে উল্লেখ্য দলিল নং ০৫৫৪৭ রেজিস্ট্রিকৃত ০২.০৬.২০১০ তারিখে** (বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৪, পৃষ্ঠা ২৩০২ থেকে ২৩৩৭, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা) এবং **রীতেশ আগরওয়ালা উল্লেখ্য দলিল নং ০৬৪৫৪, রেজিস্ট্রিকৃত ১২.০৭.২০১১ তারিখে** (বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৮, পৃষ্ঠা ৭৪২ থেকে ৭৭৮, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বেহালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা)। **সম্পত্তি ১) গুঞ্জন আগরওয়ালা,** পিতা হরি শঙ্কর আগরওয়ালা এর নামে, ফ্ল্যাট নং ২এ, টাওয়ার ২৭, তিনতলা, জেনেক্স ভ্যালি, ডায়মন্ড হারবার রোড, জোকা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৪। **২) রীতেশ আগরওয়ালা,** পিতা হরি শঙ্কর আগরওয়ালা এর নামে, ফ্ল্যাট নং ২এ, টাওয়ার ২৭, তিনতলা, জেনেক্স ভ্যালি, ডায়মন্ড হারবার রোড, জোকা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১০৪। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রবেশ পথ, সিঁড়ি। দক্ষিণে : খোলা জায়গা; পূর্বে : ফ্ল্যাট নং বি এবং সি, ৩য় তলে, টাওয়ার ২৭; পশ্চিমে : ফ্ল্যাট নং এফ এবং জি, ৩য়তলে, টাওয়ার ২৭।	১) ০৫.০৬.২০২৪ ২) ১৭.০৩.২০২৫ ৩) ৪,০০,৭৯,২৮০.০০ টাকা (চার কোটি উনআশি হাজার দুশো আশি টাকা) টাকা এবং ০২.০৬.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ

দ্রষ্টব্য ১ - ব্যাঙ্ক কর্তৃক আইনের ১৩(৪) ধারা এবং রুল ৮(১) অধীনে ইস্যুকৃত পূর্বের সকল নোটিশ অব্যবহিতভাবে খারিজ এবং বাতিল করা হল।
দ্রষ্টব্য ২ - ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ১৭.০৩.২০২৫
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া — কাজলাগড় শাখা

গ্রাম - তিথিবারি, পো. কিসমত ব্রজকুল কাজলাগড়, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২১ ৬৫৫

দাবি নোটিশ

প্রতি
ঋণগ্রহীতা : শ্রী গৌতম দাস, পিতা শ্রী দুখা রাজ দাস, ঠিকানা : গ্রাম : নারায়ণদাড়ি, পো : নারায়ণদাড়ি, থানা : ভগবানপুর, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬৫৫, পশ্চিমবঙ্গ।
জামিনদাতা : শ্রী দুখা রাজ দাস, ঠিকানা : গ্রাম : নারায়ণদাড়ি, পো : নারায়ণদাড়ি, থানা : ভগবানপুর, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৬৫৫, পশ্চিমবঙ্গ।
মহাশয়/মহাশয়া
বিষয়- ২০০২ সালের (সারফেসি) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের প্রতি দাবি নোটিশ।
নিম্নস্বাক্ষরকারী চিফ ম্যানেজারের পদাধিকার বলে **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (পরবর্তীতে সারফেসি আইন হিসেবে উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত হিসেবে) নিম্নোক্ত মতে আপনাদের নোটিশ ইস্যু করেছেন -
আপনারা অবগত আছেন আপনাদের অনুরোধক্রমে **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া** (পরবর্তীতে 'ব্যাঙ্ক' হিসেবে উল্লিখিত, **কাজলাগড় শাখার** মাধ্যমে, নিম্নোক্ত শিডিউলের কলম ২ থেকে ৩ অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।
উক্ত আর্থিক সহায়তা অনুমোদিত হয় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ব্যাঙ্কের অনুকূলে জামিন প্রদত্ত চুক্তি সম্পাদনের, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জামিন নথি বিস্তারিত/শিডিউল 'বি' এবং সম্পত্তির বিস্তারিত অনুযায়ী।
আপনারা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করেননি এবং ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া প্রদানও করেননি সংশ্লিষ্ট অনুমোদনের নিয়ম অনুযায়ী, ফলে আপনাদের অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে **১২.০২.২০২৫ তারিখ** থেকে শ্রেণিভুক্ত হয়েছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সময়ে সময়ে সংশোধিত ইস্যুকৃত নির্দেশ অনুযায়ী। আপনাদের বার বার ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপনারা ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।
সংশ্লিষ্ট বকেয়ার বিস্তারিত সুবিধা যা কলম ৪ থেকে ৯-শিডিউল এ-তে বর্ণিত রয়েছে। মোট বকেয়া পরিমাণ বিভিন্ন আর্থিক সুবিধার অধীনে যা কলম ৪ থেকে ৯-এর শিডিউল এ-তে বর্ণিত, **৪,৫৮,৪৮৭ টাকা** যা আপনারা পরিশোধে সমুদয় পরিমাণ ব্যর্থ হয়েছেন।
ফলে আপনাদের সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে সমুদয় বকেয়া পরিমাণ **৪,৫৮,৪৮৭ টাকা** এবং পরবর্তী সুদ প্রযোজ্য হারে সুদ শিডিউল এ-তে বর্ণিত মতে ২৪.০২.২০২৫ তারিখ থেকে সম্পূর্ণ তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ, অন্যান্য শুল্ক আদায় হওয়া সাপেক্ষে চুক্তি মোতাবেক আইন অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
আপনারা ব্যাঙ্কের মোট বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক সারফেসি আইনের এবং সংশ্লিষ্ট রুল সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যা আপনাদের আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
[illegible]

শিডিউল - 'এ'
অনুমোদিত আর্থিক সুবিধাদির বিস্তারিত এবং গৃহীত এবং বকেয়া পরিমাণের বিস্তারিত

১.	অনুমোদিত আর্থিক সুবিধার ধরণ এবং গৃহীত	সেন্ট ট্রেড ওডি, ১৮/১২/১৮
২.	অনুমোদিত আর্থিক সুবিধা পরিমাণ	(৪,৫০,০০০ টাকা)
৩.	নোটিশের তারিখ অনুযায়ী লেজার বকেয়া অবশিষ্ট মোট পরিমাণ	৪,৪৪,৭৩৭.৩২ টাকা
৪.	লেজারে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ ধার্য	৩১.০১.২০২৫
৫.	[illegible]	১৩,৭৪৭.০০ টাকা নোটিশ তারিখ ২৪.০২.২০২৫
৬.	[illegible]	১০.৩০ শতাংশ
৭.	[illegible]	নেই
৮.	তাৎক্ষণিক ব্যয়, চার্জ এবং, যদি কিছু থাকে, অনুমোদিত আইন/নিয়ম অনুযায়ী	প্রযোজ্য নয়
৯.	নোটিশের তারিখ পর্যন্ত মোট বকেয়া পরিমাণ	৪,৫৮,৪৮৭ টাকা

শিডিউল - 'বি'
[illegible]

ক্রম	নথির নাম
১.	রেজি. **বিক্রয় দলিল নং ৬৬৮-২০১১ সালের তাং ০৯.০২.২০১১** রেজি. এডিএসআর-ভগবানপুর।
২.	রেজি. **বিক্রয় দলিল নং ৪৭৮৪-২০১২ সালের তাং ২২.০৮.২০১২** রেজি. এডিএসআর-ভগবানপুর।

তপশিল - 'সি'
(জামিনদত্ত সম্পদ/বন্ধকদত্ত সম্পত্তি/দায়বদ্ধ দ্রব্যাদির বিবরণের বিস্তারিত)
স্থাবর সম্পদ :
১) রেজি. **বিক্রয় দলিল নং ৬৬৮-২০১১ সালের তাং ০৯.০২.২০১১,** রেজি. এডিএসআর-ভগবানপুর, **দুখরাজ দাস,** পিতা প্রয়াত [illegible]
২) রেজি. **বিক্রয় দলিল নং ৪৭৮৪-২০১২ সালের তাং ২২.০৮.২০১২,** রেজি. এডিএসআর -ভগবানপুর, **দুখরাজ দাস,** পিতা প্রয়াত [illegible]
এনপিএ তারিখ : ৪০০০০৬০১২৯৭৩

ব্রজেশ কুমার (চিফ ম্যানেজার)
অনুমোদিত অফিসার, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
তারিখ : ২৮.০২.২০২৫

Karur Vysya Bank

আশীর্বাদ, ধারসা বিবেক ভিল, পো-জিআইপি কলোনি, জগাছা, হাওড়া : ৭১১১১২
ফোন :৮৩৩৬৯৭২৮৫২/৯৭৩২১৭৯৫৭৬
ল্যান্ড লাইন : ০৩৩-২৫৬৭৬২৭২/৮২

রত্ন লোন নিলাম

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	লোন তারিখ	মোট ওজন (গ্রামে)
১.	৩১০৫৯৫১০০০০০৪১২৪	সোমা শ্রীমানি ঠিকানা - ধারসা পাল পাড়া, জিআইপি কলোনি, জগাছা হাওড়া - ৭১১১১২	০৭.১২.২০২৩	৮৫.০৮
২	২৩১০৫৯৫১০০০০০৪২২১	বিশ্বজিৎ ধর ঠিকানা - উত্তর জগাছা হাওড়া - ৭১১১১২	১৯.০১.২০২৪	৭.৫২

নিলামের তারিখ : ২৯ মার্চ ২০২৫ **সময় :** দুপুর ৩ টা থেকে বিকে ৪টা পর্যন্ত
নিলামের স্থান : কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক, আশীর্বাদ, ধারসা বিবেক ভিল, পো-জিআইপি কলোনি, জগাছা, হাওড়া : ৭১১১১২, ফোন :৮৩৩৬৯৭২৮৫২/৯৭৩২১৭৯৫৭৬, ল্যান্ড লাইন : ০৩৩-২৫৬৭৬২৭২/৮২।
দ্রষ্টব্য : নিলামের তারিখে ক্রেতা পাওয়া না গেলে পরবর্তী কাজের দিন নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।

স্থান : জগাছা
তারিখ : ১৯.০৩.২০২৫
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি
ম্যানেজার-ব্রাঞ্চ হেড

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)

বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট, নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পোস্ট-হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৬১। ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **১৮.১২.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী সঞ্জয় কুমার চৌধুরীর পিতা- প্রয়াত বলাই চন্দ্র চৌধুরী এবং শ্রীমতী শ্রাবণী চৌধুরী স্বামী- শ্রী সঞ্জয় কুমার চৌধুরী, ফ্ল্যাট-সি, চতুর্থ ফ্লোর, দক্ষিণ পশ্চিম কর্নার, বিপাশা অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং ১৮৮/১ ওল্ড ক্যালকাটা রোড, ওয়ার্ড নং ১২, থানা টিটাগড়, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা - ৭০০১২৩ এবং ওহিও হসপিটাল অ্যান্ড মেডিকেল সেন্টার, ডিজি-৬ নিউ টাউন রাজারহাট, নিউটাউন থানার কাছে, কলকাতা ৭০০১৫৬** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **২৬,২৭,০৪৬.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ সাতাশ হাজার ছেচল্লিশ টাকা মাত্র) ১৮.১২.২০২৪ অনুযায়ী** এবং তৎসহ হালনাগাদ ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ ও ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৯ মার্চ, ২০২৫** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে **২৬,২৭,০৪৬.০০ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ সাতাশ হাজার ছেচল্লিশ টাকা মাত্র) ১৮.১২.২০২৪ অনুযায়ী** এবং হালনাগাদ পর্যন্ত চার্জ না করা সুদ এবং মূল্য এবং আনুষঙ্গিক খরচ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্বত্ব দলিল বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের **ফ্ল্যাট নং "সি"**, পঞ্চমতলে, দক্ষিণ পশ্চিম কোনে বহুতল ভবনে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **১০৪২.২৭ বর্গফুট** কমবেশি , দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন, দুই টয়লেট, দুই ব্যালকনি, মার্বেল মেঝে এবং লিফট ব্যতীত অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য যথাযথ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। উক্ত ফ্ল্যাট মোট বাস্তু জমি পরিমাণ এরিয়া আনুমানিক ৫ কাঠা ৮ বর্গফুট কমবেশি, অবস্থিত মৌজা চানক, জেএল নং ৪, আরএস নং ৩৯, তৌজি নং ২৯৯৮, আরএস খতিয়ান নং ২৮৯২, ২৮৯৩, আরএস দাগ নং ৭৪৩৬, ৭৪৩৭, থানা : টিটাগড়, কলকাতা : ৭০০১২৩স ওয়ার্ড নং ১২, বারাকপুর পুরসভা অধীন, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার বারাসত, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা।
স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫০৫-২০২১, পৃষ্ঠা ৫২২৫০ থেকে ৫২২৮৪, দলিল নং ১৫০৫০১১৩৭-২০২১ সালের।
সম্পত্তি শ্রী সঞ্জয় কুমার চৌধুরী, পিতা প্রয়াত বলাই চন্দ্র চৌধুরী এবং শ্রীমতি সর্বাণী চৌধুরী স্বামী শ্রী সঞ্জয় কুমার চৌধুরীর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ওল্ড ক্যালকাটা রোড; **দক্ষিণে :** পুরসভা প্লট এবং অশোক রায় এর জমি; **পূর্বে :** পুরসভার জমি এবং চলার পথ; **পশ্চিমে :** ১০'-০০" চওড়া সাধারণ চলার পথ।

তারিখ : ১৯.০৩.২০২৫
স্থান : রাজারহাট
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

রাজারহাট শাখা
আত্মানন্দ ভবন, ২য় তল, নইপুকুর, রাজারহাট রোড, কলকাতা - ৭০০১৩৫

সমীর দাস তারিখ : ০৫.০২.২০২৫
পিতা খোকন দাস
আশা কুঞ্জ, ২য় তল, ফ্ল্যাট নং - ২০১, মৌজা - ভাতেন্দ্র
কালীবাড়ি রোড, পো. এবং থানা - রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৩৫
মহাশয়/মহাশয়া

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. আপনাদের অনুরোধক্রমে ব্যাঙ্ক কর্তৃক বিভিন্ন ঋণসুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে যার মোট পরিমাণ **১৭,০০,০০০ টাকা**। আমরা বিভিন্ন ঋণসুবিধাদির বিস্তারিত নিম্নোক্ত মতে উল্লেখ করছি এবং বকেয়া পরিমাণ এবং নোটিশে তারিখ :-

সুবিধা	অ্যাকাউন্ট নং	সীমা	লেজার ও/এস এবং সুদ ৫/০২/২০২৫ পর্যন্ত
হোম লোন	৪৩৮২৭৫১১০০০০০৬৬	১৭,০০,০০০ টাকা	১৬,৬১,০৯০.৮৫ + ১৬৪৩০.৮৬ = মোট : ১৬,৭৭,৫২১.৭১ টাকা

২. ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত ঋণ সুবিধাদি নিম্নোক্ত সম্পদ/জামিন (ব্যাঙ্কের নিকট সম্পত্তি/সম্পদের বিস্তারিত দাখিলকৃত) অধীনে:-

সুবিধা	সীমা	কর্তৃপক্ষ এবং তারিখ	জামিন বিস্তারিত	অবশিষ্ট বকেয়া ও/এস
হোম লোন	১৭০০০০০.০০	বিএম তাং ২৯.০৬.২০১৮	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের সম্পত্তি আশা কুঞ্জ, ২য়তল, ফ্ল্যাট নং ২০১,মৌজা : ভাতেন্দ্রা, জেএল নং ২৮, আরএস ৫০, তৌজি নং ২৯৯৮, বর্তমানে ১, পরগনা-কলিকাতা, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৩০, সিএস খতিয়ান নং ২৩৪, এলআর খতিয়ান নং ২৬৮৬, ২৬৮৭, ২৬৮৪, ২৬৮৫ এবং ২৬৮৩, থানা : [illegible]	১৬,৭৭,৫২১.৭১ টাকা

[illegible]

তারিখ : ০৫.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা
স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

৪র্থ সিভিল জজ আদালতে (সিনিয়র ডিভিশন) আলিপুর

স্বত্ব মামলা নং ১৮৮২৫-২০১৩ সালের (ক্রম নং ৭৫-২০১৩ সালের)

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া : ১৯৫৫ সালের স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া আইন অধীনে গঠিত একটি কর্পোরেট বডি, স্থানীয় প্রধান কার্যালয় ‘‘সমৃদ্ধি ভবন’’, ১ স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা : ৭০০০০১ এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পিকনিক গার্ডেন শাখা ২৩২/৩, পিকনিক গার্ডেন রোড, থানা - তিলজলা, কলকাতা - ৭০০০৩৯ ঠিকানায় ব্যবসা পরিচালিত এবং তার অ্যাকাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণ অফিস স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ ‘‘আরাধনা বিল্ডিং’’ ৪র্থ তল, ২/১, রাসেল স্ট্রিট, থানা - শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১ ঠিকানা থেকে।

...........আবেদনকারী

বনাম

শেখ আসলাম, পিতা প্রয়াত শেখ বাসু, সাকিন ৫-ডব্লিউ, সাপগাছি, ফার্স্ট লেন, থানা - তিলজলা, কলকাতা - ৭০০০৩৯

......বিবাদী

অনুগ্রহ করে অবগত হোন এই নোটিশ মারফত যে আবেদনকারী আপনাদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছেন ১,৫৯,৮৮৯.০০ টাকা দাবির সপক্ষে ডিক্রির জন্য এবং আপনাদের ২৩ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে এই আদালত সমীপে স্বয়ং বা যথাযথভাবে অনুমোদিত এবং তথ্য অবগত আইনজীবী মারফত বা সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম ব্যক্তি দ্বারা দুপুর ১২টায় হাজির হয়ে দাবির বিষযে দাবি সম্পর্কিত সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট মামলায় হাজির হওয়ার জন্য সমন জারি করা হচ্ছে এবং আরও আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে আপনাদের সপক্ষে বক্তব্য লিখিত বিবৃতির আকারে দাখিল করতে উক্ত তারিখে এবং আপনাদের হেফাজতে থাকা যাবতীয় নথি বা ক্ষমতাদত্ত এর নথি যা দ্বারা সপক্ষ সমর্থন বা দাবির বিষয়ে বিরোধিতা বা দাবির বিরুদ্ধে বক্তব্য পেশের জন্য, এবং যা নথির উপর আপনারা নির্ভর করেন যা সপক্ষ সমর্থনের সহায়ক বা দাবির বিরুদ্ধে বা বিপরীতে দাবি, যা আপনাদের দ্বারা সম্পাদিত নথি এমন তালিকা সংযুক্ত করে লিখিত বিবৃতির সঙ্গে দাখিল করতে।

আরও অবগত হোন যে, আদালত সমীপে আপনাদের অনুপস্থিতির কারণে সংশ্লিষ্ট দিনে মামলার শুনানি হবে এবং আপনাদের অনুপস্থিতিতেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

তারিখ : ১৭.০৩.২০২৫

স্বা/-
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (সিনি. ডিভি.)
৪র্থ আদালত, আলিপুর
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

পচাগলা দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: রেল লাইনের ধার থেকে এক ব্যক্তির পচাগলা দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে ব্যান্ডেল কাটোয়া রেল শাখায় গুপ্তিপাড়া এবং অম্বিকা কালনা রেল স্টেশনের মাঝে সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরের কাছাকাছি রেল লাইনের ধারে। বুধবার দুপুরে রেল লাইনের ধারে জঙ্গলের মধ্যে থেকে পচা দুর্গন্ধ পায় এলাকার মানুষ। এরপরেই এলাকার মানুষ উঁকি মেরে ১ ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে। খবর দেওয়া হয় কালনা থানার পুলিশকে।খবর পেয়ে কালনা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে কালনা মহাকুমা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃতদেহ দেখে পুলিশের অনুমান তাঁর বয়স আনুমানিক ৪০ থেকে ৪২ বছর হলেও মৃত ওই ব্যক্তির কোনও পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ। তবে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় সকলের মনে সন্দেহের দানা বেঁধেছে। কী ভাবে ওই মৃতদেহ ঝোঁপ জঙ্গলের মধ্যে এল সেই নিয়ে সন্দেহ এলাকার মানুষের। জঙ্গলের মধ্যে থেকে দেহ উদ্ধার হলেও তার পায়ের জুতো পড়েছিল বেশ কিছুটা দূরে। কী করে তাঁর মৃত্যু হয়েছে জানতে তদন্তে নেমেছে কালনা থানার পুলিশ।

শ্রীবাস অঙ্গন আখড়া বাড়ির উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চম দোল উপলক্ষ্যে মহোৎসবে বাউলগান অনুষ্ঠিত হলো শান্তিনিকেতনের ফুলডাঙায়।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ বাস্তবায়িত, টাকা বরাদ্দ সন্দেশখালি গ্রামীণ হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: আবারও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ীত হল। সন্দেশখালি গ্রামীণ হাসপাতালে সার্বিক উন্নয়ন ও বেড বাড়ানোর জন্য অর্থ বরাদ্দ করলো রাজ্য সরকার। সন্দেশখালি গ্রামীণ হাসপাতালের জন্য ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হল। টাকা বরাদ্দ হতেই খুশির হাওয়া সন্দেশখালি জুড়ে। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি সন্দেশখালির মানুষ।

২০২৪ এ ডিসেম্বর মাসে সন্দেশখালি গিয়ে মানুষের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে সেখানকার গ্রামীণ হাসপতালের উন্নতির কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। সেই মত এই হাসপতালের উন্নতির জন্য ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করলো রাজ্য সরকার। ফলে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহাকুমার সন্দেশখালি গ্রামীণ হাসপতালের সার্বিক উন্নয়নের কাজ শুরু হতে চলেছে। সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মত ৩০ শয্যার হাসপাতালে বেড সংখ্যা বেড়ে হবে ৬০। এই হাসপাতালে এবার থেকে সিজারের ব্যাবস্থা করা হচ্ছে। মিলবে চিকিৎসক। সন্দেশখালি সহ আশেপাশে মানুষ পাবে উন্নয়ত স্বাস্থ্য পরিষেবার।

সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মহাতকে চিঠি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। চিঠিতে বিধায়ককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে হাসপতালের উন্নতির জন্য সরকারের এই বরাদ্দ কথা তুলে ধরে মানুষের কাছে প্রচার করতে। সোমবার টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করায় খুশি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক থেকে সাধারণ মানুষ। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি যে তা রাখেন তা আবারও প্রমানিত হল। সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জে সহ সুন্দরবনের একটি বড় অংশের মানুষ এই গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার দিচ্ছেন। এবার সেই তালিকায় সন্দেশখালির নামও জুড়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী তথা আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দেশখালির মানুষের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’

নওশাদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা না শুনলে পীর সাহেব পরিবারের কাউকে ভাঙড়েই দাঁড় করাবেন : ত্বহা সিদ্দিকি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ত্বহা সিদ্দিকি বলেন, ‘আমার মনে হচ্ছে নওশাদকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনতে হবে। যা বলবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই শুনতে হবে। আর যদি না শোনে আমার মনে হচ্ছে পীর সাহেব পরিবারের কোনও একজনকে ভাঙড়েই দাঁড় করাবেন উনি।’ বঙ্গ রাজনীতিতে আপাতত অন্যতম চর্চার বিষয় ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক তৃণমূলে যোগ দেবেন কি না। কারণ, ইতিমধ্যেই এই নিয়ে মুখ খুলেছেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকি। তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে সিট হাতাতে চাইছেন নওশাদ। আর এবার আইএসএফ বিধায়ককে নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করলেন ত্বহা। যদিও এই বিষয়ে নওশাদের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, ২০২১-এর নির্বাচনে ভাঙড় বিধানসভায় তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছিলেন মহম্মদ রেজাউল করিম। তাঁকে পরাজিত করে জয়ী হন নওশাদ সিদ্দিকি। আসন হারায় তৃণমূল। ফলত, আগামী ছাব্বিশের নির্বাচনে হারানো আসন পুনরুদ্ধারে মরিয়া শাসকদল। আর এরই মধ্যে বঙ্গ রাজনীতিতে জল্পনা নওশাদের তৃণমূলের যোগদান নিয়ে। যদিও, সমস্ত বিতর্ক আগেই খারিজ করেছেন আইএসএফ বিধায়ক। পরিষ্কার জানিয়েছেন, তাঁকে জেল খাটিয়েছে শাসকদল। ফলে তৃণমূলে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, উত্তর রায়পুর শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘যা আছে তা আছে’’** এবং **‘‘সেখানে যা কিছু আছে’’** ভিত্তিতে **০৭.০৪.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, উত্তর রায়পুর শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া **১০,৭৫,৮২২.০০ টাকা** (দশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আটশো বাইশ টাকা মাত্র) **১৪.০৫.২০২৪** অনুযায়ী সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর খরচ পুনরুদ্ধারের জন্য **শ্রী সমর হরিজন (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),** পিতা- বসন্ত হরিজন ও **শ্রীমতী সাগতা সরকার (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),** পিতা- দেবাশীষ সরকার, ১৩২ এম.জি. রোড, থানা - বজবজ, কলকাতা -৭০০ ১৩৭. **এছাড়াও এখানে-** ফ্ল্যাট নং এ-১, ১ম ফ্লোর (পশ্চিম দিকে), ওয়েস্ট অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং সি-১০-৫৫ / নিউ দৌলতপুর রোড বাই লেন-১, পোস্ট - বিবেকানন্দ পল্লী, থানা - মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০ ১৩৯, দক্ষিণ ২৪ পরগনা -এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. শ্রী সমর হরিজন (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),** পিতা- বসন্ত হরিজন **২. শ্রীমতী সাগত সরকার (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),** পিতা- দেবাশীষ সরকার **৩. শ্রীমতী বিরাজ হরিজন (জামিনদার),** স্বামী- বসন্ত হরিজন **সবারই ঠিকানা-** ১৩২ এম.জি. রোড, থানা - বজবজ, কলকাতা -৭০০ ১৩৭. এছাড়াও এখানে- ফ্ল্যাট নং এ-১, ১ম ফ্লোর (পশ্চিম দিকে), ওয়েস্ট অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং সি-১০-৫৫ / নিউ দৌলতপুর রোড বাই লেন-১, পোস্ট - বিবেকানন্দ পল্লী, থানা - মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০ ১৩৯, দক্ষিণ ২৪ পরগনা **৪. শ্রীমতী রিনা সরকার (জামিনদার),** স্বামী- দেবাশীষ সরকার বিধান সরণি, থানা - মধ্যমগ্রাম, কলকাতা- ৭০০ ১২৯. **এছাড়াও এখানে-** ফ্ল্যাট নং এ-১, ১ম ফ্লোর (পশ্চিম দিকে), ওয়েস্ট অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং সি-১০-৫৫ / নিউ দৌলতপুর রোড বাই লেন-১, পোস্ট - বিবেকানন্দ পল্লী, থানা - মহেশতলা, কলকাতা - ৭০০ ১৩৯, দক্ষিণ ২৪ পরগনা **খ) উত্তর রায়পুর শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এ-১, পরিমাণ ৭৩৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি , দুই বেড রুম,এক ড্রইং/ডাইনিং , এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লুসি এবং এক বারান্দা, পশ্চিম দিকে দোতলায় তিনতলা ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা কমবেশি এবং তিনতলা বসবাসের ভবনের অবিভক্ত অংশের যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত মৌজা : দৌলতপুর, জেএল নং ১৯, পরগনা : বালিয়া, আরএস নং ৪২, তৌজি নং ১৫২১, দাগ নং ৬৬, সাবেক খতিয়ান নং ৫৩৭, হাল খতিয়ান নং ৩২৫৭, মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩০ অধীন, হোল্ডিং নং সি১০-৫৫/নিউ দৌলতপুর, বাই লেন-১, থানা : মহেশতলা, দলিল নং ১৬০২০৩০৫৬-২০১৭ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর-২, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা,নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০২-২০১৭, পৃষ্ঠা ৮৫৮৭২ থেকে ৮৫৯০৬, **শ্রী সমর হরিজন এবং শ্রীমতি সাগতা সরকারের নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : এস মুখার্জি এবং অন্যান্যর জমি এবং ভবন, দক্ষিণে : ১০' চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : মৈনাক ঘোষ এবং অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে : ৮'-২" চওড়া সাধারণ চলার পথ।	**১০,৭৫,৮২২.০০ টাকা** (দশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার আটশো বাইশ টাকা মাত্র) **১৪.০৫.২০২৪** অনুযায়ী সেইসঙ্গে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং তার উপর খরচ	**ক) ১৪,৪৫,০০০.০০ টাকা (*)** (চোদ্দো লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৪৪,৫০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ ও সময়ে বা তার আগে জমা দিতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50378112985** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান এবং পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উপরে বর্ণিত সম্পত্তিতে কোনও দায়বদ্ধতা নেই।** **চ) প্রতীকী দখল**

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ২০.০৩.২০২৫ থেকে ০৬.০৪.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ০৭.০৪.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**

দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১৪.০২.২০২৫ / স্থান : কলকাতা — **অনুমোদিত অফিসার / ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

ফর্ম নং. ইউআরসি-২

আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস,২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট ,২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, এখন থেকে পনের দিন পরে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রেজিস্ট্রর, **সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসার, গুরগাঁও, হরিয়ানা, ভারত, ১২২০৫০** -এর কাছে, যে মেসার্স আমিল অ্যান্ড কোং, একটি অংশীদারী সংস্থা কোম্পানি এক্ট ২০১৩ -এর অধ্যায় XXI -এর ১ম অংশ এর অধীনে শেয়ার দ্বারা একটি লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে।

২. কোম্পানির প্রধান বিষয়গুলি নিম্নরূপ:

ক. ঠিকাদার, বিল্ডার, নগর পরিকল্পনাকারী, অবকাঠামো উন্নয়নকারী, এস্টেট ডেভেলপার এবং ইঞ্জিনিয়ার ভূমি উন্নয়নকারী, ভূমি স্কেপার, এস্টেট এজেন্ট, স্থাবর সম্পত্তি বিক্রেতাদের ব্যবসা পরিচালনা করা এবং জমি, ভবন, সিভিল ওয়ার্ক, যেকোনো মালিকানা বা স্বার্থের স্থাবর সম্পত্তি অর্জন, ক্রয়, ভাড়া বা অন্যথায় করা এবং কোম্পানির জমিতে বা কোম্পানির মালিকানাধীন বা না থাকা অন্য যেকোনো জমি বা স্থাবর সম্পত্তিতে গুদাম, বাড়ি, ফ্ল্যাট, বাংলো, কোঠি বা সিভিল ওয়ার্ক নির্মাণ ও নির্মাণ করা এবং ভারতে বা বিদেশে কোম্পানির সম্পত্তি বা অন্য যেকোনো স্থাবর সম্পত্তি ভেঙে ফেলা, পুনর্নির্মাণ, সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা এবং পরিচালনা ও উন্নয়ন করা।

খ. লজিস্টিক এবং গুদাম পরিষেবা সম্পর্কিত সুবিধা সহ সকল ধরণের অবকাঠামোগত সুবিধা নির্মাণ, তৈরি, পরিচালনা, উন্নয়ন, উন্নয়ন, পরিবর্তন, ভাড়া, রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবসা পরিচালনা করা, অর্থাৎ নিজস্বভাবে বা বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ, যৌথ উদ্যোগ ইত্যাদির মাধ্যমে নির্মাণ, বিকাশ, পরিচালনা, সনদ, পরিচালনা, চুক্তি, উন্নয়ন, পরিচালনা, মালিকানা, পরিচালনা, পরিচালনা, চলমান প্রকল্প বা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুবিধা সহ এবং স্থল, আকাশ, জল এবং মহাকাশে এর সমস্ত শাখায় পণ্য পরিবহনের জন্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল রুট এবং লাইনে, বাল্ক এবং কন্টেইনার, জিনিসপত্র, বা ভারী এবং অতিমাত্রিক কার্গো সহ সকল পদ্ধতিতে পণ্য পরিবহনের জন্য, সকল ধরণের বহন এবং অন্যান্য সম্পর্কিত কার্যক্রমের মাধ্যমে। ভারতীয় এবং বিদেশী কোম্পানি, ফার্ম, ব্যক্তি, রাজ্য এবং অন্যান্য সংস্থা কর্পোরেটদের প্রতিনিধি, এজেন্ট, সাব এজেন্ট, কমিশন এজেন্ট হিসাবে কাজ করা।

গ. কোনও জমি, জমির প্লট(গুলি) বা স্থাবর সম্পত্তি বা তাতে কোনও অধিকার বা স্বার্থ এককভাবে বা যৌথভাবে অথবা কোনও ব্যক্তি(দের) বা সংস্থা বা অংশীদারিত্বের সাথে অংশীদারিত্বে ক্রয় করার জন্য এবং উপরে উল্লিখিত হিসাবে আবাসিক, বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স বা কমপ্লেক্স(গুলি) এককভাবে বা যৌথভাবে অথবা অংশীদারিত্বে বিকাশ ও নির্মাণ করার জন্য, বিক্রয় বা স্ব-ব্যবহারের জন্য অফিসগুলি নিয়ে গঠিত অথবা এই ধরনের ভবন(গুলি) -তে গঠিত পৃথক ইউনিটগুলি বিক্রি করে ভাড়া আয় উপার্জনের জন্য।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংস্থার নিবন্ধগুলির একটি অনুলিপি ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৬৯-এ অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, **সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসার, গুরগাঁও, হরিয়ানা, ভারত, ১২২০৫০** এবং/অথবা ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৬৯ -এ জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

আবেদনকারীর নাম (গুলি)
১. রাজ গোয়েঙ্কা
২. রাজীব গোয়েঙ্কা

তারিখ: ১৯/০৩/২০২৫

ফর্ম নং. ইউআরসি-২

আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস,২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট ,২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, এখন থেকে পনের দিন পরে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রেজিস্ট্রর, **সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসার, গুরগাঁও, হরিয়ানা, ভারত, ১২২০৫০** -এর কাছে, যে মেসার্স মায়াপুর অ্যান্ড কোং, একটি অংশীদারী সংস্থা কোম্পানি এক্ট ২০১৩ -এর অধ্যায় XXI -এর ১ম অংশ এর অধীনে শেয়ার দ্বারা একটি লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হতে পারে।

২. কোম্পানির প্রধান বিষয়গুলি নিম্নরূপ:

ক. ঠিকাদার, বিল্ডার, নগর পরিকল্পনাকারী, অবকাঠামো উন্নয়নকারী, এস্টেট ডেভেলপার এবং ইঞ্জিনিয়ার ভূমি উন্নয়নকারী, ভূমি স্কেপার, এস্টেট এজেন্ট, স্থাবর সম্পত্তি বিক্রেতাদের ব্যবসা পরিচালনা করা এবং জমি, ভবন, সিভিল ওয়ার্ক, যেকোনো মালিকানা বা স্বার্থের স্থাবর সম্পত্তি অর্জন, ক্রয়, ভাড়া বা অন্যথায় করা এবং কোম্পানির জমিতে বা কোম্পানির মালিকানাধীন বা না থাকা অন্য যেকোনো জমি বা স্থাবর সম্পত্তিতে গুদাম, বাড়ি, ফ্ল্যাট, বাংলো, কোঠি বা সিভিল ওয়ার্ক নির্মাণ ও নির্মাণ করা এবং ভারতে বা বিদেশে কোম্পানির সম্পত্তি বা অন্য যেকোনো স্থাবর সম্পত্তি ভেঙে ফেলা, পুনর্নির্মাণ, সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা এবং পরিচালনা ও উন্নয়ন করা।

খ. লজিস্টিক এবং গুদাম পরিষেবা সম্পর্কিত সুবিধা সহ সকল ধরণের অবকাঠামোগত সুবিধা নির্মাণ, তৈরি, পরিচালনা, উন্নয়ন, উন্নয়ন, পরিবর্তন, ভাড়া, রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবসা পরিচালনা করা, অর্থাৎ নিজস্বভাবে বা বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ, যৌথ উদ্যোগ ইত্যাদির মাধ্যমে নির্মাণ, বিকাশ, পরিচালনা, সনদ, পরিচালনা, চুক্তি, উন্নয়ন, পরিচালনা, মালিকানা, পরিচালনা, পরিচালনা, চলমান প্রকল্প বা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুবিধা সহ এবং স্থল, আকাশ, জল এবং মহাকাশে এর সমস্ত শাখায় পণ্য পরিবহনের জন্য, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল রুট এবং লাইনে, বাল্ক এবং কন্টেইনার, জিনিসপত্র, বা ভারী এবং অতিমাত্রিক কার্গো সহ সকল পদ্ধতিতে পণ্য পরিবহনের জন্য, সকল ধরণের বহন এবং অন্যান্য সম্পর্কিত কার্যক্রমের মাধ্যমে। ভারতীয় এবং বিদেশী কোম্পানি, ফার্ম, ব্যক্তি, রাজ্য এবং অন্যান্য সংস্থা কর্পোরেটদের প্রতিনিধি, এজেন্ট, সাব এজেন্ট, কমিশন এজেন্ট হিসাবে কাজ করা।

গ. কোনও জমি, জমির প্লট(গুলি) বা স্থাবর সম্পত্তি বা তাতে কোনও অধিকার বা স্বার্থ এককভাবে বা যৌথভাবে অথবা কোনও ব্যক্তি(দের) বা সংস্থা বা অংশীদারিত্বের সাথে অংশীদারিত্বে ক্রয় করার জন্য এবং উপরে উল্লিখিত হিসাবে আবাসিক, বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স বা কমপ্লেক্স(গুলি) এককভাবে বা যৌথভাবে অথবা অংশীদারিত্বে বিকাশ ও নির্মাণ করার জন্য, বিক্রয় বা স্ব-ব্যবহারের জন্য অফিসগুলি নিয়ে গঠিত অথবা এই ধরনের ভবন(গুলি) -তে গঠিত পৃথক ইউনিটগুলি বিক্রি করে ভাড়া আয় উপার্জনের জন্য।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংস্থার নিবন্ধগুলির একটি অনুলিপি ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৬৯-এ অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, **সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসার, গুরগাঁও, হরিয়ানা, ভারত, ১২২০৫০** এবং/অথবা ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৬৯ -এ জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।

আবেদনকারীর নাম (গুলি)
১. রাজ গোয়েঙ্কা
২. রাজীব গোয়েঙ্কা

তারিখ: ১৯/০৩/২০২৫

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এ বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, গড়িয়া বাজার শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘যা আছে তা আছে’’** এবং **‘‘সেখানে যা কিছু আছে’’** ভিত্তিতে **২২.০৪.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, গড়িয়া বাজার শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর বকেয়া **৭৪,৭৯,০৫০.৫৩ টাকা** (চুয়াত্তর লক্ষ উনআশি হাজার পঞ্চাশ টাকা এবং তিপ্পান্ন পয়সা মাত্র) ২০.০৮.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ, পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স পি.এস. এন্টারপ্রাইজ (মালিকানাধীন কনসার্ন/ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- শ্রী রনধীর চৌধুরী,** ৩৭/১২/১, নাকতলা রোড, অরবিন্দ নগর, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭. **এছাড়াও এখানে-** ২এ, পুটিয়ারি ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪১ **এবং এছাড়াও-** পুষ্প ভিলা, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া, গোটবেড়িয়া লায়ন্স ক্লাব নরেন্দ্রপুর, রাজপুর সোনারপুর (মিউ), পোস্ট ও থানা - নরেন্দ্রপুর, সাব ডিস্ট্রিক্ট সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১০৩ -এর থেকে।

ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ১. মেসার্স পি.এস. এন্টারপ্রাইজ (মালিকানাধীন কনসার্ন/ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- শ্রী রনধীর চৌধুরী** ৩৭/১২/১, নাকতলা রোড, অরবিন্দ নগর, কলকাতা - ৭০০ ০৪৭. এছাড়াও এখানে- ২এ, পুটিয়ারি ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪১ এবং এছাড়াও- পুষ্প ভিলা, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া, গোটবেড়িয়া লায়ন্স ক্লাব নরেন্দ্রপুর, রাজপুর সোনারপুর (মিউ), পোস্ট ও থানা - নরেন্দ্রপুর, সাব ডিস্ট্রিক্ট সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১০৩। **২. শ্রী রণধীর চৌধুরী (ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতা),** পিতা- ভোলা নাথ চৌধুরী পুষ্প ভিলা, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া, গোটবেড়িয়া লায়ন্স ক্লাব নরেন্দ্রপুর, রাজপুর সোনারপুর (মিউ), পোস্ট ও থানা-নরেন্দ্রপুর, সাব ডিস্ট্রিক্ট সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১০৩। **এছাড়াও এখানে-** ভি-৫৩/২১, নাথ পাড়া, ব্রহ্মপুর (বৈশালী পার্কের কাছে), কলকাতা - ৭০০ ০৮৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা - বাঁশদ্রোণী। এবং এছাড়াও- ২এ, পুটিয়ারি ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪১। **৩. শ্রী কামাল চৌধুরী (জামিনদার / বন্ধকদাতা),** পিতা- ভোলা নাথ চৌধুরী টাওয়ার-৩,১০ই, ৫৮, এম.জি. রোড, কলকাতা- ৭০০ ০৪১। **এছাড়াও এখানে-** ভি-৫৩/২১, নাথ পাড়া, ব্রহ্মপুর (বৈশালী পার্কের কাছে), কলকাতা - ৭০০ ০৮৪, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, থানা - বাঁশদ্রোণী। **এবং এছাড়াও-** পুষ্প ভিলা, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া, গোটবেড়িয়া লায়ন্স ক্লাব নরেন্দ্রপুর, রাজপুর সোনারপুর (মিউ), পোস্ট ও থানা - নরেন্দ্রপুর, সাব ডিস্ট্রিক্ট সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০ ১০৩। **খ) গড়িয়া বাজার শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন জমির পরিমাণ কমবেশি ২ কাঠা ৫ ছটাক ৩৫ বর্গফুট স্কিম প্লট নং ১৯ , মৌজা : এলাচি, জেএল নং ৭০, তৌজি নং ১০০, আরএস নং ২২৩, আরএস দাগ নং ২০৩৯, খতিয়ান নং ৫৯৭, এলআর দাগ নং ২০৮৪,খতিয়ান নং ৩১২৫, ৩০৯৯, অবস্থিত হোল্ডিং নং ১০২, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, রাজপুর সোনারপুর (পুরসভা) অধীন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : স্কিম প্লট নং ৩০, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক ; পূর্বে : স্কিম প্লট নং ২০; পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক।	**৭৪,৭৯,০৫০.৫৩ টাকা** (চুয়াত্তর লক্ষ উনআশি হাজার পঞ্চাশ টাকা এবং তিপ্পান্ন পয়সা মাত্র) ২০.০৮.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ৫০,৬০,০০০.০০ টাকা (*)** (পঞ্চাশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৫,০৬,০০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ ছয় হাজার টাকা মাত্র) পোর্টালে ই-অকশনের তারিখ এবং সময়ের আগে জমা করতে হবে। **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB6996204247** **ঙ) অনুমোদিত অফিসার এর সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, সম্পত্তির উপর কোনও দায়বদ্ধতা নেই** **চ) বাস্তবিক দখল**

যোগাযোগের বিশদ : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ২০.০৩.২০২৫ থেকে ২১.০৪.২০২৫; সময় : সকাল ১০.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২২.০৪.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**

দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ১৪.০২.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে

যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা / গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা / গণ এবং জামিনদার / গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে ‘‘আনডেলিভার্ড’’ হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল & টি ফাইনান্স লিমিটেড। (পূর্বে, এল & টি হোল্ডিংস ফাইন্যান্স লিমিটেড) 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। ‘এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন’।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি		স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
		এনপিএ তারিখ	বকেয়া রাশি (₹)	
H17299270821110129, H17299310821033958, KOLHL20000040	1. ওমনিভেরা লার্নিং সলুশন্স প্রাঃ লিঃ (ইহার ডাইরেক্টর সৌরভ জে সরকার মাধ্যমে) 2. সৌরভ জে সরকার 3. রীনা জিয়ান্দানি সরকার 4. কর্মযোগ ফর টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরী ফাউণ্ডেশন (ইহার প্রেসিডেন্ট সৌরভ জে সরকার মাধ্যমে)	দাবিসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 10/03/2025 NPA তারিখ : 31/01/2025	04/03/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ 2,64,90,711.27/- (টাকা দু কোটি চৌষট্টি লাখ নব্বই হাজার সাতশো এগারো এবং সাতাশ পয়সা)	**অনুসূচি - I** উল্লেখিত জমিতে আনুপাতিক, অবিভক্ত নিরপেক্ষ ও তারতম্যযোগ্য ভাগীদারি স্বার্থ ও মালিকানার সঙ্গে একত্রে মৌজা মহিষ আথান হওয়া ‘‘আনন্দ ভবন’’ হিসাবে নামাঙ্কিত ও বিদিত ইমারতের সমগ্র 1ম তলাতে প্রায় 3060 বর্গফুট (সুপার বিল্ট–আপ এরিয়া) পরিমাপের ফ্ল্যাট নং 4বি–এর সমস্ত অংশ। যেটা প্রায় 6 কাঠা, 12 ছটাক ও 36 বর্গফুট পরিমাপের জমির ওপর গঠিত ও নির্মিত, যা বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটির এক্তিয়ারের মধ্যেই মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 14, বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটির সীমায় উত্তর 24 পরগণা জেলাতে (সল্টলেক সিটি) থানা বিধাননগর অধীনে আর.এস. খতিয়ান নং 142, সি.এস. খতিয়ান নং 142/123, আর.এস. কৃষি খতিয়ান নং 257, এল.আর. ফাহাতান নং 562 এবং এসএফ7, জে.এল. নং 18, আর.এস. নং 2বিজেড, তৌজি নং 169 অধীনে আর.এস. দাগ নং 232’র অংশ গঠন করেছে। **অনুসূচি - II** উল্লেখিত জমিতে আনুপাতিক, অবিভক্ত নিরপেক্ষ ও তারতম্যযোগ্য ভাগীদারি স্বার্থ ও মালিকানার সঙ্গে একত্রে মৌজা মহিষ আথান হওয়া ‘‘আনন্দ ভবন’’ হিসাবে নামাঙ্কিত ও বিদিত ইমারতের 3য় তলার দক্ষিণ–পশ্চিম অংশে প্রায় 1091 বর্গফুট (সুপার বিল্ট–আপ এরিয়া) পরিমাপের ফ্ল্যাট নং এফ–এর সমস্ত অংশ। যেটা প্রায় 6 কাঠা, 12 ছটাক ও 36 বর্গফুট পরিমাপের জমির ওপর গঠিত ও নির্মিত, যা বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটির এক্তিয়ারের মধ্যেই মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 14, বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটির সীমায় উত্তর 24 পরগণা জেলাতে থানা বিধাননগর (সল্টলেক সিটি) অধীনে আর.এস. খতিয়ান নং 142, সি.এস. খতিয়ান নং 142/123, আর.এস. কৃষি খতিয়ান নং 257, এল.আর. ফাহাতান নং 562 এবং এসএফ7, জে.এল. নং 18, আর.এস. নং 2বিজেড, তৌজি নং 169 অধীনে আর.এস. দাগ নং 232’র অংশ গঠন করেছে। **অনুসূচি - III** উল্লেখিত জমিতে আনুপাতিক, অবিভক্ত নিরপেক্ষ ও তারতম্যযোগ্য ভাগীদারি স্বার্থ ও মালিকানার সঙ্গে একত্রে মৌজা মহিষ আথান হওয়া ‘‘আনন্দ ভবন’’ হিসাবে নামাঙ্কিত ও বিদিত ইমারতের নীচ তলায় (দক্ষিণ–পশ্চিম অংশ) প্রায় 1969 বর্গফুট (সুপার বিল্ট–আপ এরিয়া) পরিমাপের ফ্ল্যাট–এর সমস্ত অংশ। যেটা প্রায় 6 কাঠা, 12 ছটাক ও 36 বর্গফুট পরিমাপের জমির ওপর গঠিত ও নির্মিত, যা বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটির এক্তিয়ারের মধ্যেই মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং 14, বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটির সীমায় উত্তর 24 পরগণা জেলাতে থানা বিধাননগর (সল্টলেক সিটি) অধীনে আর.এস. খতিয়ান নং 142, সি.এস. খতিয়ান নং 142/123, আর.এস. কৃষি খতিয়ান নং 257, এল.আর. ফাহাতান নং 562 এবং এসএফ7, জে.এল. নং 18, আর.এস. নং 2বিজেড, তৌজি নং 169 অধীনে আর.এস. দাগ নং 232’র অংশ গঠন করেছে।

তারিখ: 20.03.2025
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

মোহনবাগানই পথ দেখায়, মালিদের স্থায়ী ঘর করে দিয়ে বললেন সচিব দেবাশিস দত্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনেকগুলো কাজ। তারমধ্যে অন্যতম সেরা কাজটাই মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত সারলেন বর্তমান মেয়াদকালের শেষলগ্নে। নতুন নির্বাচনের আগে দেবাশিস দত্তের বর্তমান কমিটি স্বস্তি দিল ক্লাবের মালিদেরও। সবুজ ঘাসে ফুটবলাররা ফুল ফোটালেও, আসল মালিক ওরাই। সারা বছর ধরে সন্তানের মতোই যত্ন নেন ক্লাবের মাঠের। পরিচর্যা করেন নিভৃতে। দেবাশিস দত্ত অমর একাদশের মূর্তি স্থায়ীভাবে রেখেছেন ক্লাবে। লাইব্রেরী থেকে ক্যান্টিন সবই হয়েছে। এবার মালিদের জন্যও স্থায়ী ঘরের ব্যবস্থা করে দিলেন। বছরের পর বছর যা অস্থায়ীরূপেই ছিল। বুধবার ক্লাবের দীর্ঘদিনের মালি প্রয়াত ভাসিয়া মালির নামাঙ্কিত মালিদের ঘরের উদ্বোধন হল।উদ্বোধন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক। পাশাপাশি ছিলেন তিন প্রাক্তন ফুটবলার প্রদীপ চৌধুরী, মানস ভট্টাচার্য ও সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এই উপলক্ষ্যে মালিদের সংবর্ধিতও করা হয় ক্লাবের পক্ষ থেকে।দেবাশিস দত্ত বলেন, 'ক্লাবে বর্তমান শাসক গোষ্ঠী বহু কাজ করেছে। এরমধ্যে সেরা তিন কাজের মধ্যে অন্যতম হয়ে থাকবে মোহনবাগানে মালিদের জন্য এই স্থায়ী ঘর। অনেক কষ্ট করেই সেনার অনুমতি নিয়ে এই ঘর তৈরি করা হয়েছে।শুধু ময়দান কেন, গোটা ভারতে কোনও ক্লাব মালিদের জন্য ভেবেছে কিনা সন্দেহ। যা হল, তা নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। মোহনবাগানই পথ দেখায়।' পাশাপাশি তিনি এও জানান, বর্তমান শাসক গোষ্ঠী অমর একাদশের মূর্তি স্থাপন ও মোহনবাগানের নামের আগে এটিকে নাম মুছে ফেলাও অন্যতম দুই কাজ।

মোহনবাগানে ভাসিয়া মালি ভবন উদ্বোধনে মালিদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক ও অন্যান্যরা

মালদ্বীপের বিরুদ্ধে জয় পেল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে মালদ্বীপের বিরুদ্ধে অবশেষে জয়ের মুখ দেখল ভারত। গোল পেলেন সুনীল ছেত্রী। মালদ্বীপকে ৩-০ গোলে হারাল মানালো মার্কেজের ছেলেরা। ম্যাচের ৩৫ মিনিটে প্রথম গোল করেন রাহুল বেকে। ৬৬ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন লিস্টন কোলাসো ও ৭৭ মিনিটে দলের হয়ে তিন নম্বর গোলটি করেন অবসর থেকে ফেরা সুনীল ছেত্রী।

অবসর থেকে ফিরেই মাঠে দেশের হয়ে দাপট সুনীল ছেত্রীর।

কলকাতা মেতে উঠল আইপিএলের আবেগে, নাচে গানে জমজমাট কেকেআর আনপ্লাগড ২.০

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী ২২ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে আইপিএল। শনিবার উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামছে কেকেআর। ইডেনে নাইটদের বিরাট প্রতিপক্ষ আরসিবি। কিন্তু বুধবার থেকেই কেকেআর জ্বরে কাবু কলকাতা।

বুধবার ছিল কেকেআরের আনপ্লাগড ২.০ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান থেকেই যেন কলকাতা মেতে উঠল আইপিএলের আবেগে। আইপিএলের প্রায় প্রতিটি দলই এখন টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই দলীয় ক্রিকেটারদের নিয়ে ভক্তদের সামনে একটি অনুষ্ঠান করে, সেখানেই জার্সি উন্মোচন থেকে ক্রিকেটারদের সঙ্গে সমর্থকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। ২০২৪ সালের পর নাইটদের আনপ্লাগড অনুষ্ঠান হল আরও বৃহত্তর ভাবে। নাচে-গানে জমজমাট সন্ধ্যা সঙ্গে নাইট তারকাদের বর্ণময় উপস্থিতি।

চ্যাট শো-তে উপস্থিত হলেন কোচ-অধিনায়ক, সহ অধিনায়ক, মেন্টর ও দলের সিইও। শুরুতেই বেঙ্কটেশ আইয়ার - বলেন,এই সমর্থকদের জন্য ভালো লাগছে., কেকেআর আমাকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে আইপিএলে, সাজঘরের পরিবেশ ও দারুন।

মহিলা ক্রিকেটারদের হাতে কিটস তুলে দিচ্ছেন অভিষেক ডালমিয়া

ওয়াইএমসিএ ক্লাবে মহিলাদের ক্রিকেট দলের সূচনায় সস্ত্রীক অভিষেক ডালমিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: সামনে আইপিএল। ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া। তবে এরমধ্যেও নজর দিলেন ছোট ক্লাবের দিকে। কারণ, ময়দানই যে বাংলার ক্রিকেটকে বাঁচাবে, এটাই যে ক্রিকেটারদের আঁতুরঘর তা বেশ ভালভাবেই জানেন অভিষেক ডালমিয়া। বুধবার ময়দানের ওয়াইএমসিএ ক্লাবে মহিলাদের ক্রিকেট দলের সূচনা করলেন তিনি। এদিন অভিষেক ডালমিয়া ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্ত্রী শালিনি ডালমিয়া, সিএবির অন্যতম সদস্য কাঞ্চন ব্যানার্জী সহ অন্যান্য অতিথিরা। এদিন মহিলা দলের ক্রিকেটারদের হাতে জার্সি তুলে দেন অভিষেক ডালমিয়া ও শালিনি ডালমিয়া।

মহমেডানকে হারিয়ে ক্রিকেটে পি সেন ট্রফি জয় ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ফুটবলে যখন খেতাব অধরা, তখন ক্রিকেটে ট্রফি জয় করল ইস্টবেঙ্গল। বুধবার আমন্ত্রণমূলক পি সেন ক্রিকেট ট্রফি জিতল লাল হলুদ। ফাইনালে সাদা কালো ব্রিগেডকে ১৭৭ রানে হারিয়ে খেতাব জয় করল লাল হলুদ। বুধবার যাদবপুর ইউনিভার্সিটি মাঠে পি সেন ট্রফির ফাইনাল ম্যাচে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ইস্টবেঙ্গল তোলে ৩৩৯ রান। এই ম্যাচে লাল হলুদের হয়ে দুরন্ত সেঞ্চুরি করেন সন্দীপন দাস। ১১৭ বল খেলে তাঁর রান ১০৯।পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ৭৬ রানে অপরাজিত থাকেন অগ্নিভ দাস। ৬৫ রান করেন আমিতোজ সিং। বিশাল এই রানের টার্গেটে তাড়া করতে নেমে মহমেডান স্পোর্টিং ২৯.৩ ওভারে গুটিয়ে যায় ১৬২ রানেই। মহমেডানের হয়ে সর্বাধিক ৪৭ রান করেন ললিত যাদব। বল হাতে লাল হলুদের হয়ে সর্বাধিক দুটি করে উইকেট নেন সুমিত কুমার ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল। ম্যাচের সেরাও নির্বাচিত হন ইস্টবেঙ্গলের সন্দীপন দাস। ট্রফি জয়ের পরই বিকেলে ক্লাব তাঁবুতে পতাকা উত্তোলন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার, সচিব রূপক সাহা সহ অন্যান্য কর্তা ও সমর্থকরা।

খেতাব জয়ের পর উচ্ছ্বাস লাল হলুদ ক্রিকেটার ও কর্তাদের

নতুন ডিএসকে কমপ্লেক্সের উদ্বোধনে হাজির প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক ও বিসিসিআইয়ের প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর হাতে পোট্রেট তুলে দিচ্ছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, বিধায়ক দেবাশিস কুমার ও ডিএসকের সচিব হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায়।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

ভবিষ্যতের গ্লোবাল মডেলকে প্রশংসা বিল গেটসের

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ: গেটস ফাউন্ডেশন ও ওমেনস কালেক্টিভ ফোরামের যৌথ উদ্যোগে সিআইআই-এর আয়োজিত তরফে পিএম সংগ্রহলয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল বুধবার। এই ফোরামে বিশ্বের তাবড় শিল্প নেতৃত্ব, পলিসি মেকার এবং লগ্নিকারীরা উপস্থিত ছিলেন। ভারতকে ভবিষ্যতের 'গ্লোবাল মডেল' হিসেবে আখ্যা দেন বিল গেটস। উল্লেখ্য, নয়াদিল্লিতে গেটস ফাউন্ডেশনের ২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষেই এদেশে এসেছেন বিল গেটস।

ফোরামে গেটস ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এবং বোর্ড সদস্য বিল গেটস একটি মূল বক্তব্য রাখেন, যিনি তুলে ধরেন যে ভারত সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবা, এআই-চালিত ডায়াগনস্টিকস এবং ডিজিটাল পাবলিক অবকাঠামোতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ভবিষ্যত গড়ে তুলছে। তিনি উদীয়মান অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী ভারতের উদ্ভাবনী সমাধানগুলিকে বিস্তৃত করার গুরুত্বকে আরও জোরদার করেন। গেটস আরও বলেন, 'ভারত কেবল নিজের জন্যই নির্মাণ করছে না, এটি এমন সমাধান তৈরি করছে যার বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য এবং উন্নয়ন স্থানান্তরের সম্ভাবনা রয়েছে'।

বাইডেনপুত্র হান্টারের বিরুদ্ধে তদন্তকারী দুই কর্মকর্তাকে পদোন্নতি ট্রাম্প প্রশাসনের

ওয়াশিংটন, ১৯ মার্চ: প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ছেলে হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে বেকায়দায় পড়া দুই কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন রাজস্ব বিভাগের (আইআরএস) এ দুই কর্মকর্তা এখন জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। তাঁদের নাম গ্যারি শাপলি ও জোসেফ জিগলার।

হান্টার বাইডেনের বিরুদ্ধে কর ফাঁকি সংক্রান্ত একটি তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন গ্যারি শাপলি ও জোসেফ জিগলার। তাঁদের অভিযোগ, তদন্তকাজে সহযোগিতা করার কারণে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল। শাপলি ও জিগলার বলেন, বিচার বিভাগ ও ডেলাওয়ার রাজ্যের সাবেক ইউএস অ্যাটর্নি ডেভিড ওয়েইস ধীরগতিতে তদন্ত চালাচ্ছেন এবং আইনি পদক্ষেপকে বিলম্বিত করছেন বলে তাঁরা তাঁদের ঊর্ধ্বতনদের জানিয়েছিলেন। পরে ২০২২ সালের ডিসেম্বরে হান্টার বাইডেনের মামলার তদন্ত থেকে তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হয়।

তবে এবার ট্রাম্প প্রশাসন শাপলিকে রাজস্ব বিভাগের অপরাধ তদন্তবিষয়ক উপপ্রধান হিসেবে এবং জিগলারকে রাজস্ব বিভাগে সংস্কার করার জন্য অর্থমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করেছে। মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট মঙ্গলবার ফক্স নিউজকে বলেছেন, তিনি শাপলি ও জিগলারকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে আনা এবং রাজস্ব বিভাগে যেসব অন্যায় অপকর্ম হচ্ছে, তা নিয়ে তদন্তের জন্য একবছর সময় দেওয়ার কথা ভাবছেন।

বেসেন্ট বলেন, 'রাজস্ব বিভাগে কী চলছে, কী ভুল হচ্ছে তা আমরা জানব। হান্টার বাইডেন,সংক্রান্ত ঘটনাগুলো কীভাবে ঘটল, তা জানতে পারব। এবং আমরা নিশ্চিত করতে চাই, আর কারও ক্ষেত্রে এমনটা না ঘটুক। তিনি রিপাবলিকান, ডেমোক্র্যাট কিংবা স্বতন্ত্র যাই হোন না কেন।' জো বাইডেন তাঁর ছেলেকে ক্ষমা করে দিলে ওই তদন্ত শেষ হয়ে যায়। ক্ষমা না পেলে হান্টারকে আগ্নেয়াস্ত্র রাখা ও কর ফাঁকি সংক্রান্ত অভিযোগে কারাদণ্ড ভোগ করতে হত। যদিও শুরুতে বাইডেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি পরিবারের কারও স্বার্থে ক্ষমতাকে ব্যবহার করবেন না। পরে তিনি সে প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসেন।

শাপলি ও জিগলার এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের অপচয় এবং জালিয়াতি নির্মূল করে প্রশাসনের কাজকে আরও এগিয়ে নিতে এবং ভিন্ন কিছু করতে নিজেদের দক্ষতাকে কাজে লাগানোর জন্য বেসেন্ট যে সুযোগ দিচ্ছেন, তার জন্য তাঁরা কৃতজ্ঞ।'

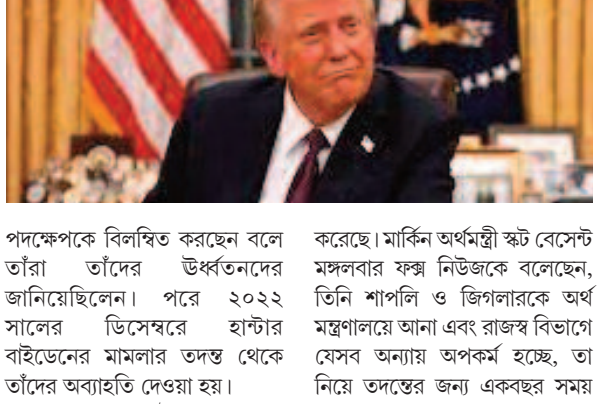

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-Tender No. : UKM/PWD/046(e)/2024-25 dt 18-03-2025. 1. Bank Protection work at Babughat Pond (near WTP) under Uttarpara-Kotrung Municipality. **Bid Submission Closing Date : 05/04/2025. e-Tender No. : UKM/PWD/047(e)/2024-25 dt 18-03-2025.** 1. Installation of Grid connected solar PV power plant of cumulative array capacity 200kWp at different location under Uttarpara-Kotrung Municipality. **Bid Submission Closing Date : 17/04/2025. For Details : wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

TENDER NOTICE
Percentage rate Tender invited vide Niet No.13/2024-25 with vide Memo No. 88/15th F.C/KGP/2025, Dated: 19/03/2025, Niet No.14/ 2024-25 with vide Memo No. 89/5th S.F.C/KGP/2025, Dated: 19/03/2025, Niet No. 15/2024-25 Memo No. 90/5th SF. C/KGP/2025, Dated:19/03/2025 by The Pradhan, **Kashipur Gram Panchayet.** Last Date of Application **26/03/2025 at upto 6.00 PM.** Interested contractors may visit Notice Board of Kashipur Gram Panchayet under Beldanga-II Dev Block. Murshidabad.
Sd/- Prodhan
Kashipur Gram Panchayat
Beldanga-II Murshidabad

JETIA GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.: Jetia, North 24 Pgs.
NOTICE INVITING TENDER
e-Tender has been invited for below-mentioned 2 (two) no. of Seleme under 15th FC/2025 Fund: 1. For NIT No: **JGP/229/Re-Tender/15th/FC/2025 (2nd call), Date-19.03.2025, Tender ID: i) 2025_ZPHD_829118_1 (ii) 2025_ZPHD_829118_2.** e-Tender has been invited for below-mentioned 3 (three) no. of Seleme under 15th FC/2025 Fund: 1. For NIT No: **JGP/231/Re-Tender/15th/FC/2025 (2nd call), Date-19.03.2025, Tender ID: i) 2025_ZPHD_829205_1 (ii) 2025_ZPHD_829205_2 (iii) 2025_ZPHD_829205_3** Details contact website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
Jetia Gram Panchayet

Notice e-Tender
The Prodhan Garibpur Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for **NIeT No.: 15/ PRODHAN/ GARIBPUR GP/2024-25.** (FOR-6 Nos WORKS) Dated: **12.03.2025.** Last date of Bid submission **28.03.2025 upto 02:00 Hours. F**or details please visit website **www://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Garibpur G.P.
DOMKAL BLOCK,
MURSHIDABAD

Tender Notice
The Prodhan Gurah Pashla Gram Panchayat invites offline Tender from the bonafide and resourceful contractors for **NIT No-16/Own Fund/ GPGP/2024-25, Dated-19/03/2025.** Last date of dropping of sealed tender on 25/03/2025 respectively upto 02.00PM,
For details please visit Office Notice Board.
Sd/- Prodhan
Gurah Pashla G.P.
Nabagram Block, MSD

ABRIDGED NIT
(Dakshin Gangadharpur Gram Panchayat)
On behalf of Dakshin Gangadharpur Gram Panchayat of Patharpratima Block under south 24 Parganas dist. invites bids through e-tendering process for const. of Seven (7) nos Civil workswithin the GP area. The Estimated Cost excluding GST & L. Cess are Rs. 352956/-, 293594/-, 743732/-, 293252/-, 293378/-, 293378/-,1389630/- and Tender IDs are 2025_ZPHD_828754_1, 2025_ZPHD_828754_ 2, 2025_ZPHD_ 828794_1, 2025_ZPHD_8287 94_2, 2025_ZPHD_828796_1, 2025_ZPHD_828796_2, 2025_ZPHD_828800_1 respectively. The last Date of submission of Bid (online) is **05/03/2025 up to 04:30 PM.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in.** Gram Panchayat. For details please visit to our GP Office.
Sd/- Pradhan
Dk. Gangadharpur G.P.
Pathar Pratima Block

DHANPOTA GRAM PANCHAYAT E- TENDER
Magraghat II Block, South 24 Parganas District
ABRIDGED NIT
On behalf of Dhanpota Gram Panchayat of Magraghat II Block under south 24 parganas dist. invites bids for 1nos Pcc road and 9 nos Estimate of 20 watt singal arms semi integrated solar street light vide NIT No.86,dated 18/03/2025 within the GP area. The Estimated Cost excluding GST&L.Cess are Rs.123195/- Rs.262762respectively. The period of bid submission is **10 AM of 18th march to 2PM of 24th march 2025.** Tender opening **26/03/2025**
Sd/- Pradhan,
Dhanpota Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
নং. সিওএম/ডিইভি/ই-অকশন/পিইউ/এইচডব্লুএইচ/২০২২ তারিখঃ ১৭.০৩.২০২৫
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, পঞ্চম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশনে ১৫ (পনেরো) বছরের জন্য বর্ধমান স্টেশন (বিডব্লুএন)-এর সার্কুলেটিং এরিয়ায় বিওটি (নির্মাণ, পরিচালনা এবং স্থানান্তর) ভিত্তিতে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের জন্য নতুন চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। বিষয়ক ই-অকশন রেলওয়ে বোর্ডের ফ্রেট মার্কেটিং সার্কুলার নং. ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার নং. ১৪ অফ ২০২২ অনুসারে পরিচালিত হবে। আরও বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং. পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-০১-২৫-আর; লট নম্বর/ক্যাটাগরিঃ** পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-টিওআই-৭২-২৫-১; **স্টেশন ঃ** বর্ধমান (বিডব্লুএন); **অকশনের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটে। HWH-687/2024-25
Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY
VILL.+P.O.- HARINAVI, P.S.- SONARPUR. DIST-SOUTH 24 PARAGANAS, WEST BENGAL.
Phone no: 2477-9245
SHORT TENDER NOTICE
NIT NO: WBMAD/ULB/RSM/WS/579/24-25, Dated. 19.03.2025
E-Tender is hereby invited from reliable Govt. contractors for Supply of liquid chlorine conforming to IS 646-1986 2nd revision of 99.8% (Min) purity at Peyarabagan Vivekananda UGR within Rajpur Sonarpur Municipality. Date of uploading, submission end and technical opening of tender paper are **20th March 2025, 27th March 2025 and 29th March 2025** respectively. For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in.**
(Dr. Pallab Kumar Das)
Chairman
Rajpur-Sonarpur municipality

RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY
VILL.+P.O.- HARINAVI, P.S.- SONARPUR. DIST-SOUTH 24 PARAGANAS, WEST BENGAL.
Phone no: 2477-9245
SHORT TENDER NOTICE
NIT NO: WBMAD/ULB/RSM/WS/578/24-25, Dated. 19.03.2025
E-Tender is hereby invited from reliable Govt. contractors for Sinking of Tube Well (80mmX40mm dia) depth up to 150 meter at Paschyatya para Rajpur General Library in ward No. 17 under Rajpur Sonarpur Municipality. Date of uploading, submission end and technical opening of tender paper are **20th March 2025, 27 March 2025 and 29th March 2025** respectively. For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in.**
(Dr. Pallab Kumar Das)
Chairman
Rajpur-Sonarpur municipality

পূর্ব রেলওয়ে
বিজ্ঞাপিত টেন্ডার নং. ইআরডব্লুকে-এমজিপি-ডিবি তারিখঃ ১২.০৩.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, ২৪-উত্তর পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩১৪৫, ''পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ/কাঁচরাপাড়ায় ২৪ মাসের জন্য ৫এস ওয়ার্কপ্লেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন এবং ইন্টিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (আইএমএস)-এর গ্রীন কো. মূল্যায়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পরিদর্শন, ডব্লিউবিপিসিবি পরিদর্শন, নিরাপত্তা অডিট-এর উদ্দ্যেশে যখন যেমন প্রয়োজন ফ্লেক্স বোর্ড, ভিনাইল বোর্ড, হোয়াইট বোর্ড ইত্যাদির ডিজাইন, সরবরাহ এবং স্থাপনের জন্য'' ওপেন টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে **টেন্ডার নং. ইআরডব্লুকে-এমজিপি-ডিবি তারিখঃ ১২.০৩.২০২৫**-এর মাধ্যমে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ১৪,৬০০; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ₹ ০.০০; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹ ৭,২৮,৯৪১.০১ জিএসটি সহ মাত্র; **শেষ তারিখ এবং সময় ঃ** যথাক্রমে ০২.০৪.২০২৫ বিকাল ৪টায়; টেন্ডার নথি এবং সম্পূর্ণ বিবরণ ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in** MISC-391/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
E-TENDER NOTICE
1) Name of the Work: Supply of Consumable Materials for maintenance of Electromechanical Equipments at the Bidhannagar Muchipara Sewerage Pump House, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-121/24-25
Tender ID : 2025_MAD_829247_1 • Estimated Amount : 1,33,248/-
2) Name of the Work: Improvement of Illumination at Mini Hall within Srijony Auditorium, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-87/24-25
Tender ID : 2025_MAD_829214_1 • Estimated Amount : 3,47,634/-
3) Name of the Work: Laying of HDPE Pipe (PE 100, PN6) with CI Fittings including Valve Chamber at Rabindrapally A Block near Tilak Babus House, Ward- 43, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-210/24-25
Tender ID : 2025_MAD_829166_1 • Estimated Amount : 2,30,869/-
Last Date : 28th March 2025, up to 5:00 pm
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, M.E.DTE, Govt. Of W.B., Posted at DMC

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসইআর-ওএইচই-এএসএন-বিজেই-ডিএইচএন-২×২৫ কেভি, তারিখ ১৮.০৩.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রোজেক্ট), ১১ কনভেন্ট লেন, বেলিয়াঘাটা, কলকাতা- ৭০০০১৫, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ও অবস্থান ঃ** ৩০০০ এমটি লোডিং পূরণ করতে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনের আসানসোল-আদ্রা-ভোজুডিহ-ধানবাদ শাখার জন্য ১×২৫ কেভি থেকে ২×২৫ কেভি ট্র্যাকশন সিস্টেমে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন সিস্টেমের উন্নয়নের জন্য নক্শা তৈরি, সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১২৪,৭৩,২৬,০৫৫.০৩ টাকা। **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৬৩,৮৬,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ২৪ মাস। **অফারের বৈধতা ঃ** টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ১২০ দিন। **অনুসন্ধান জমার শেষ তারিখ ঃ** ১৬.০৪.২০২৫। **প্রি-বিড মিটিং ঃ** ১৬.০৪. ২০২৫-এ দুপুর ১২টা। **বিড সিকিউরিটির জন্য অরিজিনাল ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির (যদি প্রযোজ্য হয়) সাক্ষাতে জমা ঃ** ০৫.০৫.২০২৫। **টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় এবং টেন্ডার খোলা ঃ** (১) জমার শেষ তারিখ ০৬.০৫.২০২৫-এ দুপুর ২টা। (২) টেন্ডার খোলা হবে ০৬.০৫.২০২৫-এ দুপুর ৩টায়। **ওয়েবসাইটের বিবরণ যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ দেখা যাবে ঃ www.ireps.gov.in** (PR-1249)

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
1. e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/056(e)/2024-25, date: 18.03.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection on emergency basis in to the Ward No. 10.
2. e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/057(e)/2024-25, Date: 18.03.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection on emergency basis in to the Ward No. 11.
3. e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/058(e)/2024-25, Date: 18.03.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection on emergency basis in to the Ward No. 12.
4. e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/059(e)/2024-25, Date: 18.03.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection on emergency basis in to the Ward No. 13.
5. e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/060(e)/2024-25, Date: 18.03.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection on emergency basis in to the Ward No. 14.
6. e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/061(e)/2024-25, Date: 18.03.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for Engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection on emergency basis in to the Ward No. 15.
Documents download start date & Bid submission start date: **20.03.2025.** Bid Submission Closing Date: **03.04.2025.** For Details: **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন প্রতিদিন

বৃহস্পতিবার • ২০ মার্চ ২০২৫ • পেজ ৮

রাজনৈতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন কি আখেরে ভারতের আর্থসামাজিক উন্নয়ন করবে

ড.জয়ন্ত কুমার দেবনাথ

ভারতীয় রাজনীতি এখন দান খয়রাতি এবং অনুদানের রাজনীতির দিকে এগিয়ে চলেছে। এর পথ প্রদর্শক অবশ্যই পশ্চিম বঙ্গ। স্বাধীনতা আন্দোলনের পরে পরে এবং স্বাধীনতার পরেও একটা কথা প্রচলিত হয়েছিল, 'বাংলা আজ যা ভাবে, আগামীদিনে ভারতবর্ষ তা ভাবে' (What Bengals thought today–India thought tomorrow – Gopal Krishna Gokle). এখানে যে বিষয়ে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং দার্শনিক গোপাল কৃষ্ণ গোখলে এই উক্তি করেছিলেন, তখন বাংলায় বহু বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা মানুষ বাংলাকে শৌর্যের শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিলেন। তখনকার রাজনীতি ছিলো সমাজের জন্য কাজ করা, দেশের জন্য কাজ করা।

এটি ছিল ১০০ বছর আগের বাঙালীদের সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন। তখন বাংলা ছিলো বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, দেশপ্রেমে সবদিক দিয়ে এগিয়ে। ভারত জুড়ে যে স্বাধীনতার বিপ্লবী আগুন ছড়িয়ে পড়েছিলো, তার শুরুটা বাংলা থেকেই। সুভাষ চন্দ্র বসু, ঋষি অরবিন্দ ঘোষ, মাস্টারদা সূর্য সেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, রাসবিহারী বসু প্রমুখ বাঙালি বিপ্লবীর আন্দোলনের ফলে ইংরেজ ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলো। কিন্তু সেই বিপ্লবের শুরু হয়েছিলো এই বাংলায়। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু কোলকাতা থেকে ছদ্মবেশে পালিয়ে গিয়ে বিদেশে অনেক দেশের সাথে কথা বলে বিপ্লবী আন্দোলনকে খুড়দার করেছিলেন। তার তৈরী আজাদ হিন্দ ফৌজ, ব্রিটিশদের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিলো।

সাহিত্যে কাজি নজরুল ইসলামের বিপ্লবী গান, বঙ্কিম চন্দ্রের ত্বন্দেমাতরমদ স্বাধীনতার মন্ত্র হয়ে উঠেছিলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জনগণ' সারা দেশের স্বাধীনতার মন্ত্র হয়ে উঠেছিলো। তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ খ্রীষ্টধর্মের কেন্দ্র স্থলে গিয়ে জগত সভায় হিন্দু ধর্মের প্রচার করে ইতিহাস তৈরী করেছিলেন। আমেরিকার শিকাগো ধর্ম সম্মেলনের বিবেকানন্দের বক্তৃতা তখনকার দিনে ইতিহাস তৈরী করেছিলো। স্বাধীনতার পর বিধান চন্দ্র রায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন দুর্গাপুর, আসানসোল এবং কল্যানী শিল্প তালুক গড়ে বাংলাকে শিল্পে ভারতের মধ্যে উদাহরণ তৈরী করেছিলেন। তাই গোপাল কৃষ্ণ গোখলে সঠিক উক্তি করেছিলেন যে, বাংলা যা আজ ভাবে, ভারত তা অনুসরণ করে।

এখন আসি বর্তমান সময়ের ভারতীয় রাজনীতির কথায়। স্বাধীনতার পর যে উদ্দেশ্য নিয়ে সবাই রাজনীতিতে আসতেন, এখন তা আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এখন ভোট কেন্দ্রীক রাজনীতির প্রসার ঘটেছে। ভোট কেন্দ্রিক রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে গেছে ক্ষমতার দখল নিয়ে লড়াই। সেই ক্ষমতা ব্যবহার করা হচ্ছে ব্যক্তিগত কাজে। আর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন অনুদান মূলক প্রকল্প চালু করেছেন এবং ভোট রাজনীতিতে তার বিরাট প্রভাব পড়েছে। গত দুটি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনে এবং শেষ লোকসভা নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যনার্জীরর ব্যপক জয়, নির্বাচনী বিশ্লেষকরা তার 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্পের জয় বলে বর্ণনা করেছেন। এরপর দেখা গেছে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, ছত্তিসগড়, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র ইত্যাদি বিভিন্ন রাজ্যে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন প্রকল্পের অনুকরণে প্রকল্প চালু করে বিধানসভা নির্বাচনে সাফল্য পেয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রেও দেখা গেছে পশ্চিম বঙ্গ যা করে, অন্য রাজ্য তা অনুসরণ করে। এই প্রকল্প গুলি সবই দান-খয়রাতির প্রকল্প, যা আখেরে রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতির অন্তরায় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞগন । এতে এক শ্রেণির মানুষ শুধু কাজ না করে কিভাবে সরকারি অনুদান পাওয়া যায়, তার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। এখন সরকারি প্রকল্পে ফ্রী রেশন, আবাস যোজনায় বাড়ী, লক্ষীর ভান্ডার, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা ইত্যাদি দিয়েই জীবিকা অর্জন করতে চায় । কিন্তু যারা লেখাপড়া করে জীবনে নিজে থেকে কিছু মৌলিক কাজ করতে চায়, তাদের জন্য সরকার কি ভাবছে! নেই সরকারি কাজে যোগ দিয়ে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ, নেই শিক্ষকতার মতো পেশায় কাজ করার সুযোগ। বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় শিক্ষা ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়েছে।

এই সুযোগে প্রাইভেট স্কুলগুলি পশ্চিম বঙ্গে জাঁকিয়ে বসছে। কিন্তু এইসব হাই প্রোফাইল প্রাইভেট স্কুলগুলিতে সবার পড়ার মতো সামর্থ্য নেই। আর যারা বিদ্যালয় শেষ করে রাজ্যে কাজের সুযোগ না থাকায় বাইরের রাজ্যে কাজের খোঁজে চলে যায়, তাদের জন্য আমাদের কি কিছুই করার নেই! ভাবার সময় এসেছে।

ভারতের বাড়ছে গোল্ড লোনের চাহিদা, বাজারে এর কী প্রভাব পড়ছে

সোনা মানেই এক অসাধারণ সম্পদ। একে ঘরে রাখলেও ঘরের মান বাড়ে। আবার যদি নিজের দরকারে লোন নিতে চান তাহলেও এর দাম অনেকটাই বেশি থাকে। যেকোনও দরকারে তাই সোনার দাম এখনও সবার আগে থাকে।

ভারতের মতো বিরাট জনসংখ্যার দেখে সোনার চাহিদা সবথেকে বেশি থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষ সোনার দাম বেশি হলেও সেখান থেকে কিনে নিতে পিছিয়ে যায় না। তবে ভারতের মতো দেশে এবার লাফিয়ে বাড়ছে সোনা দিয়ে লোন নেওয়ার প্রবণতা। দেখা গিয়েছে বিগত ১ বছরে সোনা জমা দিয়ে লোন নেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে ৭১ শতাংশ।

সোনার দাম প্রতিদিন বাড়ছে হৈহৈ করে। সেখান থেকে এই দাম নিচের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম। তাই যদি কারও হঠাৎ করে টাকা লোন নেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় তাহলে তিনি সোনা দিয়েই লোন নিতে চান। আবার নিজের হিসেবমতো সেই সোনাকে ফেরত নিয়ে আসতে পারেন।

সোনা এমন একটি ধাতু যাকে সামনে রেখে যে কেউ লোন দিতে তৈরি হয়ে যায়। সেদিক থেকে দেখতে হলে ভারতের গোল্ড লোনের সংস্থাগুলি আগের তুলনায় এখন অনেক বেশি লাভের মুখ দেখেছে। যেকোনও সময়ে টাকার দরকার হলে সেখানে সোনাকে সবার আগে কাজে লাগানো যেতে পারে। সেই সোনা আবার বিক্রি না হওয়াতে পরে নিজের কাজ মিটে গেলে সোনাকে ফের নিজের ঘরে নিয়ে আসা যেতেই পারে। ফলে সোনা থাকছে তার নিজের জায়গাতেই। বাজারে সোনা নিয়ে লোন নেওয়ার জন্য যে সুদের হার থাকছে সেখানেও থাকে বিশেষ ছাড়। ফলে সোনা নিয়ে কারও কোনও সমস্যা থাকে না। যিনি সোনা কেনেন তারও লাভ থাকে, আবার যিনি সোনা বিক্রি করেন তারও লাভ থাকে। সবমিলিয়ে সোনায় সোহাগা হয়ে থাকেন সকলেই।

ভারতের মতো দেশে সোনার দাম বহু বছর ধরেই রয়েছে। তাই সোনা কেনা এবং সোনার লোন এতটা বাড়ছে। বাজারের যা হাল তাতে এই পরিস্থিতি আগামীদিনে আরও উপরের দিকেই থাকবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

খারাপ ক্রেডিট স্কোরেও পেতে পারেন লোন

জরুরি পরিস্থিতিতে, হঠাৎ আর্থিক চাহিদা পূরণের জন্য ব্যক্তিগত ঋণ অমূল্য হতে পারে। তবে, কম ক্রেডিট স্কোরের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই ঋণ অনুমোদনে অসুবিধা হয়। দুর্বল ক্রেডিট স্কোর দেখলেই ঋণগ্রাহীতাকে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচিত করেন ঋণদাতারা। ফলে ঋণ দিতে অনিচ্ছুক হন ঋণদাতারা। কিন্তু, কয়েকটি কৌশল মেনে চললেই কম ক্রেডিট স্কোর থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা হবে না।

খারাপ ক্রেডিট স্কোর সত্ত্বেও ব্যক্তিগত ঋণ অনুমোদনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি-

প্রথমত, আপনার আয় প্রোফাইল শক্তিশালী করা অপরিহার্য। আয়ের একটি নির্ভরযোগ্য উৎস প্রদর্শন করলে ব্যাঙ্ক আপনার ক্রেডিট স্কোর থাকা সত্ত্বেও সময়মত ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতা সম্পর্কে আশ্বস্ত করতে পারে। এটি আপনার অনুমোদনের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে।

একটি সুরক্ষিত ঋণ বেছে নেওয়ার কথা বিবেচনা করলে তা ঋণগ্রাহীতার আবেদনের অনুমোদনের সম্ভাবনাকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে। ঋণগ্রাহীতা ঋণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে সক্ষম বলে ব্যাঙ্ক ভরসা পায়।

কম পরিমা ঋণের জন্য আবেদন করাও উপকারের হতে পারে। ঋণদাতারা এই ধরনের অনুরোধগুলিকে কম ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে করেন, যার ফলে অনুমোদনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

আপনার ক্রেডিট স্কোর কম থাকা জরুরি পরিস্থিতিতে, শক্তিশালী ক্রেডিট ইতিহাস-সহ একজন গ্যারান্টার তালিকাভুক্ত করা আপনার ঋণ সুরক্ষিত করার সম্ভাবনা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

শেষে, ঋণের জন্য আবেদন করার আগে যেকোনও বকেয়া ঋণ বা মিস পেমেন্টের বিষয়টি সমাধান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বাধ্যবাধকতাগুলি নিষ্পত্তি করা আপনার ক্রেডিট স্কোরকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

এলআইসি-র বিরাট পদক্ষেপ! উপকৃত হবেন হাজার হাজার গ্রাহক

এলআইসি মানেই হল ভরসার অন্যতম নাম। বহু বছর ধরে তারা ভারতীয়দের আস্থা অর্জন করেছে। যত দিন এগিয়ে গিয়েছে এই সংস্থা দেশের নাগরিকদের আশার আলো দেখিয়েছে। এলআইসি প্রতি সময় এটাই চেষ্টা করে যাতে দেশের নাগরিকদের সঠিক উপকার হতে পারে। সেজন্য তারা ঘনঘন নানা ধরণের পরিকল্পনা নিয়ে আসে। এবার সেই তালিকায় এল নতুন চিন্তাভাবনা। দেশের প্রধান ব্যাঙ্ক আরবিআই। এবার তাদের সঙ্গে কথা বলছে এলআইসি।

দীর্ঘসময় ধরে বন্ড তৈরি করতে চায় এলআইসি। তারা এই পরিকল্পনাকে সফল করতে এবার আরবিআইয়ের দ্বারস্থ হল। এই বন্ডের সময়সীমা থাকবে ৫০ বছর এবং ১০০ বছর। এই দীর্ঘসময় পর এই টাকা ম্যাচিউর হবে। তারপর বিরাট অঙ্কের টাকা হাতে পাবেন গ্রাহকরা।

এর আগে এলআইসি ৪০ বছরের জন্য বন্ডের কথা ভেবেছিল। তাদের চিন্তাকে মান্যতা দিয়েছে আরবিআই। তাই এবার তারা আরও দীর্ঘসময়কে টার্গেট করছে। যদি আরবিআই এই দাবিকে মান্যতা দিয়ে দেয় তাহলে সেটা হবে এলআইসি-র বিরাট একটি সফলতা। তারা মনে করছে। যেভাবে দেশের প্রচুর মানুষ তাদের উপর ভরসা দেখিয়েছে সেখান থেকে তারা এই কাজটি করতে পারবেন।

এই ৫০ এবং ১০০ বছরের বন্ডে নতুন কী ফিচার থাকবে সেবিষয়ে সঠিকভাবে কিছু না জানা গেলেও এই দুটি বন্ডের ফলে দীর্ঘসময় ধরে বেঁচে থাকা মানুষদের বিশেষ সুবিধা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি যদি সময় শেষ হওয়ার আগে তাদের মৃত্যু ঘটে যায় তাহলে সেখান থেকে তাদের পরিবার অনেক বেশি থাকা পাবেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

যদিও আরবিআই এবিষয়ে সঠিক কোনও জানাননি বা এবিষয়ে মান্যতা দেননি। তবে এলআইসি কর্তৃপক্ষ মনে করছে যদি তারা এবিষয়ে সবুজ সঙ্কেত পেয়ে যান তাহলে সেটা হবে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। এরফলে দেশের প্রচুর প্রবীণ মানুষরা যেমন উপকৃত হবেন ঠিক তেমনভাবেই তাদের পরিবারের পাশে থাকা যাবে।

কর-সঞ্চয়কারী বিনিয়োগ বিকল্প খুঁজছেন? দারুন লাভজনক হতে পারে পোস্ট অফিসের প্রকল্পগুলি

যদি আপনি পুরনো কর ব্যবস্থা বেছে নেন, তাহলে আপনি ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের ৮০সি ধারার অধীনে কর ছাড়ের জন্য যোগ্য, ফলে করদাতারা যোগ্য আর্থিক উপকরণে বিনিয়োগ করে তাদের করযোগ্য আয় কমাতে পারবেন।

বিভিন্ন কর-সঞ্চয় পদ্ধতির মধ্যে, পোস্ট অফিসের কোনও প্রকল্পে সঞ্চয়কে সবচেয়ে নিরাপদ বিনিয়োগ বিকল্পগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

পাবলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড

পিপিএফ হল দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় বিকল্পগুলির মধ্যে একটি যা কর-মুক্ত রিটার্ন প্রদান করে। বিনিয়োগকারীরা বছরে ৫০০ টাকা থেকে ১.৫ লক্ষ টাকার মধ্যে বিনিয়োগ করতে পারেন। ২০২৫ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি-মার্চ) পিপিএফ-এ সুদের হার প্রায় ৭.১ শতাংশ। পিপিএফ হল একটি (ছাড়, ছাড়, ছাড়) প্রকল্প। তাই আমানত, সুদ এবং মেয়াদপূর্তির পরিমাণ সবই কর-মুক্ত।

ন্যাশনাল সেভিংস স্কিম

এই প্রকল্পে জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিকের জন্য ৭.৭ শতাংশ সুদের হার রেয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বিনিয়োগ ১,০০০ টাকা। তবে বিনিয়োগের কোনও ঊর্ধ্বসীমা নেই। এক্ষেত্রে.৫ লক্ষ টাকা কর ছাড়ের যোগ্য।

সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা

এই প্রকল্পটি কন্যা সন্তানের জন্য তৈরি। ২০২৫ সালের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিকে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা প্রকল্পে সুদের হার ৮.২ শতাংশ, যা বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রকল্পে সর্বনিম্ন বিনিয়োগ ২৫০ টাকা এবং সর্বোচ্চ প্রতি মাসে ১.৫ লক্ষ টাকা।

সিনিয়র সিটিজেন্স সেভিং স্কিম

এটি একটি অবসরকালীন সঞ্চয় পরিকল্পনা যা উচ্চ রিটার্ন এবং কর সুবিধা প্রদান করে। ১,০০০ টাকা বিনিয়োগ সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ ৩০ লক্ষ টাকা। জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিকে এই প্রকল্পে সুদের হার বার্ষিক ৮.২ শতাংশ।